

দেবীভাগবত পুরাণ

প্রথম স্কন্ধ

পঞ্চানন তর্করত্ন

দেবীভাগবত পুরাণ

প্রথম স্কন্ধ

পঞ্চানন তর্করত্ন

সারস্বত প্রকাশন
ভারত

saraswat-prakashan.weebly.com

২০২৫
প্রথম সংস্করণ

Free EPUB

eBook produced by EliteEbooks

আমাদের প্রকাশিত বই

ইংরেজি

রামায়ণ

মনুস্মৃতি

শ্রীশ্রীচণ্ডী

সাংখ্য সূত্র

দেবী গীতা

ভগবদ্ গীতা

পারস্কর গৃহ্যসূত্র

শ্রীমদ্ দেবীভাগবত

বাংলা

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ভগবদ্ গীতা

কালিকা পুরাণ

পাতঞ্জল যোগসূত্র

প্রকাশকের নিবেদন

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র একাধিক। শ্রুতি অর্থাৎ যা মানুষের রচনা নয়, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত, তা হচ্ছে দুপ্রকার—বেদ এবং তন্ত্র (আগম)। বেদ ব্রহ্মার থেকে জাত এবং আগমের উৎপত্তি হয়েছে সদাশিবের মুখ থেকে। এর পাশাপাশি রয়েছে বেদাঙ্গ, উপবেদ, ষড়-দর্শন। রয়েছে ইতিহাস যা রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে তৈরী। এছাড়াও রয়েছে নীতিশাস্ত্র (অর্থশাস্ত্র), কামশাস্ত্র। আর রয়েছে পুরাণ। পুরাণের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, যিনি মহাভারতের রচয়িতাও বটে।

পাঁচটি লক্ষণ থাকলে সেই শাস্ত্রকে পুরাণ বলা হয়। এই পঞ্চলক্ষণ হল — সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশানুচরিত ও মন্বন্তর (মৎস পুরাণ ৫৩.৬৪)। সর্গ মানে হচ্ছে সৃষ্টি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার মন থেকে জাত মানসপুত্রেরা যারা প্রজাপতি তারা এরপর সৃষ্টি করতে থাকেন, একে বলে প্রতিসর্গ। দেবতা ও ঋষিদের বংশ পরম্পরার বিবরণ রয়েছে বংশে। আবার, ভারতের প্রাচীন দুই রাজবংশ হল সূর্য ও চন্দ্র বংশ। সূর্য বংশের বিখ্যাত রাজা হলেন রামচন্দ্র এবং চন্দ্র বংশে কৌরব ও পাণ্ডবরা জন্মেছিলেন। এই দুই রাজবংশের বংশতালিকা এবং রাজাদের কীর্ত্তি বিবৃত হয় বংশানুচরিতে। সবশেষে হচ্ছে মন্বন্তর। মন্বন্তর একটু বুঝিয়ে বলতে হবে; এক কথায় বলা যাবে না। সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মার একদিন; তাকে বলা হয় কল্প। দিনান্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হলে প্রলয় আসে। প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারযুগ নিয়ে তৈরী হয় একটা মহাযুগ। যুগগুলিও চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে; অর্থাৎ কলির পরে আবার সত্যযুগ ফিরে আসে। এমন একহাজার মহাযুগ নিয়ে একটি কল্প। একটি কল্পকে আবার চোদ্দটি মন্বন্তরে ভাগ করা হয়। এক একটি মন্বন্তরে এক এক জন মনুর রাজত্ব চলে। বর্তমানে যে কল্প চলছে তার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ছয়জন মনুর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে; বর্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু। একটা মন্বন্তরের শেষে শুধু মনু পরিবর্তিত হন না, তার সাথে সাথে দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তঋষি এরা সবাই বদলে যান। এক একটি মন্বন্তরে ৭১.৪ টি মহাযুগ থাকে। বর্তমান

বৈবস্বত মন্বন্তরে এখন আঠাশতম মহাযুগ চলছে। প্রতিটি মহাযুগে এক এক জন ব্যাস বেদকে সংগ্রহ করে শ্রেণীবিভাগ করেন। বর্তমান, অর্থাৎ আঠাশতম ব্যাসের নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। সংক্ষেপে এই হল মন্বন্তর। সব পুরাণেই কম-বেশী এই পাঁচটি বিষয়ের বিবরণ থাকে। এছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয়ও থাকে। মোট আঠারোটি মহাপুরাণ এবং আঠারোটি উপপুরাণ রয়েছে। তবে উপপুরাণের একাধিক ভিন্ন ভিন্ন তালিকা রয়েছে; তাই উপপুরাণের মোট সংখ্যা আঠারোর বেশী। বিষয়গত দিক থেকে মহাপুরাণ ও উপপুরাণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

আঠারোটি মহাপুরাণ হল—মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বামনপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বরাহপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নারদপুরাণ, পদ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ। আঠারোটি উপপুরাণ হল—সনৎকুমারপুরাণ, নারসিংহপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, শিবপুরাণ, দুর্ব্বাসাপুরাণ, কপিলপুরাণ, মানবপুরাণ, ঔশনসপুরাণ, বরুণপুরাণ, কালিকাপুরাণ, সাম্বপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, সৌরপুরাণ, পরাশরপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, মাহেশ্বরপুরাণ, দেবীভাগবতপুরাণ এবং বশিষ্ঠপুরাণ। আগেই বলেছি উপপুরাণ আরো আছে, যেমন—মহাভাগবতপুরাণ, দেবীপুরাণ, কল্কিপুরাণ, গণেশপুরাণ, মুদ্গলপুরাণ ইত্যাদি।

দেবীভাগবত পুরাণ হল একটি উপপুরাণ। এই পুরাণ শ্রীমদ্ দেবীভাগবত নামেও পরিচিত। তবে দেবী পুরাণের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। দেবী পুরাণ শাক্তদেরই আরেকটি উপপুরাণ। দেবীভাগবত উপপুরাণ হলেও গুরুত্বের বিচারে অনেক মহাপুরাণের থেকেও এটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শাক্তদের প্রধান পুরাণই হল এই দেবীভাগবত। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে হিন্দুদের মূলত তিনটি শাখা রয়েছে—বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। বৈষ্ণবদের প্রধান পুরাণ হল ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবত। দেবীভাগবতের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলবেন না। তবে বর্তমান গ্রন্থে, ভাগবত বলতে দেবীভাগবতকেও বোঝানো হয়েছে, সেটা মাথায় রাখবেন। আর শৈবদের প্রধান পুরাণ হল শিবপুরাণ। শ্রীশ্রীচণ্ডী, যা শাক্তদের প্রধান গ্রন্থ—এবং যা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত—তার কাহিনী আরো বিস্তারিত

ভাবে এই পুরাণে বিবৃত রয়েছে। এছাড়া দেবী গীতা, যা শাক্তদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, তাও এই পুরাণেরই অন্তর্গত। সরস্বতী পুজোর সময় যে মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্ক বিরচিত বাণীস্তব পাঠ করা হয় এবং কবচ তাও দেবীভাগবত পুরাণেরই অংশ। বস্তুত শাক্ত ভাবধারার বিশদ বিবরণ এই পুরাণে নিপুণভাবে দেওয়া হয়েছে।

বাংলায়, আমার জানা, দেবীভাগবত পুরাণের দুটি অনুবাদ রয়েছে। একটি হরিচরণ বসু এবং অপরটি পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি গ্রন্থই বর্তমানে 'পাবলিক ডোমেনের' অন্তর্ভুক্ত। এখানে পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদটি প্রকাশ করা হল। আমরা সংস্কৃত শ্লোক এখানে দিই নি। শুধুমাত্র বঙ্গানুবাদ দিয়েছি যাতে পাঠকের পড়তে সুবিধে হয়।

বিদ্যাবাচস্পতি অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়
৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫

—

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
শৌনকপ্রশ্ন

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি জয়গ্রন্থ পাঠ করিবে।

যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বচৈতন্যরূপা আদ্যা বিদ্যাকে ধ্যান করি। শৌনক বলিলেন—হে সূত। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাভাগ সূত! তুমি ধন্য; কেননা, তুমি শুভ পুরাণসংহিতা-সকল সম্যক্ প্রকারে অধ্যয়ন করিয়াছ। হে শুদ্ধচিত্ত! মুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অতি উৎকৃষ্ট পঞ্চলক্ষণান্বিত এবং রহস্যযুক্ত যে অষ্টাদশ পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে অনঘ! তাহা তুমি পাঠ করিয়াছ। হে মানপ্রদ! কেবল যে শুকাদি পক্ষীর ন্যায় পাঠ করিয়াছ তাহা নহে; কিন্তু সত্যবতীনন্দন ব্যাসের নিকট তৎসমুদয়ের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। তুমি আমাদিগেরই পুণ্যফলে এই কলিদোষবর্জ্জিত দিব্য পবিত্র বিশ্বসন নামক উত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ। ১–৫

হে সূত! এই মুনিমণ্ডল পুণ্যজনক পুরাণসংহিতা শ্রবণে অভিলাষ করিতেছেন, স্থিরচিত্তে তাহা আমাদিগকে বল। হে সর্ব্বজ্ঞ সূত। দীর্ঘজীবী এবং ত্রিতাপবর্জিত হও। হে মহাভাগ! আমাদিগের নিকট বেদতুল্য পুরাণ কীর্ত্তন কর। হে সূত! যে সকল মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, বাক্যের রস গ্রহণের নিপুণতা আছে, বিধাতা কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াই তাহারা পুরাণ শ্রবণ করে না। যেমন মধুরাদি ছয় প্রকার রস দ্বারা রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয়, সেই প্রকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জ্ঞানিগণের বচনাবলির দ্বারায় হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ। শ্রবণেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত সর্পগণও মধুর শব্দে মুগ্ধ হয়; কিন্তু যে সকল মানব শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিতে পুরাণাদি শ্রবণে পরান্মুখ হয়, তাহাদিগকে শ্রবণেন্দ্রিয়হীন না বলা যায় কেন? ৬–১০

অতএব হে সৌম্য! কলিকালভয়ে ব্যাকুল এই সকল ব্রাহ্মণ, পুরাণ শ্রবণে অভিলাষী হইয়া, তদ্‌গতচিত্তে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। কালযাপন যে কোন উপায়ে করিতেই হয়, তন্মধ্যে মূর্খেরা ক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনের সাহায্যে এবং পণ্ডিতেরা শাস্ত্রচিন্তার সাহায্যে কালযাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু শাস্ত্রসকল বিচিত্র; জল্প (বিচারে প্রতিপক্ষ জয়ের জন্য যে কথা কীর্ত্তিত হয়, তাহার নাম জল্প।) বাদ (তত্ত্বজিজ্ঞাসুর যে বাক্য তাহার নাম বাদ।) ও বিবিধ অর্থবাদপূর্ণ তর্কবহুল এবং অতি বিস্তৃত। এতাদৃশ শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বেদান্ত সাত্ত্বিক, মীমাংসা রাজসিক এবং হেতুবাদপূর্ণ ন্যায় শাস্ত্র তামসিক। (অতএব শাস্ত্র বিচিত্র) এই প্রকার পুরাণও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিনপ্রকার। হে সৌম্য! পঞ্চলক্ষণ এবং উপাখ্যানযুক্ত সেই সকল পুরাণ তুমি কীর্ত্তন করিয়াছ, তন্মধ্যে বেদতুল্য পবিত্র সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পঞ্চম পুরাণ ভাগবত ধর্ম্ম কামপ্রদ, মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদ এবং অত্যন্ত অদ্ভুত; পূর্ব্বে তুমি ইহার উল্লেখ করিয়াছ, কিন্তু সামান্যভাবে বই বিশেষরূপে কিছু বলা হয় নাই। এই সকল ব্রাহ্মণ সেই দিব্য শুভ পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত সাদরে শ্রবণ করিতে অভিলাষী, তুমি তাহা সবিস্তারে কীর্তন কর। ১১–১৮

হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুভক্তিবলে তুমি সত্ত্বগুণাবলম্বী হওয়াতে বেদব্যাসপ্রোক্ত পুরাণসংহিতা তুমি সম্যকরূপে অবগত হইয়াছ। হে সর্ব্বজ্ঞ! তাই তোমার মুখেই অন্যান্য অনেক পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু অমৃতপানে দেবগণের যেরূপ আশা মিটে না, সেইরূপ আমাদেরও আশা মিটে নাই। হে সূত! অমৃতে ধিক্; কেননা, অমৃত পান ত কখনই মুক্তিদানে সমর্থ নহে। পরন্তু ভাগবত কথা শ্রবণপুটে পান করিলে, মানব তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। হে সূত! আমরা অমৃতপানের জন্য সহস্র সহস্র যজ্ঞ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে সর্বান্তঃকরণে শান্তিলাভে সমর্থ হই নাই। কেননা যজ্ঞের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি; কিন্তু পূণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুতি ঘটিয়া থাকে; এইরূপে সংসারচক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয়। হে সর্ব্বজ্ঞ! এই ত্রিগুণাত্মক কালচক্রে ভ্রমণশীল মানবগণের জ্ঞান ব্যতীত কদাচ মুক্তি হয় না। অতএব সরসপূর্ণ পবিত্রতাজনক, গোপনীয়, মুক্তিপ্রদ এবং মুমুক্ষুগণের সর্ব্বদা প্রিয়, পবিত্র ভাগবত কীর্ত্তন কর। ১৯–২৫

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

—

দ্বিতীয় অধ্যায়
গ্রন্থসংখ্যা

শ্রীসূত বলিলেন,—আমি ধন্য, আমি বড়ই ভাগ্যবান্ এবং মহাত্মগণ আমাকে পবিত্র করিলেন, যেহেতু বেদবিশ্রুত পবিত্র এই সুমহৎ পুরাণ আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি সেই সর্ব্বশাস্ত্র-রহস্য আগমশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববেদার্থসম্মত পুরাণ সম্যকরূপে বলিব। হে দ্বিজগণ ! ব্রহ্মা (বিষ্ণু, শিব) আদি দেবগণ স্তবপরায়ণ হইয়া যাঁহার সেবা করেন, মুনীন্দ্রগণ যে বস্তুকে সতত ধ্যান করেন, যোগিগণের মুক্তিপ্রদ সুললিত সেই ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ চরণকমলে প্রণাম করিয়া ভগবতী নামযোগে বিখ্যাত সেই সর্ব্বরসময় শ্রীমৎ পুরাণশ্রেষ্ঠ আমি আজ ভক্তিসহকারে সবিস্তরে সরল ভাবে কীর্ত্তন করিতেছি। পরমা আদ্যাশক্তি বেদমার্গে বিদ্যা নামে অভিহিতা; যিনি সর্ব্বজ্ঞা, সকলের অন্তর্যামিনী এবং সংসার-বন্ধন-ছেদনে নিপুণা; দুরাত্মারা যাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু মুনিগণের ধ্যানমার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া যিনি প্রত্যক্ষগোচর হন, সেই ভগবতী সর্ব্বদা পুরাণকীর্তন-যোগ্য বুদ্ধি দান করুন। প্রকৃত পক্ষে অসৎ অথচ স্থূলদৃষ্টিতে সদ্‌রূপে প্রতীয়মান এই নিখিল জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার—যিনি স্বীয় রজঃ, সত্ত্ব এবং তমো নামক ত্রিগুণ শক্তি দ্বারা (যথাক্রমে) সম্পাদন করিয়া প্রলয়কালে একাকিনী ক্রীড়া করেন, সেই সর্ব্বজগজ্জননীকে মনে মনে স্মরণ করিতেছি। ১–৫

ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ এবং বেদ-পুরাণবেত্তৃগণও তাহাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাই আবার বলিয়াছেন, বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি; (অতএব তিনি পরাধীন) স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করিতে তিনি অসমর্থ। যাহার নাভিকমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি (যাঁহাকে জগৎসৃষ্টি শক্তির নেতা মনে হইতেছে,) সেই বিষ্ণুও ত প্রলয়কালে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রাভিভূত হন, অতএব সহস্রফণাধারী অনন্ত যখন তাঁহার আধারস্বরূপ, তখন অনন্তদেবের আশ্রিত, ভগবান্ বিষ্ণুকেই বা (জগৎসৃষ্টিশক্তির) নেতা বলিয়া স্থির করা যায় কিরূপে? অনন্তের আশ্রয় একার্ণবের জলও রসস্বরূপ; পাত্র ব্যতীত রস থাকে না; যিনি

সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা হইয়া সকলের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বভূতজননীর শরণাগত হইলাম। নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় নিমীলিত লোচন দেখিয়া, যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি তাহার শরণাপন্ন হইতেছি। হে মুনিগণ! আমি সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী ত্রিগুণা এবং মুক্তিদায়িনী মায়াদেবীকে ধ্যান করিয়া সমুদয় পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি; এক্ষণে আপনারা শ্রবণ করুন। ৬–১০

শ্রীমদ্ভাগবত (দেবী-ভাগবত) নামক পুরাণ উত্তম এবং পবিত্র। ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র বিশুদ্ধ শ্লোক আছে। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই পুরাণে মঙ্গলময় দ্বাদশ স্কন্ধ এবং সমুদায়ে তিনশত অষ্টাদশ অধ্যায় নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি তন্মধ্যে প্রথম স্কন্ধে বিংশতি অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় এবং পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। মুনি দ্বৈপায়ন ষষ্ঠ স্কন্ধে একত্রিংশৎ অধ্যায়, সপ্তম স্কন্ধে চত্বারিংশৎ অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় ও নবম স্কন্ধে পঞ্চাশৎ অধ্যায় এবং দশম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তিনি একাদশ স্কন্ধে চতুর্বিংশতি অধ্যায় এবং দ্বাদশ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায় বলিয়াছেন। ১১–১৬

মহাত্মা বেদব্যাস এই ভাগবত পুরাণের স্কন্ধ এবং অধ্যায় সংখ্যা এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর শ্লোক সংখ্যা যে অষ্টাদশ সহস্র তাহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশাবলী, মন্বন্তর এবং মনু প্রভৃতি বংশীয় রাজগণের চরিত্র কীর্ত্তন, এই পাঁচটী লক্ষণ যাহাতে আছে, তাহা পুরাণ। যে শিবা নির্গুণা নিত্যা সতত সর্ব্বব্যাপিনী এবং বিকাররহিতা, যোগ ব্যতীত যাহাকে লাভ করা যায় না, যিনি জগতের আশ্রয় এবং তুরীয় চৈতন্যরূপে অবস্থিতা, তাঁহারই (সগুণাবস্থায়) সাত্ত্বিকী শক্তি মহালক্ষ্মী, রাজসী শক্তি সরস্বতী এবং তামসী শক্তি মহাকালী; (শক্তি বলিয়া) ইঁহারা সকলেই স্ত্রীমূর্ত্তি। ১৭–২০

জগৎ সৃষ্টির জন্য সেই শক্তিত্রয়ের যে দেহ ধারণ, শাস্ত্রবিশারদ মহাপুরুষগণ (এই পুরাণে) তাহাকেই 'সর্গ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগতের উৎপাদন, রক্ষণ এবং সংহারের জন্য ত্রিগুণশক্তির পরিণতি-ফলে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উৎপত্তি, তাহাই (এই পুরাণে) প্রতিসর্গ রূপে বিরচিত হয়। সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের রাজগণের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বংশ কীর্ত্তনই বংশাবলি পদবাচ্য। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগণের বর্ণনা এবং তাঁহাদের

অধিকার কাল সংখ্যা কীর্ত্তন মন্বন্তর শব্দে গ্রাহ্য। আর সেই মনু প্রভৃতির বংশ বর্ণনা বংশানুচরিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (এই পুরাণে এই প্রকার পঞ্চ লক্ষণই আছে।) হে মুনিসত্তমগণ! পুরাণমাত্রই এই প্রকার পঞ্চ-লক্ষণ-যুক্ত হইয়া থাকে। ২১–২৫

এইরূপে পঞ্চ-লক্ষণ-যুক্ত ভারত বেদব্যাসের রচিত। পঞ্চম বেদস্বরূপ এবং ইতিহাস নামে আখ্যাত। তাহাতে কিঞ্চিদধিক লক্ষ শ্লোক আছে। শৌনক বলিলেন; হে সূত! সেই সকল পুরাণ কি কি এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের শ্লোকসংখ্যাই বা কত? তাহা এই পবিত্রক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে বল, নৈমিশারণ্যবাসী আমরা সকলেই তৎশ্রবণে উৎসুক হইয়াছি। (নৈমিশারণ্যবাসী বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলাম কেন, শুন; তাহা হইলে জানিবে, এই কলিযুগে ধর্ম্মকথার এমন স্থান আর নাই।) আমরা কলিকালের ভয়ে ভীত হইলে, ব্রহ্মা মনোময় চক্র প্রদান করিয়া আমাদিগের সকলকেই বলিলেন, এই চক্রের পশ্চাতে পশ্চাতে তোমরা গমন কর, যে স্থানে এই চক্রের নেমি বিশীর্ণ হইবে অর্থাৎ এই চক্র যে স্থানে গতিহীন হইবে, সেই দেশই পাবন দেশ; সে দেশে কলির প্রবেশ কদাচ হইবে না; তোমরা সত্যযুগ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান কর;—তদনুসারে এই নৈমিশারণ্যে বাস করিতেই আমরা ব্রহ্মার সম্পূর্ণ আদেশ পাইয়াছি; ব্রহ্মার কথা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার বচনপরম্পরার অনুবর্ত্তী হইয়া, চক্র চালনা করত সত্ত্বর নির্গত হইলাম। উদ্দেশ্য, কোন দেশ সর্ব্বাপক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করা। চক্র চালনা করত এই দেশে উপস্থিত হইবামাত্রই আমার সমক্ষেই চক্রনেমি বিশীর্ণ হইল, সেই জন্যই এই ক্ষেত্রের নাম নৈমিশ, ইহা পরম পাবন স্থান। ২৬–৩২

এই স্থানে কলির প্রবেশ নাই। এইজন্য কলিভীত মহাত্মা, মুনি ও সিদ্ধসঙ্ঘ মৎসমভিব্যাহারে এস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পুরোডাশ প্রভৃতি উপকরণের দ্বারা আমরা পশুহিংসাবিহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের অন্য কোন আবশ্যক কর্ম্ম নাই, কেবল যতদিন সত্যযুগ উপস্থিত না হয়, ততদিন এ স্থানেই আমাদিগকে কালাতিপাত করিতে হইবে। হে সূত! আমাদের সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্য যে তুমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, অদ্য ব্রহ্মসম্মত পুরাণসমূহের নামাদি কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র কর। হে সূত! তুমি সুবিজ্ঞ বক্তা, আমরাও অনন্যকর্ম্মা একাগ্রচিত্ত শ্রোতা, অদ্য কল্যাণকর

পবিত্র ভাগবত পুরাণ (তৎপরে) কীর্ত্তন কর; হে সূত! তুমি দীর্ঘজীবী হও, আন্তরিক দুঃখ, বাহ্য দুঃখ এবং দৈবোপদ্রবজনিত দুঃখ যেন তোমাকে পরিতৃপ্ত করিতে না পারে। (ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ) শুনিয়াছি, মহর্ষি দ্বৈপায়ন কথিত পরম পাবন পুরাণ সেই ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের যথাবিধি বর্ণনা আছে, তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর মুক্তি হওয়ার বিষয়ও মুনিবর বেদব্যাস তাহাতে উপদেশ দিয়াছেন। হে সূত! সেই সকল মনোরম পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না! ত্রিভুবনজননী ভগবতীর লীলাপ্রকাশক সকল মলাপহ নিখিলগুণ-বিভূষিত, বাঞ্ছাকল্পতরু পরম পবিত্র ভগবতী নামযুক্ত (ভাগবত) বিচিত্র পুরাণ প্রকাশ করিয়া বল। ৩৩–৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

—

তৃতীয় অধ্যায়
পুরাণপ্রশংসা ও ব্যাস

সূত বলিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাসের নিকট যথার্থরূপে যেমন শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে পুরাণ সকলের নামাদি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। 'ম' অর্থাৎ মকারাদি পুরাণ দুইখানি, 'ভ' অর্থাৎ ভকারাদি দুইখানি, 'ব্র' তিনখানি, 'ব' চারখানি, আর 'অ' 'না' 'প' 'লিং', 'গ' 'কূ' এবং 'স্ক' এক একখানি পুরাণ। (ম—মৎস্য, মার্কণ্ডেয়; ভ—ভবিষ্য, ভাগবত; ব্র—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত; ব—বামন, বায়ু, বিষ্ণু এবং বরাহ; অ—অগ্নি; না—নারদ; প—পদ্ম; লিং—লিঙ্গ; গ—গরুড়; কূ—কূর্ম্ম এবং 'স্ক'—স্কন্দ এই অষ্টাদশ পুরাণ।) ১–২

হে শৌনক! প্রথমোক্ত মৎস্য পুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোক; পরম বিচিত্র মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র শ্লোক; তত্ত্বদর্শী মুনিগণের সংখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র পঞ্চশত শ্লোক ভবিষ্য পুরাণে আছে। পবিত্র ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক; ব্রহ্ম পুরাণে অযুত শ্লোক, দ্বাদশ সহস্র একশত শ্লোক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অষ্টাদশসহস্র; বামনপুরাণে অযুত; বায়ুপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র ছয়শত; পরমাদ্ভুত বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র; পরমবিচিত্র বরাহপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র; অগ্নিপুরাণে ষোড়শ সহস্র; বৃহৎ নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র; সুবিস্তৃত পদ্মপুরাণে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র; সুবিস্তৃত লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র; হরিকথিত গরুড়পুরাণে একোনবিংশতি সহস্র; কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র এবং পরমাশ্চর্য স্কন্দপুরাণে একাশীতি সহস্র শ্লোক আছে। হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! পুরাণ-সকলের নাম ও শ্লোকসংখা সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। ৩–১২

হে ঋষি-সত্তমগণ! এক্ষণে উপপুরাণসমূহ শ্রবণ করুন;—সনৎকুমার কথিত উপপুরাণ প্রথম, তৎপরে নারসিংহ-পুরাণ, নারদীয়-পুরাণ, শিবপুরাণ, দুর্ব্বাসঃপ্রোক্ত-পুরাণ, কাপিলপুরাণ, মানবপুরাণ, ঔশনসপুরাণ, বারুণপুরাণ, কালিকাপুরাণ, সাম্বপুরাণ,

নন্দিকেশ্বরপুরাণ, সৌরপুরাণ, পরাশর কথিত পুরাণ, আদিত্যপুরাণ, মাহেশ্বরপুরাণ, ভাগবত এবং বশিষ্ঠপুরাণ—এই সমস্ত উপপুরাণ মহাত্মগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্যবতী-নন্দন অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া, পুরাণকথা-পরিপুষ্ট অতুলনীয় মহাভারত প্রস্তুত করেন। ১৩–১৭

ধর্মরক্ষাভিলাষী বেদব্যাস সকল মন্বন্তরেই প্রতি দ্বাপরযুগে যথানিয়মে পুরাণসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন; বেদব্যাস অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং বিষ্ণুই জগতের হিতাভিলাষে প্রতি দ্বাপর যুগেই বেদব্যাসরূপে এক বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করেন। কলিকালের ব্রাহ্মণগণ অল্পায়ু এবং অল্পবুদ্ধি অর্থাৎ বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক তদর্থ-জ্ঞানে অসমর্থ, ইহা জানিয়াই ভগবান্ প্রতি দ্বাপরেই পবিত্র পুরাণসংহিতা প্রকাশ করেন; বিশেষতঃ স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম দ্বিজেরা বেদ শ্রবণে অধিকারী নহে, তাহাদিগের হিতার্থে পুরাণ রচিত হইয়াছে। বর্তমান শুভ মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত; মন্বন্তর গণনায় ইহা সপ্তম; এই সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে ধর্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ সত্যবতী-নন্দনই বেদব্যাস; তিনিই আমার গুরু; ইহার পরবর্ত্তী দ্বাপরযুগে দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন। সপ্তবিংশতি বেদব্যাস গত হইয়াছেন, তাঁহারাও নিজ নিজ দ্বাপরযুগে একে একে পুরাণ-সংহিতা সমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৮–২৪

ঋষিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ সূত! অন্যান্য দ্বাপর-যুগের পুরাণবক্তা পূর্ব্বকালীন বেদব্যাসগণের নাম কীর্তন কর। সূত বলিলেন, প্রথম দ্বাপরে স্বয়ং ব্রহ্ম। বেদবিভাগ করেন; দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রথম প্রজাপতি ব্যাস কার্য্য করিয়াছিলেন; তৃতীয় দ্বাপরে শুক্র, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সূর্য্য, ষষ্ঠে যম, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত ঋষি, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দশে ধর্ম্ম, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণি, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে ব্রতী, একোনবিংশে অত্রি, বিংশে গৌতম, একবিংশে হর্য্যাত্মা উত্তম, দ্বাবিংশে বাজশ্রবা বেন, ত্রয়োবিংশে তদ্বংশীয় সোম, চতুর্ব্বিংশে তৃণবিন্দু, পঞ্চবিংশে ভার্গব, ষড়বিংশে শক্তি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইয়াছেন। এই অষ্টা-বিংশতি সংখ্যক বেদব্যাসের কথা যেমন আমি শুনিয়াছি সেরূপ বলিলাম। পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ইহা সর্ব্বদুঃখ বিনাশক, সর্ব্বকামপ্রদ মোক্ষপ্রদানে

সমর্থ এবং বেদার্থপূর্ণ। এই গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্ররসের অপূর্ব্ব আধার এবং মুমুক্ষুগণের সতত প্রিয়। ২৫–৩৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বেদব্যাস এই পুরাণ রচনা করিয়া স্থির করিলেন, এই পুরাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, (তখন অন্য কাহাকেও এই পুরাণ অধ্যপনা না করিয়া) স্বীয় অরণি-সম্ভব পুত্র বিষয়-বিরক্ত মহাত্মা শুকদেবকেই প্রকৃতপক্ষে পাত্র স্থির করিয়া এই পুরাণ যখন অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, তখন আমি গুরুদেবের সহাধ্যায়িরূপে তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত পুরাণই যথার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছি, সমস্ত নিগূঢ় তাৎপর্য্যও জানিয়াছি; দয়াময় গুরু বেদব্যাসের প্রসাদেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে। অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন অযোনিসম্ভব পুত্র শুকদেবের প্রশ্নে 'দ্বৈপায়ন' পুরাণের যাবতীয় উৎকৃষ্ট নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিবৃত করেন, তাহাতেই আমার সেই সকল তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয়। হে সত্তমগণ! অগাধ অপার সংসার-সাগর-তরণে অভিলাষী শুকদেব বেদ-কল্পতরুর অপূর্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদনে আস্থাবান হইয়া পরমানন্দে নানা উপাখ্যান-রসপূর্ণ অদ্ভুত ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আহা সেই ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়া কলিকাল-ভয় হইতে বিমুক্ত না হয়, এমন লোক পৃথিবীতে কে আছে? বেদধর্ম্মরহিত আচার-পরাঙ্মুখ মহাপাপীও যদি এই সুন্দর পুরাণ-প্রধান দেবীভাগবত ছলক্রমে শ্রবণ করিতে পায়, তাহা হইলে সে ইহলোকে বিপুল ভোগ্যসমূহ ভোগ করিয়া দেহান্তে যোগীলভ্য অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হয়। যিনি নির্গুণস্বরূপে হরিহর প্রভৃতিরও দুর্লভা, তত্ত্ববিদ্যারূপে যিনি জ্ঞানিগণের প্রীতিসামগ্রী, সমাধিবলে যাহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে হয়, সেই ভগবতী, সতত ভাগবত পুরাণ-শ্রোতার হৃদয়-কন্দরে অবস্থিতি করেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মনুষ্য-জন্ম এবং পুরাণবাচক প্রাপ্ত হইয়া পোতস্বরূপ এই সুখদ পুরাণ শ্রবণ না করে, সে বিধাতারই বঞ্চনার পাত্র। যে নষ্ট মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মনুষ্যজন্মে সুপটু কর্ণযুগল প্রাপ্ত হইয়া অনুরাগভরে সতত অসার নীরস পরনিন্দা শ্রবণ করিতে পারে, সে চতুর্ব্বর্গ সাধক রস-নিধি এই নির্ম্মল পুরাণ শ্রবণ করিতে বিমুখ হয় কেন? ৩৬–৪৩

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

—

চতুর্থ অধ্যায়
শুকজন্মপ্রসঙ্গ

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সৌম্য! যিনি এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই শুকদেব বেদব্যাসের কোন পত্নীতে কিরূপ প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? হে মহামতে! তুমি বলিলে, শুকদেব অযোনি-সম্ভূত, তিনি অরণি কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আমরা কিন্তু পূর্ব্বে শুনিয়াছি, মহাতপা শুকদেব গর্ভাবস্থা হইতেই যোগী, সুতরাং আমাদের মনে মহান্ সংশয় উপস্থিত; অদ্য তুমি তাহা দূর কর; তিনি কিরূপেই বা বহুবিস্তৃত পুরাণ অধ্যয়ন করিলেন, তাহাও বল। ১–৩

সূত বলিলেন, পূর্ব্বকালে সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস সরস্বতী-তীরে স্বকীয় আশ্রমে চটকমিথুন অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন, চটকদম্পতি, স্বীয় কুলায়ে সদ্যোডিম্ব-সম্ভূত রক্তমুখ সুন্দরাঙ্গ পিচ্ছলোমশূন্য শাবকের চঞ্চুপুটে মুহুর্ম্মুহুঃ ভক্ষ্যবস্তু নিক্ষেপ করিতেছে, আপনাদিগের ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে দৃকপাত নাই; কেবল শাবক পালনেই তৎপর; দেখিলেন, তাহারা শাবকের অঙ্গে নিজ নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করত পরম আনন্দ অনুভব করিতেছে, আর স্নেহভরে শাবকের সুন্দর বদন চুম্বন করিতেছে। বেদব্যাস চটক যুগলের শাবকের প্রতি অদ্ভুত প্রেম অবলোকন করত চিন্তাকুল হইয়া মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ৪–৮

যখন তির্য্যক্জাতিরও এমন পুত্র-বাৎসল্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন সেবাফলাকাঙ্ক্ষী মানবের যে পুত্র বাৎসল্য হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এই চটকদম্পতি এই শাবকের সুখজনক বিবাহ দিয়া পুত্রবধুর মুখদর্শনে সুখী হইবে না; এই চটকদম্পতি বৃদ্ধ হইলে পুত্র পরম ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্যের জন্য ইহাদিগের যে সেবা করিবে, এই পুত্র ধন উপার্জ্জন করিয়া পিতামাতাকে যে প্রীত করিবে, বা যথাবিধি প্রেতকার্য্য করিয়া পারলৌকিক উপকার করিবে, তাহাও নয়। এই বালক পরিণামে গয়াশ্রাদ্ধও করিবে না, যথাবিধি নীলবৃষোৎসর্গও করিবে

না। তথাপি চটকদম্পতির এত পুত্রস্নেহ! এ সংসারে পুত্রদেহস্পর্শ, বিশেষতঃ পুত্রপালন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ। ৯–১৪

অপুত্রের গতি নাই, স্বর্গলাভ নাইই। পুত্র বিনা পরলোকের উপকারী আর কেহ নাই। মন্বাদি মুনিগণও ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন, পুত্রবান লোকে স্বর্গলাভ করে, অপুত্রক ব্যক্তি কোনরূপেই স্বর্গে যাইতে পারে না। পুত্রবানের স্বর্গসুখ চক্ষুর উপরেই দেখিতেছি, অনুমানে প্রয়োজন নাই। পুত্রবান্ পাপমুক্ত হয় ইহা বেদবাক্য। অপুত্রক ব্যক্তি মৃত্যুকালেও যন্ত্রণায় কাতর এবং ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া দুঃখের সহিত চিন্তা করিয়া থাকে যে, আমার অতুল ধন, নানাবিধ দ্রব্য, সুন্দর গৃহ এ সকল ভোগ করিবে কে? অপুত্রক ব্যক্তির মন মৃত্যুকালে যখন এইরূপ দুঃখে অস্থির হয় তখন তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবিনী; মৃত্যুকালে চিত্ত প্রশান্ত না থাকিলে ত সদগতি হয় না। সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিমনা হইলেন। তিনি মনে মনে অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া সঙ্কল্প স্থির করত সুমেরুপর্ব্বত সমীপে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, অগ্নি এবং বরুণ এই সকল দেবতার মধ্যে আমি কাহাকে উপাসনা করি, কে সত্বর বরদান করিয়া আমার কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ? বেদব্যাস এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে একাগ্রচেতা মুনিসত্তম নারদ বীণাহস্তে ইচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি সহকারে অর্ঘ্য আসন প্রদান পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। মুনিবর নারদ বেদব্যাসের কুশল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াই বলিলেন, দ্বৈপায়ন! তুমি এমন চিন্তাকুল কেন? আমায় (অগ্রে তাহা) বল। ১৫–২৭

বেদব্যাস বলিলেন,—অপুত্রক ব্যক্তির গতি নাই, সেইজন্য মনে সুখ নাই, আমি পুত্রের নিমিত্তই দুঃখিত হইয়া নিরন্তর চিন্তাকুল। কোন দেবতাকে তপস্যায় তুষ্ট করিলে তিনি আমাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন, অদ্য আমি সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে দয়াময় মহর্ষি! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, শীঘ্র বলুন, আমি কোন্ দেবতার শরণাপন্ন হইব, কে আমায় পুত্র দান করিবেন? ২৮-৩০

সূত বলিলেন, বেদজ্ঞ মহামনা নারদ মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের এবংবিধ জিজ্ঞাসায় পরম প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে মহাভাগ পরাশর-নন্দন! অদ্য তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার পিতা পূর্ব্বে এই বিষয় নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারায়ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি চতুর্ভুজ পীতাম্বর শঙ্খচক্র-গদাধর শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল-শোভিত-কৌস্তুভ-মণিভূষিত দিব্যরূপী স্বয়ং দেবদেব বাসুদেব ধ্যানরূপ মহা যোগে মগ্ন হইলেন দেখিয়া, আমার পিতৃদেব বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, হে জনার্দ্দন! আপনি দেবদেব, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কর্ত্তা, জগতের নাথ, আপনি ধ্যানযোগ করিতেছেন কেন আর কিই বা ধ্যান করিতেছেন? হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি অখিল জগতের প্রভু হইয়া যে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে, (আমার বিস্ময় অমূলক নহে, আপনিও দেখুন) ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ৩১–৩৭

হে রমানাথ! আমি আপনার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া অখিলজগতের কর্ত্তা হইয়াছি; জগতে আপনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছেন, তাহা আমাকে বলুন। হে জগন্নাথ! আপনি সকলের আদি, সর্ব্বকারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা এবং নিখিল কার্য্যের সমর্থ কর্ত্তা। হে মহারাজ! আপনার ইচ্ছাতেই আমি অখিল জগৎ সৃষ্টি করি এবং রুদ্রও যথাকালে জগৎ সংহার করেন; তিনিও ত সর্ব্বদাই আপনার আদেশবর্ত্তী। হে ঈশ্বর! আপনার আজ্ঞাতেই সূর্য্য আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন, বায়ু শুভ অশুভ নানারূপে বহিতেছেন এবং অগ্নি তাপ প্রদান ও মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছেন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা ত আমি ত্রিভুবনে দেখি না; তবে আপনি কাহাকে ধ্যান করিতেছেন? এই আমার প্রধান সংশয়। হে সুব্রত! আমি আপনার ভক্ত, দয়া করিয়া আমার নিকট তাহা অদ্য প্রকাশ করুন; মহাপুরুষগণের গোপনীয় প্রায় কিছুই থাকে না, ইহাই প্রসিদ্ধ। ৩৮–৪৩

ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মন্! আমি আমার মনোগত কথা তোমাকে বলিতেছি, একমনে তাহা শ্রবণ কর। যদিও দেব দানব মানব প্রভৃতি সমস্ত লোকেই জানে, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা; আমি স্থিতিকর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা, তথাপি দেবপারগ সাধুগণ বেদ ও বেদমূলক অনুমান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তোমার

সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, আমার স্থিতিকর্ত্তৃত্ব এবং রুদ্রের সংহারকর্ত্তৃত্ব শক্তি দ্বারাই সম্পাদিত। তোমাতে রাজসী সৃষ্টিশক্তি, আমাতে সাত্ত্বিকী স্থিতিশক্তি এবং রুদ্রে তামসী সংহারশক্তি বর্ত্তমান। সেই শক্তির অভাবে তুমি সৃষ্টিকার্য্যে অসমর্থ, আমি স্থিতিকার্য্যে অসমর্থ এবং রুদ্র সংহারকার্য্যে অসমর্থ হন। হে প্রভাবসম্পন্ন সুব্রত! আমরা সকলেই সেই শক্তির অধীনভাবে সতত বর্ত্তমান। তদ্বিষয় প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। আমি প্রলয়কালে সেই শক্তির অধীন হইয়াই অনন্ত শয্যায় শয়ন করি, আবার সৃষ্টিকালে উত্থিত হই। ৪৪–৫০

আমি সর্ব্বদাই সেই মহাশক্তির অধীনভাবে অবস্থিত; (তাহার অধীনভাবেই) আমি বহুকাল তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। (আবার তাহার অধীনভাবেই) কখন আমি লক্ষ্মীর সহিত যথাসুখে বিহার করিয়া থাকি, কখন বা দানবগণের সহিত সর্ব্বলোকভীষণ কায়ক্লেশকর দারুণ যুদ্ধ করিয়া থাকি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার সমক্ষেই ত আমি সেই একার্ণবপ্লাবিত পূর্ব্বকালে পঞ্চ সহস্রবৎসর বাহুযুদ্ধ করিয়া সেই মদীয় কর্ণমলসম্ভূত মদগর্ব্বিত মধুকৈটভ নামক দুষ্ট দানবদ্বয়কে দেবীর প্রসাদেই নিহত করিয়াছি। ৫১–৫৪

হে মহাভাগ! তখন ত তুমি শক্তিরূপ পরাৎপর কারণ জানিতে পারিয়াছিলে; তবে পুনঃপুনঃ কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি সেই শক্তির ইচ্ছাতেই পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাসমুদ্রে বিচরণ করি; যুগে যুগে আমার আমার কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামনরূপ প্রাপ্তিও তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ কাহারও প্রিয় নহে, আমি স্বেচ্ছাক্রমে সেই অপ্রিয় বরাহাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করি নাই। কোন্ স্বাধীন পুরুষ লক্ষ্মীর সহিত স্বচ্ছন্দ বিহার পরিত্যাগ করিয়া মৎস্যাদি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং সুখশয্যা পরিত্যাগ করিয়া গরুড়াসনে আরোহণপূর্ব্বক বিপুল সমরে প্রবৃত্ত হয়? হে স্বয়ম্ভূ! পূর্ব্বকালে তোমার সমক্ষেই ত শরাসনের জ্যাবন্ধন স্খলিত হওয়ায় আমার মস্তক কোথায় বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে তুমি একটী হয়ের অর্থাৎ অশ্বের মস্তক গ্রহণ করিয়া আমার কবন্ধ দেহে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা সংযোজিত করিয়াছিলে। হে লোকবিধাতঃ! তদবধি আমি লোকসমাজে ‘হয়গ্রীব’ নামে কীর্ত্তিত হইতেছি, ইহা তো তোমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; বল দেখি, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তবে কি লোকসমাজে আমার এ বিড়ম্বনা ঘটিতে পাইত? কখনই না; অতএব আমি স্বাধীন নহি, সর্ব্বপ্রকারে আমি সেই শক্তিরই অধীন; হে

কমলসম্ভব! আমি নিরন্তর সেই শক্তিকেই ধ্যান করি, এতদতিরিক্ত আর কিছুই আমি অবগত নহি। ৫৫–৬১

নারদ বলিলেন; বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বলিয়াছিলেন। হে মুনিবর বেদব্যাস! ব্রহ্মা আমাকে সেই কথা বলিয়াছেন। অতএব তুমিও মঙ্গলরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য হৃদয়কমলে স্থিরভাবে ভগবতীর চরণকমল ভাবনা কর, তোমার যাহা যাহা অভিলষিত, সেই দেবী তৎসমস্তই প্রদান করিবেন। সুত বলিলেন, নারদ এই কথা বলিলে, সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস, দেবীচরণকমল সার করিয়া তপস্যার্থ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৬২–৬৫

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

—

পঞ্চম অধ্যায়
হয়গ্রীব অবতার

ঋষিগণ বলিলেন—হে সূত! জগতের বিস্ময়জনক এই অত্যাশ্চর্যকথা শুনিয়া আমাদের মন সংশয়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দন মাধবের মস্তকও যখন দেহবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং তৎপরে তিনি হয়গ্রীব হইয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? বেদও যাঁহার স্তব করে, সমুদয় দেবগণ যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, যিনি নিখিল কারণের কারণ আদিদেব জগন্নাথ, তৎকালে তাহারও মস্তক কি প্রকারে দৈবযোগে ছিন্ন হইল, হে মহামতে! তৎসমুদয় বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। ১–৪

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা সকলে পরম তেজস্বী দেবদেব বিষ্ণুর চরিত্র একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। কোন সময়ে সনাতন দেব জনার্দ্দন দশ সহস্র বৎসর দারুণ যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তৎপরে সেই প্রভু নারায়ণ কোন নির্জ্জন সমতল প্রদেশে পদ্মাসন করিয়া ভূতলে সজ্য ধনু স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি কণ্ঠ রাখিয়া শরীরের সমস্ত ভার সেই ধনুকের অগ্রভাগে দিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন। রমাপতি বিষ্ণু সাতিশয় শ্রান্ত ছিলেন বলিয়া এইরূপে শয়ন করিয়া গাঢ়রূপে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে কিছুকাল পরেই ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫–৯

অনন্তর তাঁহারা সকলে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য যজ্ঞেশ্বর দেব জনার্দ্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন। সেই দেবগণ তথায় সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া, ধ্যানবলে তাঁহার অবস্থিতিস্থান অবগত হইয়া যেস্থানে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, দেবদেব বিভু যোগনিদ্রায় বশীভূত হইয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহারা সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। জগৎপতি নিদ্রিত আছেন দেখিয়া উপবিষ্ট ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১০–১৩

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ! এক্ষণে উপায় কি? কিরূপে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করা যায়, আপনারা সকলে তাহার উপায় চিন্তা করুন। ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া শম্ভু কহিলেন—হে সুরসত্তমগণ! এক্ষণে আমাদের যজ্ঞকার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্তু ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ হইলে ইহাঁর ক্রোধ হইতে পারে। শঙ্করের বাক্য শুনিয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেই ভূমণ্ডলস্থিত ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষণ করাইবার নিমিত্ত বম্রী নামক কীট সৃজন করিলেন। ভাবিলেন, ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষিত হইলে, ধনুকের অপর কোটি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবে, তাহা হইলে দেবদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। তাহা হইলেই দেবকার্য্য সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। এই স্থির করিয়া সনাতন দেবদেব ব্রহ্মা বম্রী কীটকে ধনুকের জ্যা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। ১৪–১৮

ব্রহ্মার আদেশ শুনিয়া বম্রী ব্রহ্মাকে কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি কি প্রকারে দেবদেব জগদ্‌গুরু লক্ষ্মীপতির নিদ্রা ভঙ্গ করিব? অপরের নিদ্রাভঙ্গ, কাহারও কথার মধ্যে বাধা দেওয়া, দম্পতির প্রণয়বিচ্ছেদ, মাতা হইতে শিশুকে পৃথক্ করা, এ সমস্তই ব্রহ্মহত্যার তুল্য। অতএব হে দেব! আমি কিরূপে দেবদেবের সুখভঙ্গ করিব, ধনুর্গুণ ভক্ষণেই বা আমার কি ফল হইবে যে, আমি পাপকার্য্য করিব। তবে স্বার্থবশে লোকে পাপ কার্য্য করিতে পারে, যদি ইহাতে আমার কোন স্বার্থ থাকে ত ইহা ভক্ষণ করিতে সম্মত আছি। ১৫–২২

ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমাকেও আমরা যজ্ঞভাগ প্রদান করিব, অতএব আমার কথা শ্রবণ কর; আমাদের কার্য্য কর, অবিলম্বে বিষ্ণুকে জাগরিত কর। হোমের সময়ে কুণ্ডের বাহিরে যে সমস্ত ঘৃতাদি পড়িবে, তাহাই তোমার ভাগ জানিবে, অতএব ত্বরান্বিত হইয়া এ কার্য্য সম্পন্ন কর। সূত কহিলেন, বম্রী ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর ভূতলস্থিত ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষণ করিল। তাহার ভক্ষণমাত্রেই ধনুর্গুণ ধনু হইতে বিমুক্ত হইল, অন্য উর্দ্ধ কোটিও মুক্ত হইল। সেই সময় একটা ভীষণ শব্দ হইল, তাহাতে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুভিত হইল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। সমুদ্র উদ্বেল হইল; জলজন্তুগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। উগ্র বায়ু বহিতে লাগিল; পর্ব্বতসকল কাঁপিতে লাগিল; মহানিষ্টকর দুঃখসূচক উল্কাপাত হইতে লাগিল; দিক্‌সকল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল; সূর্য্য

অস্তমিত হইলেন। দেবগণ এই দুর্দ্দিনে কি অনিষ্টই ঘটিবে, এই ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। হে তপস্বিগণ! দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদেব বিষ্ণুর মুকুটকুণ্ডলসমন্বিত মস্তক কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ২৩–৩০

অনন্তর সেই ভীষণ অন্ধকার প্রশমিত হইলে, ব্রহ্মা ও মহাদেব বিষ্ণুর মস্তকহীন বিকৃত শরীর দেখিতে পাইলেন। সুরগণ বিষ্ণুর সেই কবন্ধমূর্ত্তি দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত, চিন্তাসাগরমগ্ন ও শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হায় নাথ! হা প্রভো! হা দেবদেব! হা সনাতন! অদ্য দেবগণের একি অলৌকিক অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। হা দেব! আপনি অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, তবে আপনার এ মস্তক অপহৃত হইল কেন? ইহা কোন্ দেবতার মায়া! হে বিভো! আপনার এইরূপ অবস্থা ঘটিলে দেবগণ জীবিত থাকিতে পারিবেন না; আপনার প্রতি আমাদের কিরূপ স্নেহ জানি না। আমরা আমাদের স্বার্থসাধন করিতে গিয়া এইরূপ হইল বলিয়া, এইরূপে রোদন করিতেছি। দৈত্যগণ, যক্ষগণ বা রাক্ষসগণ এ অনিষ্ট করে নাই, হে লক্ষ্মীপতে! অপর কাহার দোষ দিব; দেবতারাই স্বয়ং এই অনিষ্টসাধন করিয়া বসিয়াছে। ৩১–৩৬

হে দেবেশ! দেবগণ এক্ষণে পরাধীন—আপনার অধীন। এক্ষণে আমরা কোথায় যাইব? কি করিব? এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি দেবগণের যে কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। সেইসময় দেবজ্ঞপ্রবর বৃহস্পতি শিব প্রভৃতি দেবগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, হে মহাভাগগণ! এক্ষণে রোদন এবং অনুতাপ করিয়া কি হইবে, এক্ষণে যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, সকলের বিবেচনা করিয়া সেইরূপ উপায় করা উচিত। হে দেবেশ! দৈব ও পুরুষকার উভয় তুল্য, দৈববলে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে পুরুষকার প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩৭–৪১

ইন্দ্র বলিলেন,—যখন আমাদের সকলের চোখের উপর ভগবান বিষ্ণুরও মস্তক ছিন্ন হইল, তখন পুরুষকার নিরর্থক; পুরুষকারকে ধিক্! দৈবকেই আমি প্রধান বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—দৈব কর্ত্তৃক শুভ বা অশুভ যাহা সম্পাদিত হয়, সকলকেই তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; কারণ দৈবকে কে অতিক্রম করিতে পারে? শরীর ধারণ করিলে সুখ দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেখ,

পূর্ব্বকালে কালমাহাত্ম্যে শম্ভু আমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারও শাপ-প্রভাবে লিঙ্গপাত হইয়াছিল। হরির মস্তকও সেইরূপ অদ্য লবণসমুদ্রে পতিত হইল। শচীপতি ইন্দ্রকেও কালপ্রভাবে সহস্র ভগপ্রাপ্তি, স্বর্গচ্যুতি এবং মানস সরোবরে পদ্মমধ্যে বাস ইত্যাদি কত দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। হে মহাভাগগণ! যখন ইহারাও দুঃখ ভোগ করিলেন, তখন এ সংসারে কে না দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে? অতএব তোমরা সকলে শোক পরিত্যাগ কর। শোক পরিত্যাগ করিয়া সনাতনী মহামায়া দেবীকে ধ্যান কর; যিনি সকলের জননী, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও গুণাতীতা আদ্যা প্রকৃতি এবং যিনি চরাচর নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনিই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মা দেবগণকে এই বলিয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত সম্মুখবর্ত্তী মূর্ত্তিমান বেদসকলকে আদেশ করিলেন। ৪২–৫০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বেদগণ! তোমরা সকলে সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সর্ব্বকার্য্যসাধিনী পূতাঙ্গী সনাতনী পরমাদেবী মহামায়ার স্তব কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেদগণ তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্ব্যাপিনী জ্ঞানগম্যা সেই মহামায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। বেদগণ কহিলেন,—হে দেবি! হে মহামায়ে! আপনি গুণাতীতা। হে মাতঃ! আপনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বরী, এমন কি শঙ্করেরও কামপ্রদায়িনী। আপনি নিখিল পদার্থের আধার, আপনি প্রাণীদিগের প্রাণ, আপনিই বুদ্ধি, লক্ষ্মী, শোভা, ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি ও স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনিই প্রণবে বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্ররূপিণী, আপনি গায়ত্রী, আপনি ব্যাহৃতি, আপনিই জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ইচ্ছা ও দয়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ৫১–৫৫

হে মাতঃ! আপনি ত্রিভুবনের দয়াময়ী মাতা, আপনি নিখিল লোকের হিতকারিণী পূজনীয়া মঙ্গলময়ী বিদ্যা; আপনি সংসারনাশিনী এবং ভক্তগণের বীজমন্ত্রে অবস্থিতিকারিণী, এই কারণে আপনাকে স্তব করিতেছি। হে মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, সরস্বতী প্রভৃতি ভুবনের অধিপতিগণ আপনারই সৃষ্টি; অতএব তাঁহারা কেহ আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন; আপনিই নিখিল স্থাবরজঙ্গমের মাতা। হে জননি! আপনি যখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন অগ্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

মহেশ্বরকে সৃজন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা যথাক্রমে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার করাইয়া থাকেন; কিন্তু আপনি কোনরূপেই সংসারে আসক্ত হন না; চিরকালই আপনি একরূপে বিরাজ করেন। নিখিল জগতের মধ্যে কেহই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ নহে। আপনার নামের সংখ্যা করিতে পারে, এমন লোকও কেহই জগতে নাই। যে সামান্য তড়াগাদি জল উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে, সে কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া পারাবার লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে? হে ভগবতি! দেবতাদিগের মধ্যেও কেহই আপনার অনন্ত বিভব বিশেষরূপে অবগত নহেন। এই সংসারে আপনিই একমাত্র ভুবনেশ্বরী ও জগন্মাতা। আপনি একাকিনী কিরূপে এই মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চক সৃষ্টি করেন—এই বিষয়ে বেদবাক্যই প্রমাণরূপে কীর্ত্তিত হয়। হে ভগবতি! আপনি চেষ্টাশূন্য হইয়াও নিখিল জগতের কারণ হইয়াছেন; আপনার অত্যাশ্চর্য্য চরিত্র আমাদিগের চিত্তকে মুগ্ধ করিতেছে। আপনার গুণমহিমা নিখিল বেদের অতীত; সুতরাং আমরা তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব; অধিক কি, আপনার পরম মহিমা আপনিই অবগত নহেন। ৫৬–৬১

হে জননি! আপনি কি বিষ্ণুর মস্তক পতন-বিষয়ে কিছুই জানেন না; হে শিবে! কিংবা আপনি জানিয়াও বিষ্ণুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন। ভবে কি হরির কোন উৎকট পাপ আছে, যে এইরূপ হইল; অথবা তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? আপনার পাদপদ্ম-সেবকের আবার পাপ কোথায়। হে মাতঃ! আপনার দেবগণের উপরে এত উপেক্ষা কেন? হরির মস্তক অন্তর্হিত হইল, ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। বস্তুত আমরা অত্যন্ত দুঃখে পড়িয়াছি। আপনি ভক্তদিগের দুঃখচ্ছেদ-বিষয়ে নিপুণা। জানি না কি কারণে বিষ্ণুর মস্তক সংযোজনে বিলম্ব করিতেছেন। হে দেবি! দেবতাদিগের অপরাধ মনে করিয়া তাহাদের অপরাধ বিষ্ণুর উপরে ফেলিলেন। কিংবা বিষ্ণুর সমরজনিত কোন গর্ব্ব হইয়াছিল, তাই মা! তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ ক্রীড়া করিলেন; তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা হে ভগবতি! দৈত্যগণ বিষ্ণুর নিকটে সমরে পরাজিত হইয়া অতি রমণীয় কোন তীর্থক্ষেত্রে গিয়া কঠোর তপস্যা করত আপনার নিকট বরলাভ করিয়াছে, সেই বরপ্রভাবে বিষ্ণুর মস্তক এরূপ অন্তর্হিত হইল? অথবা হে ভগবতি! বিষ্ণুর কবন্ধ মূর্ত্তি দেখিতে আপনার কৌতূহল হইয়াছে, তাই এইরূপ করিলেন। তখন হে আদ্যাশক্তি! আপনি কি রত্নাকরদুহিতার উপরে রাগ করিয়াছেন নতুবা তাঁহাকে এইরূপ অনাথা দেখিতেছেন কেন? লক্ষ্মী ত আপনার

অংশজাতা; অতএব তাঁহার অপরাধ আপনার ক্ষমা করা উচিত। অতএব আপনি বিষ্ণুকে বাঁচাইয়া লক্ষ্মীকে আনন্দিত করুন। আপনারই কার্য্যাধিকারে নিযুক্ত বিখ্যাত দেবগণ সর্ব্বদা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন; হে দেবি! আপনি অখিলনাথ দেব বিষ্ণুকে জীবিত করিয়া শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন। হে মাতঃ! হরির মস্তক কোথায় গেল আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না; আপনি ব্যতীত আমাদের যে আর উপায় নাই। হে দেবি! সুধা যেমন লোকের জীবন দান করে, সেইরূপ আপনি জগতের জীবন দান করুন। ৬২–৬৮

সূত কহিলেন,—সেই সাঙ্গ বেদগণ এইরূপে সামগানপূর্ব্বক স্তব করিলে গুণাতীতা মহেশ্বরী দেবী মহামায়া প্রসন্না হইলেন। দেবগণের প্রতি মূর্তিহীনা সর্ব্বানন্দদায়িনী শ্রুতিসুখকরী শুভ আকাশবাণী হইল। হে সুরগণ! তোমরা কোন চিন্তা করিও না; তোমরা অমর, (তোমাদের ভয় কি?) তোমরা প্রকৃতিস্থ হও। বেদোক্ত স্তবে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যলোকে যে পুরুষ ভক্তিপূর্ব্বক আমার এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। যে মনুষ্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক মদীয় এই স্তব শ্রবণ করিবে, সে দুঃখমুক্ত হইয়া সুখী হইবে। এই স্তব যখন বেদোক্ত, তখন ইহা বেদেরই তুল্য। এই সংসারে বিনা কারণে কি কোন কার্য্য হইতে পারে? যে কারণে হরির মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা বিষ্ণু নিজ প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর মনোহর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমক্ষেই হাস্য করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মী বুঝিলেন নিশ্চয়ই ইনি আমার মুখ কুৎসিত দেখিলেন; নতুবা প্রভু আমাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন কেন? কিন্তু এত দিনের পর আমার মুখ কুৎসিত দেখিবার কারণ কি? কুৎসিত না দেখিলেই বা বিনা কারণে হাসিবেন কেন? অথবা বোধ হয়, ইনি অন্য কোন সুন্দরীকে আমার সপত্নী করিয়াছেন। সেই মহালক্ষ্মী এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ক্রমে কুপিতা হইলেন, ক্রমে তমোগুণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর কালক্রমে দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অত্যন্ত দারুণা তমোময়ী শক্তি আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। তামসী শক্তি তাহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি সাতিশয় কুপিতা হইলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তোমার ঐ মস্তক খসিয়া পড়ুক।" স্ত্রীস্বভাব এবং ভগবানের নিয়তিবলে লক্ষ্মী কোন হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই আপনারই সুখনাশক এই

অভিসম্পাত প্রদান করিয়া ফেলিলেন। তামসী শক্তিবলে তিনি মনে মনে সপত্নীক্লেশকে বৈধব্যক্লেশ অপেক্ষাও অধিক ভাবিয়া এইরূপ শাপ দিলেন। ৬৯–৮২

মিথ্যা সাহস, শঠতা, মূর্খতা, অধীরতা, অপবিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা ইহা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ। সেই শাপবলে বাসুদেবের মস্তক লবণসাগরে পতিত হইয়াছে; এক্ষণে আমি পূর্ব্ববৎ ইহার শরীরে মস্তক সংযোজনা করিয়া দিতেছি। হে সুরোত্তমগণ! এ বিষয়ে আরও কিছু কারণ আছে; তাহাতে তোমাদিগের মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইবে। পুরাকালে হয়গ্রীব নামে এক অতিবিখ্যাত দৈত্য সরস্বতীর তটে বসিয়া ঘোর তপস্যা করিয়াছিল। সে সর্ব্বপ্রকার ভোগবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও অনাহারী হইয়া একাক্ষর মায়া-বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিল এবং সর্বালঙ্কারভূষিতা তামসী শক্তিকে ধ্যান করিতে করিতে অতি ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। আমিও সেই সময় তাহার ধ্যেয় সেই তামসীরূপ ধারণ করিয়া, সেই তপস্যাস্থলে যাইয়া তাহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলাম। তথায় সিংহপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক তাহার তপস্যায় দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে বলিলাম,—হে মহাভাগ! হে সুব্রত! আমি তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। দৈত্য দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিল। আমার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিশাল নয়নযুগল প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, তখন সে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৮৩–৯২

হয়গ্রীব কহিল, হে মহাশয়ে! হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণি! হে কামদে! হে মোক্ষদে! হে শিবে! আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে নিপুণা, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতের কারণ; আপনি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের কারণ। হে মহেশ্বরি! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় আপনা হইতেই উৎপন্ন। দেবী কহিলেন, বৎস! তোমার অদ্ভুত তপস্যা ও ভক্তিতে সাতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি বর প্রার্থনা কর তাহা বল। আমি তোমাকে অভিলষিত বর দিতেছি। হয়গ্রীব বলিলেন, হে মাতঃ! যাহাতে আমার মৃত্যু না হয় এবং সুরাসুরগণের অজেয় যোগী ও অমর হইয়া যাহাতে থাকিতে পারি, আমাকে সেইরূপ বর প্রদান করুন। দেবী কহিলেন,—মরিলে জন্ম ও জন্মিলে মরণ অবশ্যম্ভাবী। এই

সংসারে এইরূপ নিয়ম চিরপ্রচলিত, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। হে রাক্ষসোত্তম! তুমি মৃত্যুবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মনোমধ্যে বিচার করিয়া, অন্য বর প্রার্থনা কর। হয়গ্রীব কহিল, হে জগদম্বে! যদি আমাকে একান্তই অমর করিতে আপনার বাসনা না থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন যেন হয়গ্রীব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী হইতে আমার মৃত্যু না হয়। দয়া করিয়া আমার অভীষ্ট পূরণ করুন। ৯৩–১০০

হে মহাভাগ! "তুমি স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন কর এবং সুখে রাজত্ব কর। হয়গ্রীব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী হইতে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে না।" দেবী এই বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সেই হয়গ্রীবও বরলাভে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া নিজগৃহাভিমুখে গমন করিল। তদবধি সেই দুরাত্মা নিখিল দেবতা ও মুনিগণকে সাতিশয় পীড়ন করিতেছে। ত্রিভুবনমধ্যে কেহই তাহার হন্তা নাই; অতএব বিশ্বকর্ম্মা হয় অর্থাৎ অশ্বের মনোহর মস্তক লইয়া এই বিষ্ণুর স্কন্ধে সংযোজিত করুন। তৎপরে ভগবান হয়গ্রীব দেবগণের হিতার্থে সেই পাপিষ্ঠ ক্রুর অসুরকে নিহত করিবেন। ১০১–১০৫

সূত কহিলেন,—ভগবতী শর্ব্বাণী দেবগণকে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দেবগণ তখন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে এই কথা বলিলেন,—আপনি বিষ্ণুর মস্তক সংযোজনরূপ দেবকার্য্য করুন। ইনি হয়গ্রীব হইয়া সেই দুর্দ্দান্ত দানবকে নিহত করিবেন। সূত কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি ত্বরান্বিত হইয়া খড়গ দ্বারা অশ্বের মস্তক কর্তন করিলেন। দেবগণের সম্মুখে আনিয়া, সেই অশ্বমস্তক বিষ্ণুর ছিন্নস্কন্ধে যোজনা করিলেন। মহামায়ার অনুগ্রহে ভগবান্ হয়গ্রীব হইলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ হয়গ্রীব মদদর্পিত দেবশত্রু সেই দানবকে যুদ্ধে বলপূর্ব্বক নিহত করিলেন। যে মানবগণ এই উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। মহামায়ার পবিত্র পাপনাশন চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। ১০৬–১১২

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

—

ষষ্ঠ অধ্যায়
মধুকৈটভ যুদ্ধ উদ্যোগ

ঋষি কহিলেন,—হে সৌম্য! তুমি যে মহার্ণব মধ্যে ভগবান্ শৌরির মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ-সহস্রবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কথা কহিলে, সেই দেবদুর্জ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত দানবদ্বয় প্রলয়-জল মধ্যে কোথা হইতে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিল? এবং ভগবান্ হরিই বা কি জন্য তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি সেই পরমাদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন কর। আমরা সকলেই তৎশ্রবণার্থ উৎসুক হইয়াছি এবং পরম পণ্ডিত বক্তাও তুমি উপস্থিত। শুভাদৃষ্টবশেই তোমার সহিত আমাদিগের সংযোগ হইয়াছে। মূর্খের সহিত সম্মিলন যেমন বিষাপেক্ষা ক্লেশকর, সেইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত সম্মিলন আবার অমৃতরসের তুল্য সুখজনক। এজগতে পশুরাও ত মূর্খ দিগের ন্যায় জীবন ধারণ করে, ভোজন করে, মলমূত্রাদি ত্যাগ করে এবং অদ্ভুত মৈথুনসুখও পরিজ্ঞাত আছে। কেবল তাহাদিগের সদসৎ জ্ঞান বা মোক্ষজনক বিবেক নাই, এইমাত্র বিশেষ; সুতরাং যাহাদিগের ভাগবতাদি শ্রবণে অনুরাগ না থাকে সেই মূর্খগণ যে পশুতুল্য তাহাতে আর সংশয় কি? দেখুন, মৃগাদি কতিপয় পশুগণ মনুষ্যের ন্যায় বিলক্ষণ শ্রবণসুখ অনুভব করিতে পারে এবং ভুঙ্গঙ্গগণের শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকিলেও তাহারা সুমধুর শব্দজন্য সুখাস্বাদনে অবিকল মনুষ্যবৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ই কল্যাণকর, কারণ, শ্রবণ বস্তু-বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে চিত্তরঞ্জন হয়। হে মহাভাগ! তজ্জন্য পণ্ডিতগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়কেও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। ১–১০

বেদাদিশাস্ত্র সাত্ত্বিক, সাহিত্য রাজস ও যুদ্ধ বার্ত্তা বা পরদোষ প্রকাশক বাক্যাবলী তামস। প্রজ্ঞাশালী পণ্ডিতগণ আবার উক্ত সাত্ত্বিক শ্রাব্যবিষয়কে উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার বলেন; তন্মধ্যে যাহা মোক্ষফলপ্রদ, তাহাই উত্তম এবং স্বর্গফলপ্রদকে মধ্যম ও ঐহিক ভোগসুখজনককে অধম বলিয়া বুধগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যও

ত্রিবিধ। যাহাতে স্বীয় পত্নীতে অনুরাগ বর্ণিত হয়, তাহাই উত্তম, এবং বারাঙ্গনা-বিষয়ক সাহিত্য মধ্যম ও পরস্ত্রীতে অনুরাগবিষয়ক সাহিত্য অধম। শাস্ত্রদর্শী বিদ্বদ্গণ তামস শ্রবণ বিষয়কেও ঐরূপ ত্রিবিধ বলেন। আততায়ীর সহিত যাহাতে যুদ্ধ বিষয় বর্ণিত হয় তাহা উত্তম, শত্রুগণের সহিত পাণ্ডবগণের বিদ্বেষবশতঃ যাহাতে যুদ্ধকথা বিবৃত হইয়াছে, তাহা মধ্যম এবং যাহাতে অকারণ বিবাদ বিসম্বাদের কথা থাকে, তাহাই অধম; এজন্য হে মহামতে! অন্যান্য শাস্ত্রের শ্রবণ অপেক্ষা পুরাণ শ্রবণ উৎকৃষ্ট, কারণ, উহা শ্রবণে পাপক্ষয়, বুদ্ধিবৃদ্ধি ও পূণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব হে মহাবুদ্ধে! তুমি পূর্ব্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নমুখে যে সর্ব্বার্থসাধিনী পুরাণ কথা শ্রবণ করিয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। ঋষিগণের ঈদৃশবাক্য শ্রবণে সূত কহিলেন, হে মহাভাগগণ! আপনাদিগের যখন ভাগবতপুরাণ শ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে এবং আমিও সেই কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন এই পৃথিবীতলে আপনারাও ধন্য আমিও ধন্য। পূর্ব্বে প্রলয়কালীন সাগরজলে অখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এবং ত্রিভূবন বিলীন হইলে, যখন দেবদেব জনার্দ্দন অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই মহাবলশালী মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয় ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরজলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিল। অনন্তর একদা সেই মহাকায় দানবযুগল পরস্পর ভ্রাতার ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে মনে মনে চিন্তা করিল, সর্ব্বত্রই ত এইরূপ রীতি যে, বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, এবং আধেয়ও কখন বিনা আধারে থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদিগেরও আধার আধেয় ভাব বুঝিতে পারিতেছি না। ১১–২৪

এই সুখময় সুবিস্তৃত জলরাশি কোন্ বস্তুতে অবস্থিত, কে ইহার সৃষ্টি করিল, কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইল, আমরাই বা কেন জলমধ্যে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছি, কে আমাদিগকে উৎপাদন করিল, কিরূপেই বা উৎপন্ন হইলাম, এবং আমাদিগের পিতা মাতাই বা কে? কিছুই ত জানি না। তাহারা উভয়ে এইরূপ চিন্তা করত যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিল না, তখন কৈটভ জলমধ্যে পার্শ্ববর্তী মধুকে কহিল, হে ভ্রাতঃ! আমার বোধ হয়, আমাদিগের যে এই সলিল মধ্যে অবস্থানের অচলা মহাশক্তি আছে, উহা সকলের কারণ হইবে। এই জলরাশি সেই শক্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাতেই অবস্থিত আছে, সেই পরমা

দেবীই আমাদিগের কারণ হইবেন। সেই চিন্তাবিষ্ট অসুরদ্বয় যখন ঐরূপ বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা আকাশে মনোহর বাগ্‌বীজ শ্রবণ করিতে পাইল। অনন্তর সেই বাগ্‌বীজমন্ত্র বারম্বার উচ্চারণপূর্ব্বক দৃঢ়তররূপে তাহা অভ্যাস করিল। পরে তাহারা গগনস্থলে উত্থিতা শুভসৌদামিনী দর্শন করিয়া বিবেচনা করিল, ইহা নিশ্চয়ই আমাদিগের জপ্য মন্ত্রই তেজোরূপে আবির্ভূত হইয়াছে এবং আকাশ-মধ্যে বাগ্‌-দেবী সরস্বতীরও এই সগুণরূপ নিশ্চয় আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মসংযমপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া সমাহিতচিত্তে তদনুরূপ জপধ্যানে তৎপর ও ক্রমে তন্ময় হইয়া পড়িল। এইরূপে তাহারা সহস্রবর্ষ মহৎ তপোনুষ্ঠান করিলে, সেই পরমা আদ্যাশক্তি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তপোনুষ্ঠানে দৃঢ়চিত্ত তুষ্ট দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া আকাশবাণীরূপে কহিলেন;—হে দৈত্যদ্বয়! আমি তোমাদিগের তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা কর, এখনই তাহা দান করিব। তৎকালে সেই দানবদ্বয় এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া কহিল,—হে দেবি! হে সুব্রতে! আমাদিগকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান করুন। তথা শ্রবণে বাগদেবী কহিলেন, হে দানবযুগল! আমার প্রসাদে তোমাদিগের বাঞ্ছিত মরণ হইবে এবং উভয় ভ্রাতাকে অখিল দেবাসুরগণ জয় করিতে সমর্থ হইবে না। দেবী এইরূপ বরদান করিলে, সেই দানবদ্বয় মদদর্পিত হইয়া সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, সেই মহাবলশালী দানবদ্বয় একদা যদৃচ্ছাক্রমে ভগবান্ হরির নাভিকমলাসীন জগৎপ্রভু প্রজাপতিকে দর্শন করিয়া সানন্দচিত্তে যুদ্ধবাসনায় তাঁহাকে কহিল, হে সুব্রত! হয় আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর না হয়, পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক যথা ইচ্ছা গমন কর। যদি তুমি দুর্ব্বলই হও, তাহা হইলে এই কল্যাণকর পদ্মাসন তোমার যোগ্য নহে; কারণ ইহা বীরভোগ্য, সুতরাং তুমি যদি ভীরু হও তবে ত্বরায় ইহা পরিত্যাগ কর। তপোনিরত প্রজাপতি তাহাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদিগকে মহাবলশালী বীর দেখিয়া “এক্ষণে কি করি” মনে মনে এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫–৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

—

সপ্তম অধ্যায়
ব্রহ্মস্তুতি

সূত কহিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মা, তাহাদিগকে মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া তৎকালে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহাদের কিরূপ বল, তাহা ত জানি না, এবং সামর্থ্য না জানিতে পারিয়াও ইহাদের সহিত কখনই যুদ্ধ করা উচিত নহে। আর এক্ষণে যদি এই মদমত্ত দুষ্ট দানবদ্বয়ের স্তুতিবাদ করি, তাহা হইলেও নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হইবে এবং আমাকে বলহীন জানিলেই, ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজনই আমাকে নিশ্চয় সংহার করিবে। দানপ্রয়োগও ত এক্ষণে যোগ্য নহে, আর ভেদসাধনই বা কিরূপে করিব? অতএব এক্ষণে অনন্তশয্যায় সুপ্ত মহাবীর্যশালী জনার্দ্দন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকেই জাগরিত করি। ভগবান্ কমলযোনি, হরির নাভিকমলের নালমধ্যে অবস্থিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করত মনে মনে দুঃখনাশন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন এবং যোগনিদ্রাভিভূত জগন্নাথ নারায়ণের প্রবোধনার্থ শুভ সম্বোধনবহুল পদনিচয় দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, "হে দীননাথ! হে হরে! হে বিষ্ণো! হে বামন! হে মাধব! আপনি অখিল জগতের পতি ও সর্ব্বব্যাপী। হে হৃষীকেশ! আপনি ত ভক্তগণের সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে যোগনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। হে বাসুদেব! হে জগৎপতে! আপনি ত সকলের অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া মনোভাব অবগত হইতেছেন; হে চক্রগদাধর! আপনার চিত্ত যে নিয়তই ভক্তগণের দুষ্টরিপুদলনে আসক্ত; হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান; আপনার স্বরূপনির্ণয়ে কেহই সমর্থ নহে। হে দেবেশ! আপনি যে, সর্ব্বদুঃখনাশন; অতএব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমায় রক্ষা করুন। হে বিশ্বপালক, আপনার চক্ষুর কিছুই অগোচর নহে; আপনার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন মাত্রেই সকলে পবিত্র হইয়া থাকে। আপনি নিরাকার হইয়াও সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন; অতএব হে জগৎকারণ! হে অখিলাধার! আপনি সকলের উপর রাজাধিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়াও, এই মদমত্ত দানবদ্বয় যে, আমাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং আমি যে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছি, তাহা কেন বুঝিতেছেন না? হে মহাবিষ্ণো!

আমাকে অতি দুঃখার্ত ও শরণাগত দেখিয়াও যদি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনার পালকতা ব্যর্থ হইবে।” যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়াও যখন প্রবুদ্ধ হইলেন না, তখন ব্রহ্মা ভাবিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেই আদ্যাশক্তির আক্রমণে নিদ্রাভিভূত হইয়া প্রবুদ্ধ হইতেছেন না অতএব আমি এক্ষণে দুঃখিত চিত্তে কি করি? এই মদগর্ব্বিত দানবদ্বয় ত আমাকে বিনাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য, কোথায় যাই! কুত্রাপি আমাকে রক্ষা করে, আমি ত এমত কাহাকেও দেখিতেছি না। ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, একাগ্রহৃদয়ে সেই যোগনিদ্রাকেই স্তব করিবার মানস করিলেন। তিনি মনে বিচারপূর্ব্বক এইরূপ স্থির করিলেন যে, যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে অচেতন ও স্পন্দহীন করিয়াছেন, সেই আদ্যাশক্তিই আমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম। গতাসু ব্যক্তি যেমন শব্দাদি কিছুই অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ হরিও নিদ্রায় নিমীলিত-নেত্র হইয়া কিছুই জানিতেছেন না। আমি বহুবার স্তুতিবাদ করিলেও যখন নিদ্রাত্যাগ করিলেন না, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, নিদ্রা হরির বশ নহে উনিই নিদ্রার বশীভূত হইয়াছেন। ফলে যে যাহার বশতাপন্ন হয়, সে তাহার কিঙ্করস্বরূপ হইয়া থাকে; সেইজন্য এই যোগনিদ্রাই কমলাপতি হরির উপর প্রভুতা করিতেছেন। যিনি স্বামী হরিকে বশ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষীরোদনন্দনী কমলাও যোগনিদ্রার বশতাপন্না হইয়াছেন; অতএব বোধ হয়, সেই ভগবতী মহামায়া অখিল জগৎকেই বশীভূত করিয়াছেন। কি আমি, কি বিষ্ণু, কি শম্ভু এবং কি সাবিত্রী, রমা বা উমা,—আমরা সকলেই যে তাঁহার বশতাপন্ন, তাহা আর কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার্য্য নহে। অন্য মহাত্মার কথা আর কি? ভগবান্ হরিও যাঁহা কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত আছেন, এক্ষণে সেই যোগনিদ্রাকেই স্তব করি। সনাতন বাসুদেব জনার্দ্দন, তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেই দানব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। পদ্মনালস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ স্থির করিয়া, বিষ্ণুশরীরে অবস্থিতা যোগনিদ্রার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১–২৬

ব্রহ্মা বলিলেন,–“হে দেবি! আমি অখিল বেদবাক্য দ্বারাই জানিয়াছি, আপনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ, বিশেষতঃ অখিল লোকমধ্যে সমধিক বিবেকশালী পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও যখন নিদ্রাবশ করিয়াছেন, তখন উহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। হে সর্ব্বভূতমনোবিলাসিনি! জননি! আমি ত আপনার তত্ত্ববিষয়ে নিতান্তই মূঢ় হইতেছি।

আপনার শক্তিতে ভগবান্ হরিও যখন নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান আছেন, তখন কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে এমন কে বিদ্বত্তম আছেন, যিনি গুণাতীতা আপনার ঈদৃশ মায়াময়ী লীলা সম্যক্ বুঝিতে পারেন? সাংখ্য মতাবলম্বী বিদ্বদ্গণ পুরুষকে শুদ্ধ চৈতন্যময় এবং আপনাকে চৈতন্যরহিত জড় জগৎকর্ত্রী প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু হে মাতঃ! আপনি কি যথার্থই তাদৃশ জড়রূপা? তাহা কখনই নহে; তাহা হইলে আজ জগদাধার ভগবান্ হরিকে কিরূপে চৈতন্যরহিত করিয়া রাখিয়াছেন? হে ভবানি! আপনি গুণাতীতা হইয়াও গুণত্রয়যোগে সৃষ্ট্যাদিসময়ে বিবিধ প্রকার নাট্যলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মুনিগণ, আপনার সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের প্রাতঃসন্ধ্যাদি নাম কল্পনাপূর্ব্বক আপনাকে প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে ধ্যান করেন; কিন্তু আপনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কেহই বিদিত নহেন। হে দেবি! আপনিই অখিল জগতের বোধদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা এবং আপনিই সুরগণের সতত সুখদায়িনী শ্রী। হে মাতঃ! আপনি সমুদয় জীবপুঞ্জেরই কীর্ত্তি, মতি, ধৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা ও রতিরূপে সতত বিরাজ করিতেছেন। জননি! অধুনা আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আপনার তত্ত্ববিষয়ে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম, ইহার পর আর বিবিধপ্রকার তর্কবিতর্কের প্রয়োজন নাই। আপনি ভগবান্ হরিকেও নিদ্রাবশ করায় জানিলাম্, সত্য সত্যই আপনি সর্ব্বজগতের একমাত্র জননী। হে দেবি! আপনার জগদাদি সমুদয় কার্যই যখন আপনা হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তখন বেদও যে আপনা হইতে উদ্ভুত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং বেদও নিশ্চয় আপনার সর্ব্বস্বরূপতার বিষয় অবগত নহে; কারণ, কার্য্য কখন কারণতত্ত্ব জানিতে পারে না। এজন্য আপনি যে বেদবিদ্গণের অপরিজ্ঞেয়, ইহা সত্য। হে মাতঃ! আমি, হরি, হর অন্যান্য সুরগণ এবং মদীয় আত্মজ নারদাদি মুনিগণও যখন আপনার তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না, তখন ভূমণ্ডলে এমন বুদ্ধিমান্ কে হইবে যে, আপনার অখিল তত্ত্ব বুঝিবে? সুতরাং আপনার মহিমা সর্ব্বলোকেরই বচনাতীত। হে দেবি! যজ্ঞস্থলে বেদবিৎ যাজ্ঞিকগণ যদি ত্বদীয় স্বাহা নাম উচ্চারণ না করেন, তাহা হইলে বহুল আহুতি প্রদান করিলেও যজ্ঞভাক্ দেবগণ কখনই যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন না; এজন্য আপনি অখিল দেবগণেরও বৃত্তিদায়িনী। হে ভগবতি! আপনি পূর্ব্বকল্পেও আমাদিগকে ভীত দেখিয়া, যেমন দানব-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, হে দেবি বরদে! এক্ষণেও ঘোরমূর্তি মধু ও কৈটভকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তদ্রূপ ভীত হইয়া, আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। হে মহানুভবে! আমি জানিতেছি, আপনা কর্ত্তৃক যোগনিদ্রারূপে সর্ব্বশরীর বিবশীকৃত

হওয়ায় ভগবান্ বিষ্ণু এক্ষণে আমার দুঃখ বুঝিতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি হয় এই আদিদেবকে পরিত্যাগ করুন, না হয় স্বয়ংই এই দানবেন্দ্রদ্বয়কে সংহার করুন,—আপনার এই দুয়ের যাহা ইচ্ছা, করুন। হে দেবি! যাহারা আপনার অসামান্য প্রভাব বিদিত নয়, সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিরাই হরি-হরাদির ধ্যান করিয়া থাকে কিন্তু হে জননি! আপনার প্রভাবে বিষ্ণুও যখন সাতিশয় অবশ শরীরে শয়ান আছেন, তখন আমি আজ উহা ভবদীয় প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ জানিতেছি। হে ভগবতি! সিন্ধু-সুতা কমলাও যখন এক্ষণে নিজপতি হরিকে স্বীয় শক্তিতে প্রবোধিত করিতে অক্ষম, তখন বোধ হয় সেই রমাকেও বলপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূতা করিয়া রাখিয়াছেন; এজন্যই তিনি নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। হে দেবি! যাঁহারা আপনাকে অখিল জগৎপ্রসবিনী ও সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী জানিয়া অন্য দেবতার আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার চরণেই একান্ত ভক্তিযুক্ত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া, নিষ্কামভাবে আপনাকে সম্যকরূপে ভজনা করেন, এজগতে তাঁহারাই ধন্য। হায়! অধুনা ভগবান্ হরির ধী, কান্তি, কীর্ত্তি ও শুভবৃত্তি প্রভৃতি গুণগ্রামসকল হরিকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে! হে ভবগতি! ত্রিজগতে আপনিই যথার্থ মাননীয়; কারণ, আপনার যোগনিদ্রা-বলেই ত এই হরি বন্দীকৃত হইয়াছেন। হে মাতঃ! আপনিই অখিল জগতের শক্তিস্বরূপা ও অখিল প্রভাবশালিনী। অন্য বস্তুমাত্রই আপনার নির্ম্মিত। নট যেমন এক ব্যক্তি হইয়াও রঙ্গালয়ে নানারূপে অভিনয় করে, তদ্রূপ আপনিও একরূপা হইয়াও নিজ বিরচিত মোহময় সংসার রঙ্গালয়ে সতত বিবিধরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। হে অম্বা আপনিই যুগাদিতে প্রথমে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া, জগৎপালনার্থে তাঁহাকে বিমল সত্ত্বিকী শক্তি প্রদানপূর্ব্বক অখিল জগৎ রক্ষা করিয়াছেন; আবার এক্ষণে স্বয়ংই তাঁহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব নিঃসন্দেহ আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন। হে ভগবতি! আমি সঙ্কটাপন্ন; আমাকে যদি বিনাশ করিতে বাসনা না থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনভাব পরিহারপূর্ব্বক, দয়া প্রকাশ করুন। হে ভবানি! আপনার যদি আমার বিনাশবাসনা না হয়, তবে কি জন্য এই কালরূপী দানবদ্বয়কে সৃজন করিলেন অথবা আমাকে কি উপহাসাস্পদ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আমি আপনার অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় জানিতে পারিয়াছি; আপনি এই অখিল জগৎ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বয়ং স্বতন্ত্র থাকিয়া, নিয়তই ক্রীড়া করিতেছেন এবং প্রলয়সময়ে আপনাতেই বিলীন করিতেছেন। অতএব হে ভবানি! আমাকেও যে সেইরূপ সংহার করিতে

বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? হে মাতঃ! আপনি আজ আমার ইচ্ছানুসারে বধসাধন করুন, তাহাতে মরণ জন্য কিছুমাত্র দুঃখবোধ করি না; কিন্তু আপনি যে আমায় প্রথমে লোককর্ত্তৃত্ব দিয়া, পরে দৈত্যহস্তে বিনাশ করাইবেন, ইহাই আমার গুরুতর অপযশের বিষয়। অতএব হে বালিকাবৎ লীলাময়ী; এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন। হে দেবী! আপনি স্বয়ং অদ্ভুত রূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে অথবা এই দৈত্যদ্বয়কে যাহাকে ইচ্ছা হয়, সংহার করুন; কিম্বা ভগবান্ হরিকে প্রবোধিত করিয়া দিন; তাহা হইলে উনি ইহাদিগকে বিনাশ করিবেন। এইক্ষণে এই সর্ব্বপ্রকার কার্যই আপনার আয়ত্ত। সূত বলিলেন, তৎকালে ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, নিদ্রারূপিণী তমোগুণময়ী দেবী ভগবান্ হরির দেহ হইতে নির্গত হইয়া, তাঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই দেবী যোগনিদ্রা, মধুকৈটভের বিনাশার্থ অতুলতেজা হরির সর্ব্বাঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এইরূপে নির্গত হইলে, ব্রহ্মা জনার্দ্দন হরিকে অঙ্গসঞ্চালন করিতে দেখিয়া, পরম আনন্দিত হইলেন। ২৭–৫০

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

—

অষ্টম অধ্যায়
আরাধ্যনির্ণয়

ঋষিগণ বলিলেন, “হে মহাভাগ! তোমার কথায় মহাদ্ভুত এক সন্দেহ উপস্থিত হইল; কারণ, সমুদয় জ্ঞানিগণ বেদপুরাণাদি শাস্ত্র বচনানুসারে ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয়ই সনাতন। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ইহাদিগের অপেক্ষা কিছুই আর শ্রেষ্ঠ নাই। ব্রহ্মা প্রাণীদিগকে সৃজন, বিষ্ণু অখিলজগৎকে পালন ও মহেশ্বর যথাসময়ে সকলকেই সংহার করিয়া থাকেন। উহারাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই দেবত্রয় একই মূর্ত্তি। ইহারা যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণযুক্ত হইয়াই, স্ব স্ব কার্য্য করেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার কমলাকান্ত পুরুষোত্তম আদিদেব জগন্নাথ হরিই শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনি সর্ব্বকর্মে সক্ষম। অতুলতেজা বিষ্ণু ভিন্ন অপর কেহই সকর্ম্মে সমর্থ নহে। অতএব সেই সর্ব্বপ্রভু হরিকে যোগমায়া কিরূপে নিদ্রাভিভূত করিয়া বিবশ করিলেন? হে মহাভাগ! তাঁহার জীবনসত্ত্বেও সেই অলৌকিক বিজ্ঞান ও প্রভাবাদি কোথায় যাইল, আমাদিগের ইহা পরম সন্দেহের বিষয় হইতেছে; অতএব যাহাতে আমাদিগের সন্দেহ দূর ও মঙ্গল হয়, তদ্বিষয় কীর্ত্তন কর। ১–৭

হে সুব্রত! তুমি যে শক্তির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছ, যাঁহার নিকট সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণুও পরাজিত হইয়াছেন, সেই শক্তি কে? কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন? তাঁহার সামর্থ্যই বা কি প্রকার? তাহা বল। যিনি সকলের ঈশ্বর, অখিল জগতের গুরু এবং সকলেরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বব্যাপী, পবিত্রতাময় ও রজোগুণের অতীত, যিনি সচ্চিদানন্দময়, সেই পরমানন্দ পরমাত্মস্বরূপ পরাৎপর ভগবান্ বাসুদেব বিষ্ণুকে যোগমায়া কিরূপে নিদ্রাভিভূত করিয়া পরাধীন করিলেন? হে সূত! তুমি মহাবুদ্ধিশালী ও ব্যাসদেবের শিষ্য, অতএব জ্ঞানাসি দ্বারা আমাদিগের এই সন্দেহ ছেদন কর।” তৎশ্রবণে সূত কহিলেন, “হে মহাভাগ মুনিসত্তমগণ! ত্রিলোকমধ্যে এই সন্দেহ ছেদন করেন, এমত কেহই নাই; কারণ ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ কপিলাদি সনাতন মুনিবরগণও যখন এই প্রশ্নে

বিমুগ্ধ হন, তখন আমি আর এই দুর্ঘট বিষয়ে কি বলিতে পারি! দেখুন কেহ কেহ ভগবান্ বিষ্ণুকেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপালক ও সর্ব্বদেবগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহাদিগের মতে বিষ্ণু হইতেই এই সচরাচর সমুদয় মহাব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সেই পরাৎপর নারায়ণ হৃষীকেশ জনার্দ্দন বাসুদেবকেই প্রণতিপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ যিনি সমুদয় বেদে শশিশেখর ত্রিনেত্র পঞ্চবক্ত্র, শূলপাণি বৃষধ্বজ ও কপর্দ্দী নামে উল্লিখিত আছেন, সেই দক্ষযজ্ঞ-সংহারক ভূতবৃন্দ-পরিবৃত, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কৈলাসবাসী গৌরীদেহার্দ্ধধারী মহাদেব শঙ্করকেই ভজনা করেন। হে মহাভাগগণ! অপর কোন কোন বেদবিদ্‌গণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে বিবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা সূর্য্যদেবেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। অখিলবেদেও সূর্যদেবের উপাসনা উৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া কথিত আছে এবং মহাত্মা সূর্য্যেরই নাম পরমাত্মা বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। আবার অনেকানেক বেদবিদ্‌গণ অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণদেবের স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন; সমুদয় বেদেও তাঁহাদিগের স্তুতিবাদ কথিত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষিগণ বলেন, যেমন গঙ্গাদেবী একমাত্র হইয়াও নানা প্রবাহ দ্বারা বিরাজ করিতেছেন, তদ্রূপ একমাত্র বিষ্ণুই অখিল দেবমূর্ত্তিতে বিরাজমান। যাঁহারা পরম পণ্ডিত, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ বলেন। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মতে উক্ত তিন প্রকার ও উপমান এই চারি প্রকার প্রমাণ এবং কোন কোন মহাবুদ্ধিশালী বিদ্বদ্‌গণ অপর একটা প্রমাণ অর্থাপত্তিকে লইয়া পাঁচ প্রকার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আর পুরাণ-শাস্ত্রবিৎ মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার এবং সাক্ষিরূপ ও ঐতিহ্য এই সপ্ত প্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি জগতের আদিকারণ পরম ব্রহ্ম, তিনি উক্ত সপ্তবিধ প্রমাণেরই দুর্জ্ঞেয়। এজন্য প্রথমে নিশ্চয়াত্মিকা যুক্তি ও বেদবাক্যানুসারে বুদ্ধিবলে পুনঃপুনঃ বিচার পূর্ব্বক ব্রহ্মনিরূপণ বিষয়ে অনুমান করাই কর্ত্তব্য এবং যাহা প্রত্যক্ষরূপে পরিজ্ঞাত ও যাহা শিষ্টাচারানুসারে দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমিত হয়, মতিমান্ ব্যক্তির সতত তাহা গ্রহণ করা উচিত। জ্ঞানিগণ বলেন, এবং পুরাণশাস্ত্রসমূহেও এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাতে সৃষ্টিশক্তি, হরিতে পালনশক্তি, হরে সংহারশক্তি, সূর্য্যে প্রকাশশক্তি, অনন্ত ও কূর্ম্মদেবে ধরাধারণশক্তি, বহ্নিতে দাহিকাশক্তি ও সমীরণে যে সঞ্চালিকাশক্তি দেদীপ্যমান, একমাত্র সেই আদ্যাশক্তিই তত্তৎ বিবিধ শক্তিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। ৮–৩০

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনিই হউন, শক্তিহীন হইলে কেহই কোন কার্য্যে সক্ষম হন না; অধিক কি, শিবও কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিহীন হইলে, শবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মহাতপা ঋষিগণ! এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত চরাচর সমুদয় পদার্থেই এইরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। বস্তুতঃ চরাচর বস্তুমাত্রই শক্তিহীন হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কি শত্রুবিজয়, কি গমন ও কি ভোজনাদি,—কোন কর্ম্মেই কেহ সমর্থ হয় না। এইরূপ সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকেই জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা তাঁহাকেই বিবিধপ্রকারে উপাসনা ও সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকীশক্তি আছে বলিয়াই তিনি পালনকার্য্যে সক্ষম, নতুবা অকর্ম্মণ্য; এইরূপ ব্রহ্মাতে রাজসীশক্তির সত্তাহেতু তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ, সেই শক্তিবিহীন হইলে তিনি কখনই সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হয়েন না; শিবে তামসীশক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়াই তিনি সংহার করিতে পারেন। মনে মনে পুনঃপুনঃ বিচারপূর্ব্বক সকলেরই এইরূপ জানা উচিত যে, সেই পরমা আদ্যাশক্তিই স্বীয় ইচ্ছানুসারে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও পালন করিতেছেন এবং তিনিই সময়ে সমুদয় চরাচরকে সংহার করিতেছেন। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, কি ইন্দ্র, কি অনল, কি সূর্য্য, কি বরুণ, কেহই স্বয়ং স্ব স্ব কার্য্যে সমর্থ নন, সমুদয় সুরগণই সেই আদ্যা শক্তির সহযোগে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকেন। কার্য্য ও কারণনিচয়ে একমাত্র তিনিই বিরাজমান থাকিয়া যে, সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা ত প্রত্যক্ষরূপেই অবগত হওয়া যায়। মনীষিগণ সেই শক্তিকে সগুণা ও নির্গুণা এই দ্বিবিধা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণ সগুণ ও বিরাগী ব্যক্তিগণ নির্গুণার সেবা করেন। সেই চৈতন্যরূপিণী শক্তি, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরই অধীশ্বরী। তিনি যথাবিধি পূজিতা হইলে, সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই প্রদান করিয়া থাকেন। সংসার মায়ায় বিমোহিত ব্যক্তিগণ, তাঁহাকে একেবারেই অবগত নহে এবং কোন কোন মানব কথঞ্চিৎ জানিয়াও অপর ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করে, আবার কতিপ্রয় মন্দমতি পণ্ডিতগণ, কলিপ্রেরিত হইয়া স্বীয় উদর-পোষণার্থ পৃথক্ পৃথক্ পাষণ্ডদলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। হে মহাভাগ মুনিবৃন্দ! এই কলিযুগে যেমন নানাপ্রকার ভেদজ্ঞান-সমুদ্ভূত বেদবহির্ভূত ধর্ম্মসকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অন্যান্য যুগে কখন সেরূপ ছিল না। আর দেখুন, যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই সর্ব্বপ্রধান হইবেন, তবে সেই দেবত্রয় কি জন্য কোন্ অনির্বচনীয় বিষয় ধ্যান করত বহু বর্ষ তপস্যা করিবেন এবং কেনই বা সৃষ্টিসিদ্ধি-বাসনায় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? তাঁহারা সেই

পরাৎপরা পরমাত্মিকা ব্রহ্মময়ী দেবী শক্তিকেই নিত্যা সনাতনী জানিয়া সতত মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন; অতএব কৃতনিশ্চয় বিদ্বদ্‌গণের সেই পরমাশক্তিকেই সর্ব্বদা সেবা করা বিধেয়। হে মুনিসত্তমগণ! ইহাই অখিল শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন। আমি এই গূঢ় রহস্যবিষয় ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনিও নারদের নিকট হইতে জানিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মর্ষি নারদ এই বিষয় পূর্ব্বে স্বীয় পিতা ব্রহ্মার নিকট হইতে ও ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুবাক্যে অবগত হইয়াছিলেন। হে মুনিগণ! বুধগণের পক্ষে অন্য কাহারও নিকট ইহার বিপরীত বাক্য শ্রবণ বা মনন করা কর্ত্তব্য নহে; বিদ্বদ্‌বৃন্দের স্থিরচিত্তে সেই ব্রহ্মসনাতনী শক্তিরই সেবা করা উচিত জানিবেন। এই জগতে সেই চৈতন্যরূপিণী শক্তি যাহাতে নাই, এমন জড়পিণ্ডময় শরীর যে, কোন কার্য্যেরই নয়, তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পারেন; অতএব নিশ্চয় জানিবেন, সেই পরাৎপরা জগদম্বিকাই সর্ব্বভূতে বিরাজমান থাকিয়া, এই জগৎলীলা করিতেছেন।” ৩১–৫১

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

—

নবম অধ্যায়

মধুকৈটভবধ

সূত কহিলেন—হে মুনিগণ! যৎকালে সেই নিদ্রাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিমতী পরাৎপরা তামসীশক্তি জগদগুরু বিষ্ণুর নেত্র মুখ নাসিকা হৃদয় ও বক্ষঃস্থলাদি হইতে নির্গত হইয়া গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখনই মহাতেজা জগন্নাথ বিষ্ণু, পুনঃপুনঃ জৃম্ভণ করতঃ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ভয়ত্রস্ত দেখিয়া মেঘগম্ভীর বচনে কহিলেন,—"ভগবন্ পদ্মযোনে! কি জন্য তুমি তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক এ স্থানে আসিয়াছ? কি কারণেই বা ঈদৃশ ভয়াকুলচিত্ত ও চিন্তাতুর হইয়াছ?" তৎশ্রবণে ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে দেব! ভবদীয় কর্ণমলসম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত ঘোররূপী মধু-কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় আমার সংহারার্থ উপস্থিত হওয়ায়, আমি তাহাদিগের ভয়ে আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। অতএব হে জগৎপতে! হে বাসুদেব! এক্ষণে আমি হতবুদ্ধি ভয়ত্রস্ত; আমাকে পরিত্রাণ করুন।" তখন বিষ্ণু বলিলেন—"এক্ষণে তুমি নির্ভয় চিত্তে অবস্থান কর; সেই গতায়ুঃ মূঢ়দ্বয় যুদ্ধার্থ আমার নিকট উপস্থিত হউক, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" সূত কহিলেন,—সর্ব্বদেবাধিপতি ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে, সেই মহাবলশালী মদগর্ব্বিত দানবযুগল ব্রহ্মাকে অন্বেষণ করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হে মুনিসত্তমগণ! অনন্তর সেই মদোন্মত্ত দানবদ্বয় সেই প্রলয়জল মধ্যেই নিরবলম্বনে নিশ্চিত্তচিত্তে অবস্থিত থাকিয়া, ব্রহ্মাকে বলিল, তুমি পলায়নপূর্ব্বক ইঁহার নিকট আসিয়াছ? তাহাতে কি হইবে? যুদ্ধ কর; ইঁহার সমক্ষেই তোমাকে সংহার করিতেছি; পরে সর্পশয্যাশায়ী ইঁহাকেও বিনাশ করিব। হয় তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, অথবা 'আমি তোমাদিগের দাস' এইরূপ স্বীকার কর। জনার্দ্দন বিষ্ণু তদ্বাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে কহিলেন, "হে রণোন্মত্ত দানবপুঙ্গবদ্বয়! আমার সহিত যথেচ্ছ সমর কর; আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগের গর্ব্ব বিনাশ করিব। হে মহাবলশালী মহাভাগদ্বয়! যদি আমার কথায় শ্রদ্ধা হয়, সমরার্থ আগমন কর। সেই নিরাধার জল মধ্যস্থিত দানবযুগল, তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে ঘূর্ণিতলোচন হইয়া, যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল। তন্মধ্যে মধুদৈত্য সাতিশয় কুপিত হইয়া, হরির

সহিত সংগ্রামার্থ ত্বরায় তাঁহার নিকট গমন করিল এবং কৈটভ পূর্ব্বস্থানেই অবস্থিত রহিল। অনন্তর মদমত্ত মল্লদ্বয়ের ন্যায় ভগবান্ হরি ও মধুর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে মধু শ্রান্ত হওয়ায়, কৈটভ সংগ্রাম করিতে লাগিল। তদনন্তর পুনরায় মধু ও কৈটভ উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রোধান্ধ হৃদয়ে মহাপ্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণুর সহিত বারম্বার মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে ভগবান ব্রহ্মা ও অন্তরিক্ষবর্ত্তিনী সেই আদ্যাশক্তিই তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুকাল সংগ্রাম হইলেও সেই দানবদ্বয় কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিল না, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইল, তখন হরি তাহাদিগের মরণের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি ত পঞ্চসহস্র বর্ষ যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু এই ঘোর দানবদ্বয় ত কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত হইল না, অধিকন্তু আমিই শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার সেই বলবিক্রম কোথায় গেল? কি জন্যই বা এ দানবদ্বয় পরিশ্রান্ত হইল না? ইহার কারণ কি? এক্ষণে মনে মনে বিচার করত এ বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সেই মদোন্মত্ত দানবদ্বয় ভগবান্ হরিকে এইরূপ চিন্তাকুল দেখিয়া হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে মেঘবৎ গম্ভীরস্বরে কহিল,—হে বিষ্ণো! যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, যদি তোমার আরও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক বল, আমি তোমাদিগের দাস হইলাম। আর না হয় সমর্থ হও ত, এক্ষণে যুদ্ধ কর। হে মহামতে! আমরা অগ্রে তোমাকে সংহার করিয়া, পরে এই চতুর্ম্মুখ পুরুষকেও সংহার করিব। ১–২৪

মহামনা বিষ্ণু সেই মহাসাগর মধ্যে নিরবলম্বনভাবে অবস্থিত দানবদ্বয়ের তদ্বাক্য শ্রবণে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন,—দেখ, বীরগণ শ্রান্ত, ভীত, পরিত্যক্ত-শস্ত্র, পতিত ও বালকের প্রতি কদাচ প্রহার করেন না এবং ইহাই সনাতন বীরধর্ম্ম। তোমরা উভয়েই ত পঞ্চসহস্র বর্ষ আমার সহিত যুদ্ধ করিলে; কিন্তু আমি একাকী; তোমরা দুইজন ও দুই জনেই তুল্যবলশালী এবং উভয়েই মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়াছ, এ জন্য আমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া নিশ্চয়ই পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিব। তোমরা উভয়েই মহাবলসম্পন্ন ও মদোৎকট; এ নিমিত্ত কিয়ৎকাল উভয়ে অবস্থান কর; আমি বিশ্রামপূর্ব্বক তোমাদিগের সহিত ন্যায়মার্গানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। সেই দানববরস্বর হরির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে তাহাতে বিশ্বস্ত ও সংগ্রামার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া, দূরদেশে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর চতুর্ভুজ

বাসুদেব তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী দেখিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কিরূপে ইহাদিগের মৃত্যু হইবে। কিয়ৎকাল চিন্তা করায় তাঁহার জ্ঞান হইল, দেবী পরমাশক্তি ইহাদিগকে ইচ্ছামৃত্যু বর দান করায় ইহারা ক্লান্ত হইতেছে না। অতএব আমি এত কাল বৃথা যুদ্ধ করিয়াছি, আমার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে; এক্ষণে আমি ইহা নিশ্চয় জানিয়া কিরূপে যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধ না করিলেই বা এই বরদর্পিত দুঃখপ্রদ দানবদ্বয় কিরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? দেবী ভগবতী যখন বর দিয়াছেন, তখন ইহাদিগের মৃত্যু ত অতি দুর্ঘট; কারণ, কেহ কখন নিতান্ত দুঃখিত হইলেও ইচ্ছানুসারে নিজ মৃত্যু প্রার্থনা করে না; ভীষণ ভীষণ রোগগ্রস্ত ও নিতান্ত দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াও কেহ কখন মরিতে ইচ্ছা করে না; সুতরাং কিরূপে এই মদোন্মত্ত দানবদ্বয় নিজ মৃত্যু কামনা করিবে? অতএব এক্ষণে সেই সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী আদ্যাশক্তি বিদ্যা-দেবীরই শরণাপন্ন হই; তিনি সম্যক্-রূপে প্রসন্ন না হইলে, কোন প্রকার অভীষ্টই সিদ্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করত গগনাঙ্গনে বিরাজমানা সেই মনোহরা যোগনিদ্রা শিবাকে দর্শন করিলেন। পরে পরম যোগবিৎ অমেয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু, দানবদ্বয়ের বিনাশার্থ সেই বরদা ভুবনেশ্বরী মহাকালীকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে সর্ব্বকল্যাণময়ী চণ্ডিকে! আপনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন ও সংহার করিতেছেন, কিন্তু আপনার উৎপত্তি বা নিধন কিছুই নাই। হে দেবি! হে মহামায়ে! আপনিই সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আমি যখন আপনার সগুণ ও নির্গুণ কোন রূপের বিষয়ই অবগত নহি, তখন কিরূপে আপনার সংখ্যাতীত লীলা চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিব? হে মাতঃ! আপনি যে আজ আমায় নিদ্রাবশ করিয়া বিচেতন করিয়াছিলেন, ইহাতেই আমি আপনার অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। আমার ষড়িন্দ্রিয়কে এরূপে সঙ্কোচিত করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মা অতি প্রযত্নে পুনঃপুনঃ আমাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিলেও, আমার কিছুতে জ্ঞানসঞ্চার হয় নাই। হে অম্বিকে! আপনিই স্বীয় প্রভাবে আমাকে অচেতন করিয়াছিলেন এবং আপনিই আমাকে নিদ্রামুক্ত করায় জাগরিত হইয়া বহুবার যুদ্ধ করিয়াছি। হে মানদে! এক্ষণে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আপনি বরদান করায় এই দানবদ্বয় পরিশ্রান্ত হইতেছে না। এই মদগর্ব্বিত দানবযুগল ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উপস্থিত হওয়াতেই, আমি ইহাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলাম এবং ইহারাও এই মহার্ণব মধ্যে আমার সহিত মহাঘোর সংগ্রাম করিয়াছে। পরে আপনি ইহাদিগকে

ইচ্ছামৃত্যুরূপ অদ্ভুত বর দান করিয়াছেন জানিয়া, এক্ষণে শরণাগত-পালনী আপনারই শরণাপন্ন হইতেছি; অতএব হে দেবদুঃখনিবারিণি মাতঃ! এই দানবদ্বয় আপনার বরে অতিশয় গর্ব্বিত এবং আমিও যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; এজন্য আমায় সাহায্য করুন। ঐ দেখুন, ঐ পাপিষ্ঠদ্বয় আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; আপনার কৃপা ভিন্ন আমি এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই? ২৫–৪৯

সনাতন বাসুদেব জগন্নাথ হরি প্রণতিপূর্ব্বক বিনম্রভাবে এইরূপ কহিলে, গগনমধ্যবর্ত্তিনী দেবী মহাকালী ঈষৎ সহাস্যবদনে বলিলেন, হে দেবদেব হরে! তুমি পুনরায় স্বয়ং যুদ্ধ কর; হে বিষ্ণো! মহাবলশালী এ দানবদ্বয় মদীয় মায়ায় বিমোহিত হইলে, তুমি বঞ্চনাপূর্ব্বক সংহার করিবে। হে নারায়ণ! আমি নিশ্চয়ই বক্রদৃষ্টিতে উহাদিগকে বিমোহিত করিব; পরে তুমি ত্বরায় বিনাশ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতীর প্রীতিপূর্ণ তাদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মহার্ণব-মধ্যে সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, সেই যুদ্ধাভিলাষী মহাবল বীরপ্রকৃতি দানবযুগল সমরস্থলে বিষ্ণুকে উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিল, —ওহে চতুর্ভুজ! তোমার অভিলাষ খুব মহৎ দেখিতেছি; আচ্ছা থাক থাক; এক্ষণে সমরে জয় বা পরাজয় নিশ্চয়ই দৈবায়ত্ত; বিবেচনাপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। দেখ, যদিচ সবল ব্যক্তিই জয়লাভ করে সত্য, কিন্তু দৈবক্রমে কখন কখন দুর্ব্বলও জয়ী হইয়া থাকে; এজন্য মহাত্মা ব্যক্তির জয় পরাজয় জন্য হর্ষ বা শোক করা কর্ত্তব্য নহে; এজন্য, “আমি দানবগণের সহিত বৈর আচরণপূর্ব্বক পূর্ব্বে বহুল দানবদিগকে সংহার করিয়াছি” ভাবিয়া হর্ষ এবং “এক্ষণে এই দুই জনের সহিত যুদ্ধ করত পরাজিত হইলাম” বলিয়া শোক করিও না। সেই মহাবাহু মধুকৈটভ এই কথা বলিয়া যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে ভগবান বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ ভীষণ মুষ্টি প্রহারে তাহাদিগকে আহত করিলে, সেই বলোন্মত্ত দানবদ্বয়ও হরিকে মুষ্ট্যাঘাত করিল; এইরূপে পরস্পর অতি নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে নারায়ণ হরি মহাবীর্য্যশালী দানবযুগলকে অবিরত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, দীননেত্রে দেবী মহাকালীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎকালে দেবী ভগবতী ভগবান বিষ্ণুকে তাদৃশ কাতরতাপূর্ণ দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং সেই অসুরদ্বয়ের প্রতি লোহিত লোচনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ঈষৎ মধুর হাস্য সমন্বিত, কাম ও প্রেমভাবপূর্ণ কামদেবের অপর শরনিকরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পাপমতি

দৈত্যদ্বয় দেবীর তাদৃশ বঙ্কিম লোচন নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং উহাকেই পরম সুখকর বোধ করত, কামবাণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া, সেই বিশদপ্রভা দেবীর প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভগবান্ হরিও দেবীর সেই অদ্ভুত মোহন লীলা সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর কার্য্য-তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতম ভগবান্ বিষ্ণু দানবদ্বয়কে মহামায়ায় মোহিত জানিয়া, সহাস্যবদনে মেঘ-গম্ভীর-স্বরে এইরূপ মধুর বাক্য বলিলেন,—হে বীরদ্বয়! আমি তোমাদিগের যুদ্ধে পরম প্রীত হইয়াছি। অতএব অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; দান করিতেছি। আমি পূর্ব্বে অনেকানেক দানবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমাদিগের তুল্য কাহাকেও যুদ্ধ-বিশারদ দেখি নাই ও শুনিও নাই। অতএব আমি তোমাদের এবম্বিধ অতুলনীয় বলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তজ্জন্য হে মহাবলশালী দানবদ্বয়! আমি তোমাদিগের উভয় ভ্রাতাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। জগদানন্দকারিণী মহামায়াকে নিরীক্ষণ করত কামার্ত্ত সেই অসুরদ্বয় বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অভিমানী হইয়া, নয়নযুগল কমলপত্রবৎ বিস্ফারণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিল, ওহে হরি। তুমি আমাদিগকে কি দিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমরা তোমার নিকট যাচক নহি। হে দেবেশ! আমরাই তোমাকে অভীষ্ট দান করিতেছি; আমরা দাতা, প্রতিগ্রহীতা নহি; অতএব হে বাসুদেব হৃষীকেশ! আমরা তোমার অদ্ভুত যুদ্ধে তুষ্ট হইয়াছি, এজন্য তুমিই আমাদিগের নিকট মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভগবান্ জনার্দ্দন তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, যদি তোমরা আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে উভয়েই আমার বধ্য হও। দানব মধুকৈটভ বিষ্ণুর তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমরা বঞ্চিত হইলাম বিবেচনা করিয়া, কিয়ৎকাল শোকাকুল হইয়া অবস্থান করিল। পরে সমুদয় জলময়, কুত্রাপি স্থলভূমি নাই দেখিয়া, মনে মনে বিচার-পূর্ব্বক কহিল,—হে জনার্দ্দন হরে! তুমি সত্যবাদী জানি, অতএব হে দেবেশ! তুমি যে পূর্ব্বে আমাদিগকে বর দিতে চাহিয়াছিলে, এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, সেই বাঞ্ছিত বর প্রদান কর। হে মধুসূদন! আমরা তোমার বধ্যই হইতেছি, কিন্তু হে মাধব! তুমিও স্বীয় বাক্য সত্য করত জলশূন্য বিপুল স্থলভাগে আমাদিগকে সংহার কর। তখন ভগবান্ হরি হাস্য করত সুদর্শন চক্রকে স্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে মহাভাগদ্বয়! আমি জলশূন্য বিশাল স্থলভাগেই তোমাদিগকে সংহার করিব। দেবদেব হরি, এই কথা বলিয়া, স্বীয় ঊরুযুগল অতি বিস্তৃত করত তাহাদিগকে সেই সাগরজলের উপর বিশাল নির্জ্জল স্থলভাগ দর্শন করাইলেন এবং বলিলেন, হে দানবদ্বয়! এই দেখ, এ স্থানে

কিছুমাত্র জল নাই; তোমরা এই স্থানে আপনাদিগের মস্তকদ্বয় স্থাপন কর, তাহা হইলে আমিও সত্যবাদী হই ও তোমাদিগেরও সত্যপালন করা হইবে। মধু ও কৈটভ, তদ্বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করত আপনাদিগের দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে বর্ধিত করিলে, ভগবান হরিও নিজ জঘনদেশ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত করিলেন; তদ্দর্শনে তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া, হরির পরমাদ্ভুত জঘন দেশে আপনাদিগের মস্তকদ্বয় স্থাপন করিল। তখন অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণু, সুদর্শন চক্র দ্বারা নিজ জঘনদেশে স্থাপিত প্রকাণ্ড মস্তকদ্বয় বেগে ছেদন করিলে, দানবদ্বয় মধুকৈটভ গতপ্রাণ হইল এবং উহাদিগের মেদে সমুদয় সাগর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হে মুনিবরগণ! সেই কারণেই পৃথিবীর নাম মেদিনী এবং মৃত্তিকা অভক্ষ্য হইয়াছে। এইত আমি জিজ্ঞাসানুরূপ সমুদয় বিষয় আপনাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম। ফলকথা, বুধগণের সেই মহামায়া মহাবিদ্যারই সেবা করা কর্ত্তব্য। সমুদয় সুরাসুরগণেরই সেই পরমশক্তি আরাধনীয়া। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, বেদাদি শাস্ত্রে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, সেই আদ্যাশক্তি হইতে ত্রিভুবনে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই; অতএব সগুণ রূপেই হউক আর নির্গুণ রূপেই হউক, সেই পরমা শক্তিকেই অৰ্চ্চনা করা বিধেয়। ৫০–৮৭

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

—

দশম অধ্যায়
শিববরপ্রদান

ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, অমিততেজা ব্যাসদেব অখিলপুরাণ প্রণয়নপূর্ব্বক নিজ পুত্র শুককে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব নিরন্তর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক কিরূপে শুককে উৎপাদন করিলেন? তদ্বিষয় তুমি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, সবিস্তার বল। সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! যোগিগণের অগ্রগণ্য মুনিবর শুকদেব, সত্যবতী-সুত ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। সত্যবতীর গর্ভজ তপোনিধি ব্যাসদেব, পুত্রার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক 'অগ্নি বায়ু ভূমি ও আকাশের তুল্য পবিত্রবীর্য্যশালী পুত্র হউক' ঈদৃশ কামনায় নারদ-মুখে শ্রুত একাক্ষর বাগবীজ-মন্ত্র জপ ও পরমা মহামায়ার ধ্যান করত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। শক্তিমান পুরুষ জগতে পূজনীয় ও শক্তিহীন ব্যক্তি নিন্দনীয় হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বত্র শক্তিই পূজনীয়া,—মনে মনে পুনঃপুনঃ এইরূপ বিচার করিয়া, সতত কল্যাণ-দায়িনী আদ্যাশক্তির সহিত ভগবান্ মহেশ্বরকে আরাধনা করত অনাহারে শতবর্ষকাল অতিবাহিত করিলেন। সুমেরুর যে শৃঙ্গ কর্ণিকার বনে সুশোভিত, সমুদয় দেবগণ যে স্থানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সমধিক তপঃপ্রভাবশালী মুনিগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ব্রহ্মবিত্তম মননশীল অন্যান্য মহর্ষিগণ যে স্থানে বাস করেন এবং যে স্থান কিন্নরাদির সঙ্গীতধ্বনিতে সতত নিনাদিত হইয়া থাকে, সত্যবতীসুত ধর্ম্মাত্মা ব্যাসদেব সেই স্থানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। অনন্তর সেই পবিত্র ধীশক্তিসম্পন্ন পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের তপস্তেজে চরাচর অখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহার জটাজাল অনলশিখাবৎ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে তাহার তাদৃশ তপস্তেজ নিরীক্ষণ করিয়া, শচীপতি ইন্দ্র অতিশয় ভীত হইলেন। ১–১৩

পরে ভগবান্ রুদ্র ইন্দ্রকে ভয়ত্রস্ত শ্রমাতুর ও বিষণ্ন ভাবে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! অদ্য তুমি কি জন্য ভীত হইতেছ? সুরেশ্বর! তোমার দুঃখের কারণ কি? তুমি

তাপসগণের উপর কদাচ অমর্ষ প্রকাশ করিও না; কারণ, মননশীল তাপসগণ আমাকে সতত শক্তি-সমন্বিত জানিয়াই সদুদ্দেশে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহারা কখন কাহারও অহিত ইচ্ছা করে না। ভগবান্ বৃষধ্বজ এই কথা বলিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাসদেব কি জন্য তপস্যা করিতেছে—উহার মনোগত অভিপ্রায় কি? তৎশ্রবণে শঙ্কর বলিলেন; পরাশর-পুত্র পুত্রার্থী হইয়া, এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছে; এক্ষণে উহার ঐরূপ তপস্যাতেই শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, এজন্য আমি আজ উহাকে পরম কল্যাণকর পুত্র-বর প্রদান করিব। জগদগুরু ভগবান্ রুদ্র ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া, মহর্ষি ব্যাসদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃপাবিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, হে অনঘ বাসবীপুত্র! গাত্রোত্থান কর, মদীয় বরে তোমার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ন্যায় তেজোময়, পরমজ্ঞানী, পরম কল্যাণকর, কীর্ত্তিমান, সর্ব্বজনপ্রিয়, অখিল সাত্ত্বিকগুণ ভূষিত ও সত্যবিক্রমশালী এক পুত্র হইবে। তৎকালে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ভগবান্ শূলপাণির তাদৃশ সুমধুর বচন শ্রবণে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজ আশ্রমে গমনপূর্ব্বক, বহু বর্ষের তপক্লেশে ক্লান্তকলেবরে অগ্নি-উৎপাদনার্থ অরণী কাষ্ঠদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন। অরণীকাষ্ঠ মন্থন করিতে করিতে সেই মহাত্মার অন্তরে পুত্রোৎপাদন বিষয়ে, সহসা প্রবল চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি ভাবিলেন, মন্থনকাষ্ঠসংযোগে মন্থনকাষ্ঠ হইতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কিরূপে আমার পুত্রোৎপত্তি হইবে? পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পূত্রারণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই যুবতী রূপসম্পন্না সৎকুলসম্ভূতা পতিব্রতা ও পুত্রোৎপাদনে উপযুক্তা হইলেও উভয় পাদের যে শৃঙ্খলাস্বরূপ, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই; অতএব আমি কিরূপে দারপরিগ্রহ করি? ইহা ত সকলেরই বিদিত আছে যে, সাংসারিক কার্য্যে দক্ষা পতিব্রতা, রূপবতী এবং অভিলাষানুরূপ সুখদায়িনী কামিনীও সতত বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। অধিক কি, ভগবান্ মহেশ্বরও নিরন্তর কামিনীপাশে আবদ্ধ। এ জন্য জানিয়া শুনিয়াও কি প্রকারে দুর্ঘট গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করি? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ঘৃতাচী অপ্সরা সমীপবর্ত্তী গগনাঙ্গনে অবস্থিতা থাকিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। তখন ব্যাসদেব মহাব্রহ্মচর্য্য ব্রতপরায়ণ হইলেও, সেই সমীপবর্ত্তিনী চপলাপাঙ্গী অপ্সরাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কামশরে পীড়িত হইয়া ভাবিলেন এক্ষণে আমি এই সঙ্কটে কি করি। অসহনীয় কামভাব উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বত্র বিরাজমান ধর্ম্মের সমক্ষে আমি যদি এই দেবাঙ্গনাকে আমার তপস্তেজোহরণার্থ উপস্থিত জানিয়াও গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাকেও ঈদৃশ

হতজ্ঞান জানিয়া, মহাত্মা তাপসবৃন্দ নিশ্চয়ই উপহাস করিবেন। হায়! আমি শতবর্ষকাল মহাঘোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাতপা হইয়াও কিজন্য এই অপ্সরা দর্শনে বিবশ হইয়া পড়িলাম? ভাল পণ্ডিতগণ যে গৃহস্থাশ্রমকে পুত্রকামপ্রদ সর্ব্বসুখের আকর, অধিক কি পুণ্যাত্মাদিগের স্বর্গসুখজনক ও জ্ঞানিগণের মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমার যদি গৃহস্থাশ্রমসম্ভূত অতুলনীয় সেই সুখই হয়, তাহা হইলে নিন্দা বা যাহাই হউক, আমি ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু এই দেবকন্যা দ্বারা আমার ত নিঃসন্দেহ সে সুখ ঘটিবে না; অতএব কিরূপে ইহাকে গ্রহণ করি? পূর্ব্বে পুরূরবা নামে কোন নৃপতি উর্ব্বশীর বশবর্ত্তী হইয়া, অবশেষে যেরূপে তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ক্লেশ পাইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদের মুখে তৎসমুদয় বৃত্তান্তই আমার শ্রুত আছে। ১৪–৩৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

—

একাদশ অধ্যায়
বুধোৎপত্তি

ঋষিগণ বলিলেন, সূত! সেই রাজা পুরূরবা কে? ও দেবকন্যা উর্ব্বশীই বা কে এবং সেই মহাত্মা রাজা পুরূরবা কিরূপে ক্লেশ পাইয়াছিলেন? হে লোমহর্ষণাত্মজ! তুমি এক্ষণে সেই সমস্ত কথা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। আমরা সকলে তোমার মুখপদ্মবিনির্গত সুরস রচনাবলী শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। হে সূত! ত্বদীয় বাক্য অমৃতাপেক্ষা সুরস ও সুমিষ্ট; তজ্জন্য সুধাপানে অমরবৃন্দের ন্যায় তোমার বচন শ্রবণে কিছুতেই আমাদিগের তৃপ্তির সীমা হইতেছে না। তৎশ্রবণে সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! আমি ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্তই নিজবুদ্ধি অনুসারে আপনাদিগের নিকট বলিতেছি। আপনারা এক্ষণে সেই মনোহর দিব্য কথা শ্রবণ করুন। একদা রূপযৌবনশালিনী চার্ব্বঙ্গী মদবিহ্বলা তারা নামে বিখ্যাতা পরম সুন্দরী বৃহস্পতির দয়িতা ভার্য্যা স্বীয় স্বামীর যজমান চন্দ্রদেবের সদনে গমন করেন। তৎকালে শশধর সেই শশিমুখী তারাকে দেখিয়া অতীব কামাতুর হইলেন এবং তারাও শশধরকে দর্শন করিয়া মদনবাণে পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত ও স্মরার্ত্ত হইলেন। অনন্তর তারা ও শশী দুইজনেই কামবাণে প্রপীড়িত ও মদমত্ত হইয়া পরস্পর অনুরাগান্বিত হৃদয়ে রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেইভাবেই তাঁহাদিগের কিয়দ্দিবস গত হইল। পরে বৃহস্পতি পত্নীবিরহ দুঃখে কাতর হইয়া তারাকে গৃহে আনয়নার্থ শিষ্যকে প্রেরণ করিলেও, তারা তখন চন্দ্রের বশীভূত হওয়ায় আগমন করিলেন না। অতঃপর বৃহস্পতি পুনঃপুনঃ শিষ্যকে প্রেরণ করিলে চন্দ্রদেব যখন শিষ্যকে ফিরাইয়া দিলেন, তখন বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ংই চন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক ঈষৎ সহাস্যবদন মদগর্বিত শশধরকে সক্রোধে কহিলেন, ওহে শীতাংশো! তুমি কিরূপে এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কুকার্য্য করিতেছ? কি জন্য তুমি মদীয় সুন্দরী ভার্য্যাকে নিজভবনে রাখিতেছ? আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান; অতএব রে মূঢ়! তুমি গুরুপত্নীকে উপভোগপূর্ব্বক কি জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছ? তুই কি জানিস্ না যে, ব্রহ্মঘাতী, সুবর্ণাপাহরী, সুরাপায়ী ও গুরুপত্নীগামী—মহাপাতকী এবং ইহাদিগের

সংসর্গকারীও পঞ্চম মহাপাতকী? অতএব তুই যদি মদীয় পত্নী উপভোগ করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে তুই অতি দুরাচার, অতি নিন্দার্হ ও মহাপাতকী; সুতরাং তুই দেবস্থানে বাস করিবার উপযুক্ত নহিস্। রে দুষ্টাত্মন্! এক্ষণে বলিতেছি, তুই এখনও অসিতাপাঙ্গী তারাকে পরিত্যাগ কর, আমি তাহাকে না লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব না; আর যদি তাহা না করিস্, তাহা হইলে তুই যখন গুরুপত্নীতে উপগত, তখন নিঃসন্দেহ তোকে শাপ প্রদান করিব। বৃহস্পতি এইরূপ কহিলে, রোহিণীপতি চন্দ্র কান্তা-বিরহ-দুঃখিত ক্রোধান্বিত সেই গুরুদেবকে কহিলেন, জগতে ক্রোধবর্জ্জিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই পূজার্হ এবং যাহারা তাদৃশ নহেন, তাঁহারা ক্রোধহেতুকই সকলের অপূজনীয় হইয়া থাকেন। হে অনঘ! সেই বরবর্ণিনী নিশ্চয়ই আপনার গৃহে গমন করিবে; যদিচ কিয়দ্দিন তিনি এস্থানে আছেন, তাহাতে আপনার কি হানি হইতেছে? তিনি সুখভোগ বাসনাতেই ইচ্ছানুসারে আছেন, এবং কিছুদিন থাকিয়া ইচ্ছাক্রমেই যাইবেন। আর এক কথা; পূর্ব্বে আপনিই ত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মত বলিয়াছিলেন। যে, ব্রাহ্মণ দুষ্কৃতিশালী হইলেও যেমন বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র হন, স্ত্রীলোকও সেইরূপ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইলেও রজঃসঞ্চারে পবিত্রতা লাভ করে। চন্দ্রদেব এই কথা বলিলে, সুরগুরু বৃহস্পতি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তাবিষ্ট হইয়া স্মরাতুর-চিত্তে তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর চিন্তাতুর বৃহস্পতি তথায় কতিপয় দিবস অবস্থিত থাকিয়াই ত্বরান্বিতচিত্তে পুনরায় চন্দ্রালয়ে গমন করিলেন, কিন্তু যেমন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালগণ তাঁহাকে নিবারণ করায় তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্র আসিলেন না দেখিয়া, সমধিক কুপিত হইয়া ভাবিলেন, কি আশ্চর্য! এই অধার্ম্মিক চন্দ্র আমার শিষ্য হইয়াও মাতৃস্থানীয়া গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, অতএব এখনই আমি উহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিব। বহির্দ্বারদেশে অবস্থিত বৃহস্পতি এইরূপ ভাবিয়া ক্রোধভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, —রে মন্দমতি পাপাচার সুরাধম! কি জন্য অন্তঃপুরে শয়ন করিয়া আছিস্? শীঘ্র আমার কামিনী প্রদান কর, অন্যথা এখনই শাপ প্রদান করিব। যদি আমার প্রিয়াকে না আনিস ত, নিশ্চয় এই দণ্ডেই তোকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব। দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব, বৃহস্পতির ইত্যাদি প্রকার ক্রূর বচনাবলী শ্রবণে ত্বরায় গৃহের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া, হাস্য করত কহিলেন ওহে দ্বিজবর! কেন এরূপ বহু বাক্যব্যয় করিতেছেন? সেই সর্ব্বলক্ষণান্বিতা অসিতাপাঙ্গী পরম রূপলাবণ্যবতী তারা তোমার উপযুক্ত নয়, অতএব নিজযোগ্য অন্য কুরূপা রমণীকে

গ্রহণ কর। ঈদৃশী কামিনী ভিক্ষুক গৃহের যোগ্য নহে। ওহে নির্ব্বোধ! তুমি দেখিতেছি কামশাস্ত্রের বিষয় কিছুই জান না। কারণ, কামশাস্ত্র-বিশারদ বিদ্বদ্‌গণ নারীদিগের স্বীয় সদৃশ নায়কই রতি-বিষয়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যথেচ্ছ চলিয়া যাও; আমি তোমার কামিনী প্রদান করিব না। তোমার যাহা ক্ষমতা থাকে কর। আমি কিছুতেই সেই বরবর্ণিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না। তুমি যখন কামার্ত্ত হইয়াছ, তখন তোমার অভিসম্পাতে আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। ফল কথা, হে গুরো! আমি তোমার কান্তা দিব না; ইহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। বৃহস্পতি চন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সাতিশয় চিন্তাকুল ও ক্রোধান্বিত হৃদয়ে ত্বরায় ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। অনন্তর পরম উদার-প্রকৃতি ইন্দ্রদেব,—গুরুদেবকে তাদৃশ দুঃখাতুর দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দ্বারা যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! আপনার কি জন্য এরূপ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে? হে মহামুনে! কেনই বা আপনি এরূপ শোকার্ত্ত হইতেছেন? আপনি আমার গুরু হইয়া আমার রাজ্যমধ্যে কোন্ ব্যক্তির নিকট অপমানিত হইয়াছেন বলুন; লোকপালগণ ও সমস্ত দেবসৈন্যই আপনার অধীন জানিবেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি সমুদয় সুরসত্তমগণই আপনার সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই; অতএব এক্ষণে আপনার চিন্তার বিষয় কি বলুন। ইন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বৃহস্পতি বলিলেন,—চন্দ্র আমার সুলোচনা ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করিয়াছে। আমি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু সেই দুষ্টাত্মা কিছুতেই আমার পত্নীকে দিতেছে না। হে সুরেশ্বর! আমি এক্ষণে কি করি; তুমিই আমার সহায়; হে শতক্রতো! তুমিও দেবগণের অধীশ্বর; এজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, এ বিষয়ে সাহায্য কর। ১–৪১

তৎশ্রবণে ইন্দ্র কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি শোক করিবেন না। হে সুব্রত! আমি আপনার দাস। হে মহামতে! আমি নিশ্চয় আপনার ভার্য্যাকে আনয়ন করিয়া দিব। আমি দূত প্রেরণ করিলেও যদি চন্দ্র মদমত্ত হইয়া আপনার পত্নীকে প্রদান না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবসৈন্য-পরিবৃত হইয়া, তাহার সহিত সংগ্রাম করিব। দেবরাজ বৃহস্পতিকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া, চন্দ্রকে এই বিষয়ে বলিবার জন্য তাহার নিকটে সবিশেষ বক্তা, অদ্ভুত কার্যদক্ষ, জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সুবিচক্ষণ সেই দূত ত্বরান্বিত হইয়া, চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক রোহিণীপতি চন্দ্রকে এই কথা বলিল, হে মহাভাগ! দেবরাজ

আপনাকে কিছু বলিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। অতএব হে মহামতে! মদীয় প্রভু যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন, হে মহাভাগ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ এবং নীতিশাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি অত্রি তোমার জনক; অতএব হে সুব্রত! তোমার এরূপ নিন্দনীয় কার্য্য করা উচিত নহে। দেখ সকল প্রাণীরই নিরালস্য ভাবে যথাশক্তি নিজ নিজ ভার্য্যাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; অতএব তজ্জন্য যে কলহ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। হে সুধানিধে! দাররক্ষা-বিষয়ে তোমার ন্যায় গুরুদেবেরও যত্ন করা উচিত জানিবে। সকল প্রাণীকেই আত্মবৎ বিবেচনা করা তোমার ন্যায় লোকের অবশ্যকর্ত্তব্য। হে সুধাকর! তোমার অষ্টাবিংশতিসংখ্যক পরমরূপলাবণ্যবতী দক্ষকন্যা কামিনী থাকিতেও কি জন্য তুমি গুরুপত্নী ভোগ ইচ্ছা করিতেছ? মনোরমা মেনকাদি অপ্সরা-সকল সততই স্বর্গধামে বাস করিতেছে, তুমি যথেচ্ছ তাহাদিগকে উপভোগ করিতে পার; গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর। প্রভুত্বশালী ব্যক্তিগণ যদি অহঙ্কারবশতঃ অকার্য্য করেন, তাহা হইলে অজ্ঞগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিবে, সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মক্ষয়ের সম্ভাবনা। অতএব হে মহাভাগ! যাহাতে সুরগণের অকারণ কলহ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য মনোরমা হইলেও গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর। শশধর, দূতমুখে ইন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া, ভঙ্গিপূর্ব্বক ইন্দ্রকে লক্ষ্য করত ইন্দ্রদূতকেই এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, ওহে মহাবাহো! তুমি যেমন স্বয়ং দেবগণের অধিপতি ও ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার পুরোহিতটীও সেইরূপ জুটিয়াছে; তোমাদের উভয়েরই বুদ্ধি সমান। অনেকেই পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সক্ষম; কিন্তু সর্ব্বদাই এতাদৃশ লোক অতি দুর্লভ যিনি এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইলে, স্বয়ং এবং বিধ উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন। হে দেবেশ! মানবমাত্রেই যখন বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্রমত গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন আমি তাহারই মতানুরূপ সকামা রমণীকে উপভোগ করিতেছি বলিয়া, কেন আমার দেবগণের সহিত বিরোধ ঘটিবে? আরও দেখ, সংসারের রীতিই এই যে, যাহারা বলপূর্ব্বক লইতে সক্ষম, তাদৃশ বলশালী ব্যক্তিগণের সমস্ত বস্তুই নিজের, দুর্ব্বলদিগের কিছুই নহে; অপিচ এই রমণী আমার ও ঐ রমণী অন্যের,—ঈদৃশ ভ্রান্তি কেবল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ তারা আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগবর্তী বৃহস্পতির প্রতি সেরূপ নহে; অতএব ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে কিরূপে আমি তাদৃশ অনুরক্তা রমণীকে ত্যাগ করিতে পারি? আরও দেখ, পত্নী স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হইলেই গৃহের সুখ; সুতরাং

বিরক্তা থাকিলে কিরূপে সেই রমণী দ্বারা গার্হস্থ্য-সুখ ঘটিতে পারে? (একারণে গুরুদেবের আর গার্হস্থ্য সুখের সম্ভাবনা নাই) তিনি যখন নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্বর্ত্তের পত্নীকে উপভোগ করেন, সেই সময় হইতেই তারা তাঁহার প্রতি বিরক্তা হইয়াছেন। ফল কথা, ওহে সহস্রাক্ষ! কিসে তুমি সহস্রাক্ষ হইলে? যাহা হউক, তুমিও দেবগণের প্রভু, অতএব, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর। ওহে দূত! তুমি যাও এবং গিয়া স্বয়ং দেবরাজকে এইসমস্ত কথা কহিও; আমি কিছুতেই সেই বরারোহা তারাকে প্রত্যর্পণ করিব না। ৪২–৬১

চন্দ্রদেব এইরূপ কহিলে দূত ইন্দ্র-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক, চন্দ্র যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই দেবরাজের নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যার্থে সৈন্যগণকে সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য সেই সমর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষভাব-বশতঃ চন্দ্র-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে মহামতে! তুমি তারাকে কখনই দিও না, যদি তোমার ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব। এদিকে ভগবান্ শঙ্কর, চন্দ্রের সেই গর্হিত গুরুপত্নী-গ্রহণরূপ দুষ্কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া এবং ভৃগুনন্দন-শুক্রাচার্য্যকে বৃহস্পতির শত্রু জানিয়া দেবরাজের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তারকাসুরের সমরের ন্যায় ত্বরায় দেবদানবগণের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং তাহা বহুবর্ষ চলিতে লাগিল। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা, সুরাসুরগণের সেই ভীষণ প্রাণিক্ষয়কর সংগ্রাম দেখিয়া, শান্তিসংস্থাপনার্থ হংসবাহনে তথায় উপস্থিত হইয়া, শশধরকে কহিলেন,—গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর, নতুবা বিষ্ণুকে আহ্বানপূর্ব্বক ত্বৎপক্ষীয় সকলকেই বিনাশ করিব। তৎপরে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যকে নিবারণ করত কহিলেন, ওহে মহামতে! সঙ্গদোষে তোমার এরূপ অন্যায় কার্য্যে মতি হইল কেন? অনন্তর ভৃগুকুমার শুক্রাচার্য্য, ওষধিপতি চন্দ্রকে যুদ্ধে নিষেধ করত বলিলেন,—তুমি এক্ষণে গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর। তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আমাকে তজ্জন্যই পাঠাইয়াছেন; তখন চন্দ্র শুক্রাচার্য্যের তাদৃশ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৃহস্পতির প্রতি অননুরাগিণী এবং গর্ভবর্তী হইলেও তদীয় ভার্য্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি কান্তাকে প্রাপ্ত হইয়া সানন্দচিত্তে স্বগৃহে গমন করিলে, দেবদানব-গণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোকে ও শঙ্কর কৈলাসধামে গমন করিলেন। এদিকে বৃহস্পতি নিজ

মনোরমা ভার্য্যাকে লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে থাকিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইলে বৃহস্পতির পত্নী তারা শুভদিনে শুভ নক্ষত্রে চন্দ্রের গুণসম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত এক কুমার প্রসব করিলেন। পরে বৃহস্পতি জাতপুত্রকে দেখিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে যথাবিধি তাহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। ৬২–৭৬

হে মুনিসত্তমগণ! এদিকে চন্দ্র,—তারার পুত্র জন্মিয়াছে শ্রবণে, কোন দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইলেন যে, এ তোমার পুত্র নহে, এ মদীয় বীর্য্যে উৎপন্ন; অতএব তুমি স্বেচ্ছানুসারে কেন ইহার জাতকর্ম্মাদি কার্য নির্ব্বাহ করিলে? বৃহস্পতি চন্দ্রদূতের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—না, এই শিশু যখন আমার সদৃশ তখন এ যে আমার পুত্র, তাহাতে সংশয় নাই। বৃহস্পতি এই কথা বলিলে পর, পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। দেবদানবগণ মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং মন্ত্রণার্থ সামরিক সমিতি সংস্থাপিত হইল। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা শান্তিকামনায় স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক যুদ্ধপ্রারম্ভেই যুদ্ধার্থ অবস্থিত যুদ্ধদুর্ম্মদ দেবদানবগণকে নিবারণ করত তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি শুভে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই শিশুটী কাহার পুত্র? বরারোহে! তুমি সত্য বলিলেই, এই লোকক্ষয়কর ক্লেশ প্রশমিত হয়। তখন সেই বরবর্ণিনী অসিতাপাঙ্গী তারা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া মৃদুস্বরে ব্রহ্মাকে “এটি চন্দ্রের পুত্র” এই কথা বলিয়াই অভ্যন্তরে গমন করিলেন। অনন্তর চন্দ্রদেব,—প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই পুত্রটিকে লইয়া, ‘বুধ’ এই নামকরণপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিলেন। এদিকে ভগবান্ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি অখিল দেব-দানবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে সমুদয় দর্শকবৃন্দ—যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। হে মুনিগণ! আমি পূর্ব্বে সত্যবতী-পুত্র ব্যাসদেবের মুখে চন্দ্রের ঔরসে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধোৎপত্তির বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম, কীর্ত্তন করিলাম। ৭৭–৮৬

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

—

দ্বাদশ অধ্যায়
পুরূরবার উৎপত্তি

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! উক্ত বুধের পুত্র অতিধর্ম্মাত্মা, সতত যজ্ঞানুষ্ঠানতৎপর ও দানশীল পুরূরবা,—ইলানাম্নী কোন ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে যে রূপে উৎপন্ন হন, অতঃপর তদ্বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সুদ্যুম্ন নামে পরম জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী কোন নৃপতি ছিলেন। একদা তিনি কর্ণযুগলে মনোহর কুণ্ডলযুগল, আজগব নামক অদ্ভুত ধনু ও পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ তুণীর ধারণপূর্ব্বক কতিপয় অমাত্য-গণে পরিবৃত হইয়া, সিন্ধুদেশজাত একটা অশ্বে আরোহণ করত, মৃগয়ার্থ বনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই রাজা বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, রুরুজাতীয় মৃগ, শশক, শূকর, গণ্ডার, গবয়, শরভ, মহিষ, সৃমর ও বন্য কুক্কুট প্রভৃতি পবিত্র যজ্ঞীয় পশুসমূহ সংহার করত ক্রমে কুমার বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্দারতরুরাজি-বিরাজিত ঐ দিব্য কানন সুমেরুর অধোদেশে অবস্থিত। উহার স্থানে স্থানে অশোক-লতিকা, বকুল, শাল, তাল, তমাল, চম্পক, পনস, আম্র, নীপ, মধূক, দাড়িম, নারিকেল, যূথিকা, কদলী ও কুন্দ-লতিকা প্রভৃতি ফল পুষ্পময় তরুরাজি ও মাধবীলতা মণ্ডপসকল শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার মধ্যবর্ত্তী সরোবরসকল হংস-কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিনিচয়ে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তটস্থিত বেণুসকল বায়ুপূর্ণ হইয়া, বংশীবৎ মধুর শব্দায়মান হইতেছে এবং ঐ সর্ব্বসুখপ্রদ অরণ্যের নানা স্থানে মধুকর বৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সুমধুর গুন্-গুন্রবে সকলের মনোরঞ্জন করিতেছে। সেবকগণে পরিবেষ্টিত রাজর্ষি সুদ্যুম্ন ঐ বনমধ্যস্থিত কোকিল-রব-নিনাদিত মনোহর-কুসুম-শ্রেণী-শোভিত তরুরাজি নিরীক্ষণ করিয়া, সাতিশয় সানন্দচিত্তে যেমন তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-ভাব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার ঘোটকটীও ঘোটকীরূপ ধারণ করিল; তখন সেই ভূপতি সাতিশয় চিন্তাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই নৃপতি, 'এ কি হইল' বারংবার এইরূপ চিন্তা করত অতিশয় লজ্জাযুক্ত ও দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন,—"এক্ষণে আমি কি করি, এরূপ স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া কিরূপেই বা গৃহে যাইব এবং কি প্রকারেই বা রাজ্য করিব? হায়! কে আমায় এরূপে বঞ্চিত করিল? ১–১৩

সূতের এবম্বিধ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! দেবসন্নিভ ভূপতি সুদ্যুম্ন যে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলেন, ইহা বড় অদ্ভুত কথা কহিলে; অতএব হে সুব্রত! তাঁহার স্ত্রীভাবাপন্ন হইবার কারণ কি? তিনি সেই মনোহর কুমার বনে কি করিয়া ছিলেন, তুমি তৎসমুদয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—একদা সনকাদি ঋষিগণ, ভগবান শঙ্করকে দেখিবার নিমিত্ত দশদিক্ উদ্ভাসিত করত তথায় আগমন করেন। ঐ সময়ে ভগবান্ শঙ্কর তথায় শঙ্করীর সহিত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন! মনোরমা দেবী অম্বিকাও বিবস্ত্রা হইয়া স্বামীর ক্রোড়ে অবস্থান করত, রমণ করিতে থাকায় তাহাদিগকে দেখিয়াই সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন ও ব্যস্ততা-সহকারে ভর্ত্তার ক্রোড় হইতে উঠিয়া বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক অভিমানভরে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া সাতিশয় সলজ্জভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষিগণও তাহাদিগের রতি-প্রসঙ্গ দর্শনে পরিবৃত্ত হইয়া, ত্বরায় নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর শঙ্করীকে লজ্জিতা দেখিয়া কহিলেন, কেন তুমি লজ্জিতা হইতেছ? যাহাতে তোমার মনের সুখ হয়, আমি এরূপ বিধান করিতেছি। আর বরাননে! আজ হইতে যে কোন পুরুষ মোহবশতঃ এই বনমধ্যে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ রমণী হইবে। হে মুনিগণ! সেই কুমারবন সর্ব্বসুখাস্পদ হইলেও যাহারা শঙ্করের অভিশাপের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ বনকে ঐ দোষযুক্ত বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন। নৃপতি সুদ্যুম্ন না জানিয়াই যেমন সচিববৃন্দের সহিত তথায় প্রবিষ্ট হইলেন অমনি শঙ্করের বাক্যানুসারে সে পরিজনগণের সহিত স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। পরে সেই রাজর্ষি সাতিশয় চিন্তাবিষ্ট হইয়া লজ্জায় আর গৃহে না যাইয়া ঐ বনের বহির্ভাগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৪–২৫

সেই রাজর্ষি রমণী হইয়া ইলা নাম প্রাপ্ত হন। একদা চন্দ্রপুত্র যুবা ভগবান্ বুধ, বিচরণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া রমণীগণ পরিবেষ্টিতা হাবভাবান্বিতা মনোরমা সেই ইলাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রাত কামাসক্ত হইলেন এবং ইলাও সেই চন্দ্রপুত্র কমনীয়মূর্ত্তি বুধকে পতি করিতে অভিলাষিণী হইলেন। অনন্তর তাহাদিগের পরস্পর প্রেমবশত সেই স্থানেই রাতসম্মিলন হইল। ভগবান্ বুধ এইরূপে ইলার গর্ভে আত্মজ পুরূরবাকে জন্ম প্রদান করায়, ইলা যথাসময়ে সেই বনমধ্যে পুত্র পুরূরবাকে প্রসব করিলেন এবং চিন্তাবিষ্ট-হৃদয়ে

সেই বনমধ্যেই থাকিয়া নিজ কুলপুরোহিত মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেব নৃপতি সুদ্যুম্নের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে, দয়াপরবশ হইয়া জনগণের সর্ব্বকল্যাণকর মহাদেব শঙ্করকে স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। পরে ভগবান শঙ্কর তাঁহাকে বাঞ্ছিত বরপ্রদানে সম্মত হইলে, তিনি প্রিয় নৃপবরের পুরুষত্ব বর প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর নিজ বাক্যের সত্যতা রক্ষার্থ কহিলেন, ভূপতি সুদ্যুম্ন, একমাস পুরুষ ও একমাস রমণী হইবে। ধর্ম্মাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন বশিষ্ঠের অনুগ্রহে এইরূপ বর লাভ করিয়া স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক পুনরায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যখন তিনি রমণী হইতেন, তখন অন্তঃপুর মধ্যে থাকিতেন; আর যে সময়ে পুরুষ হইতেন, সেই সময়ে রাজ্য শাসন কারতেন। তিনি এইরূপ করায় প্রজাপুঞ্জ তাহাতে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং তজ্জন্য মহীপতিকে পূর্ব্ববৎ অভিনন্দন করিতে বিমূখ হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাজকুমার পুরূরবা যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজা সুদ্যুম্ন পুরূরবাকে সমুদায় রাজ্য-প্রদানপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা নামক নূতন রাজধানীর অধীশ্বর করিয়া, তপোবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি বিবিধপ্রকার তরুরাজি বিরাজিত সুরম্য বনে গমনপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে ভগবতীর অত্যুত্তম নবাক্ষর মন্ত্রলাভ করিয়া প্রেমপূর্ণহৃদয়ে নিরন্তর সেই মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিবসের পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিস্তারকারিণী সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী নৃপতির প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া, সুরাপান-প্রমত্ত মদঘূর্ণিতলোচন দিব্য মনোরম সগুণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সিংহবাহিনী হইয়া রাজার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলে, ইলারমণীরূপা রাজা সেই দিব্যরূপিণী জগদম্বিকাকে সন্দর্শন করিয়া প্রেমাকুলিত লোচনে অবনত মস্তকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন, হে ভগবতি! অহো কি ভাগ্য! আমি আজ আপনার সর্ব্বলোকহিতকর বিশ্ববিশ্রুত অলৌকিক রূপ নিরীক্ষণ করিলাম। অতএব হে জননি! আমি আপনার সুরবৃন্দসেবিত কাম-মোক্ষপ্রদ চরণ-কমলে নমস্কার করি। হে অম্ব! সমুদয় সুরগণ ও মুনিবৃন্দ আপনার যে ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত নন, ভূতলে এমন কোন্ মানব আছে যে, তদ্বিষয় সম্যক্ বিদিত হইতে পারে? হে দেবি! আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য ও দীন জনে দয়া দেখিয়া, আমার অতিশয় বিস্ময় হইতেছে। ২৬–৪২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, বরুণ, কুবের ও অষ্টবসুও যাঁহার প্রভাব জানেন না, নির্গুণ মানব কি প্রকারে তাদৃশ আপনার গুণগ্রামের বিষয় বুঝিতে পারিবে? হে অম্ব! অসিতদ্যুতি ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে সাক্ষাৎ সত্ত্বগুণময়ী সর্ব্বার্থদায়িনী কমলা বলিয়াই জানেন এবং ভগবান্ ব্রহ্মা কেবল আপনার রজোগুণময়ী উমামূর্ত্তির বিষয়ই অবগত আছেন; কিন্তু হে অম্বিকে! বস্তুত উহাদিগের কেহই আপনার নির্গুণ তুরীয় মূর্ত্তি বিদিত নহেন। হে মাতঃ! অতি মন্দমতি প্রভাববিহীন আমিই বা কোথায়, আর আপনার এবম্বিধ পরম প্রসন্নতাই বা কোথায়? ফলতঃ মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি ঈদৃশ প্রসন্নতা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে ভবানি! আপনার অন্তঃকরণ যে নিরতিশয় করুণাপূর্ণ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি; কারণ, যে সকল ভক্তগণ আপনার প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন, আপনি সেই সকল সেবককে নিশ্চয়ই দয়া করিয়া থাকেন। জননি! অধিক কি কহিব, ভগবান মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশসম্ভূত কমলাকর্ত্তৃক পরিণীত হইয়াও "আমি ইহার উপযুক্ত নই" ভাবিয়া সুখী নন; তবে যে সেই আদিপুরুষ কমলা দ্বারা নিজ পাদসেবা করান, সে কেবল কমলার পবিত্র করস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে জগতের মঙ্গলকর ও পবিত্র করিবার অভিপ্রায়েই করিয়া থাকেন। হে মাতঃ! বিবেচনা করি, সেই পুরাণপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু, অশোকতরুবৎ আত্মোন্নতির নিমিত্তই সানন্দচিত্তে ভবদীয় পাদতাড়ন প্রার্থনা করেন বলিয়াই, আপনি সুরবৃন্দ বন্দিত স্মরার্ত্ত পতিকে স্বীয় চরণতলে পতিত দেখিয়াই, কুপিতাবৎ পাদতাড়ন করিতে অভিলাষিণী হন। হে দেবি! আপনি ঘনীভূত জলদজাল মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় ভগবান বিষ্ণুর সুন্দররূপে বিভূষিত পর্য্যঙ্কবৎ সুবিস্তৃত প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে যখন সতত অবস্থান করেন, তখন তিনি অখিল জগতের ঈশ্বর হইয়াও, নিঃসন্দেহ আপনার বাহন হইয়াছেন। হে অম্ব! আপনি যদি কোপবশতঃ সেই মধুসূদনকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি শক্তিহীন বলিয়া কাহারও নিকট পূজিত হন না; কারণ ইহাতে সকলেরই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইলে, তাহার আত্মীয়বর্গ অতিশয় নির্গুণ বলিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। জননি! আমি রমণী বলিয়া আপনার উপেক্ষণীয়া নহি; কারণ ব্রহ্মাদি যে সকল সুরগণ অহর্নিশ আপনার চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও কি এক সময়ে মণিদ্বীপে যুবতি রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিতে হয় নাই? আমি নিশ্চয় জানি, আপনিই আবার তাঁহাদিগকে পুরুষমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব হে অনন্তবীর্য্যে! আমি আপনার শক্তি কি বর্ণনা করিব? ফলে আপনি স্ত্রী কি পুরুষ, এ বিষয়ে

আমার বিলক্ষণ বিতর্ক আছে। হে দেবি! আপনি সগুণা বা নির্গুণা, স্ত্রী বা পুরুষ যে রূপই হউন, আমি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সতত আপনাকে নমস্কার করি। হে মাতঃ! আমি অন্তিম সময়ে আপনার প্রতি একমাত্র অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি। ইলারমণীরূপা মহীপাল সুদ্যুম্ন এইরূপ স্তব করিয়া জগন্মাতার শরণাপন্ন হইলে, দেবী জগদম্বিকা সাতিশয় তুষ্ট হইয়া সেই স্থানেই নৃপতিকে আত্মসাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন। নৃপবর সুদ্যুম্ন, ব্রহ্মময়ী দেবী আদ্যাশক্তির প্রসাদে এইরূপে মুনিগণেরও দুর্লভ স্থিরতর পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৪৩–৫৩

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

—

ত্রয়োদশ অধ্যায়
উর্ব্বশী পুরূরবার মিলন

সূত কহিলেন—হে দেবর্ষিগণ! ভূপতি সুদ্যুম্ন স্বর্গগত হইলে পরম রূপগুণশালী প্রজারঞ্জনতৎপর সর্ব্বধর্মজ্ঞ নৃপতি পুরূরবা, সুরম্য প্রতিষ্ঠান নগরীতে অবস্থান করত, প্রজাপালনে তৎপর হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু অপরের মন্ত্রণাজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার সর্ব্বোত্তম উৎসাহশক্তি ও প্রভুতা শক্তি সর্ব্বদাই সমভাবে দেদীপ্যমান থাকিত। সেই ভূপতির সামদানাদি উপায়সকল যেন বশতাপন্ন হইয়াছিল। তিনি বর্ণাশ্রমবাসীদিগকে স্বধর্ম্মে রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই নরাধিপ রাজা পুরূরবা, বহুলদক্ষিণান্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিবিধপ্রকারে বিস্ময়কর দান করিতে লাগিলেন; তাঁহার অলৌকিক রূপগুণ, ঔদার্য্য ও স্বভাব এবং অসীম সম্পদ ও বিক্রম শ্রবণে অপ্সরা উর্ব্বশী সততই মনে মনে সেই নরাধিপকে কামনা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসের পর সেই মানিনী উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপগ্রস্তা হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন-পূর্ব্বক নৃপতি পুরূরবাকে সর্ব্বগুণান্বিত বোধ করিয়া পতিত্বে বরণ করিলেন এবং রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, হে সম্মানপ্রদ রাজন্! আপনার নিকট আমার এই মেষশাবক দুইটি গচ্ছিত রহিল, আপনি ইহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; তাহা হইলেই আমার সম্মানরক্ষা হইবে। হে নৃপ! আমি প্রত্যহ ঘৃতমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিব, অন্য আহারে আমার প্রয়োজন নাই। আর এক কথা, হে মহারাজ! মৈথুনকাল ব্যতীত অন্য সময়ে আমি যেন আপনাকে বিবস্ত্র না দেখি। হে রাজন! আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, যদি আমার এই বাগবন্ধন ভগ্ন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব। পরে সেই কামিনীর কথানুসারে রাজা অঙ্গীকার করিলেন। উর্ব্বশীও তাদৃশ অঙ্গীকার হেতু শাপমুক্তি কামনায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে নৃপতি উর্ব্বশীর প্রেমমদে মোহিত ও তাহাতেই একান্ত আসক্ত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুবর্ষকাল উর্ব্বশীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই মহীপতি ক্রমশঃ উর্ব্বশীর প্রতি

এরূপ একাগ্রচিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া পড়িলেন যে, উর্ব্বশী ভিন্ন একাকী আর ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারিতেন না। এইরূপে বহুবর্ষ অতীত হইবার পর, একদা দেবরাজ ইন্দ্র সুরপুরে উর্ব্বশীকে অনুপস্থিত দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা সকলে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভূপতি পুরূরবার গৃহ হইতে মেষশাবকদ্বয় অপহরণপূর্ব্বক উর্ব্বশীকে আনয়ন কর। উর্ব্বশী না থাকায় মদীয় নন্দনকাননাদির কিছুমাত্র শোভা নাই; অতএব তোমরা যে কোন উপায়ে হউক, সেই কামিনীকে আনয়ন কর। ১–১৬

বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ দেবরাজকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া নিশাকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার উপস্থিত হইলে, পুরূরবার ভবনে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রতিক্রীড়াসক্ত দেখিয়া মেষশাবকদ্বয় অপহরণ করিলেন। তৎকালে সেই মেষযুগল আকাশমার্গে নীত হইয়া শোকসূচক চীৎকার করিতে লাগিল। উর্ব্বশী পুত্রদ্বয়ের ন্যায় সেই মেষদ্বয়ের ক্রন্দনশব্দ শ্রবণমাত্রেই কুপিতা হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন! আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইল। আপনাকে বিশ্বাস করাতেই আমার বিষম অনিষ্ট ঘটিল। ঐ দেখুন, তস্করগণ মদীয় পুত্রসম মেষদ্বয়কে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; অতএব আপনি কিরূপে স্ত্রীলোকের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? হায়! আমি নপুংসকপ্রায় বীরাভিমানী কুপতি হইতেই বিনষ্টা হইলাম। হায়! প্রাণ অপেক্ষাও সদা অধিক প্রিয় আমার সেই মেষদ্বয় আজ কোথায় যাইল? পৃথিবীপতি রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ নগ্নাবস্থাতেই গন্ধর্ব্বগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ সেই রাজভবনে বিদ্যুতালোক প্রকাশ করায়, গমনেচ্ছু উর্ব্বশী ভূপতিকে যেমন উলঙ্গ দর্শন করিলেন, অমনি গন্ধর্ব্বগণ পথিমধ্যে মেষদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করিল। অনন্তর পরিশ্রান্ত নৃপতি বিবস্ত্র থাকিয়াই সেই মেষদ্বয়কে লইয়া নিজগৃহে আগমন করিলেন। এদিকে সেই বরবর্ণিনী উর্ব্বশীও পতিকে উলঙ্গ দেখিয়াই সুরপুরে গমন করিলেন। তৎকালে নৃপতি উর্ব্বশীকে পলায়িতা দেখিয়া, অতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উর্ব্বশীবিরহে নিতান্ত বিহ্বল বিবশেন্দ্রিয় ও কামমোহিত হইয়া, শোকাতুরচিত্তে ক্রন্দন করত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নৃপবর পুরূরবা, এইরূপে ক্রমে সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক একদা কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"অয়ি কান্তে! ক্ষণকাল দাঁড়াও দাড়াও; আমি ত্বদ্‌গত-প্রাণ, বশবর্ত্তী

ও নিরপরাধ; অতএব এই ঘোর বিপৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে।" হে দেবি! আমি তোমার নিমিত্ত বহুদূর আসিয়াছি। হে বরোরুহে! তুমি পূর্ব্বে যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছ, তুমি পরিত্যাগ করায় আমার সেই দেহ এখনই এস্থানে পতিত হইবে এবং কাক ও বৃক প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। ঊর্ব্বশী নিতান্ত দীনভাবাপন্ন দুঃখিতচিত্ত বিবশেন্দ্রিয় শ্রান্ত কামার্ত্ত রাজাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নৃপবর! আপনি নিতান্ত অজ্ঞান, আপনার সেই অসামান্য জ্ঞান এক্ষণে কোথায় গিয়াছে? হে পার্থিব! আপনি কি জানেন না যে, বৃকগণের ন্যায় রমণীগণেরও কাহারও সহিত অকৃত্রিম ভালবাসা হয় না? এজন্য পার্থিবগণের স্ত্রীলোক ও তস্করের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। অতএব আপনি গৃহে যাইয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করুন, মনকে আর বিষাদসাগরে ডুবাইবেন না। রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইলেও তদীয় প্রেমে মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, কিছুতেই তাঁহার হৃদয় প্রবোধ মানিল না, প্রত্যুত তিনি স্বেচ্ছাচারিণী উর্ব্বশীর স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া নিরতিশয় দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন। হে মুনিবৃন্দ! এইত আমি আপনাদিগের নিকট সমুদয় উর্ব্বশীচরিত্র কীর্ত্তন করিলাম; এই মহৎ চরিত বেদে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে; আমি সংক্ষেপে কহিলাম। ১৭–৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩ ॥

—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়
শুকোৎপত্তি

সূত কহিলেন,—মহর্ষিগণ! (প্রাসঙ্গিক কথা সমাপ্ত হইলে, এক্ষণে ব্যাসদেবের শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।) ব্যাসদেব সেই অসিতাপাঙ্গী ললনাকে দেখিয়া, ভাবিলেন,—তাইত এক্ষণে কি করা যায়? এই দেবকন্যা অপ্সরা ত আমার গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত নয়। তখন সেই অপ্সরা ব্যাসকে এইরূপ চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া, ইনি আমায় অভিসম্পাত করিবেন বিবেচনায় ভীতা হইল। অনন্তর সে ভয়বিহ্বলা হইয়া, শুকপক্ষিণীরূপ ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে নির্গতা হইল এবং ব্যাসদেবও তাহাকে বিহঙ্গরূপিণী হইতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ব্যাসদেব যে সময়ে ঘৃতাচীর অসামান্য রূপ সন্দর্শন করেন, সেই সময়েই কামদেব তাঁহার দেহমধ্যে সঙ্গত হওয়ায় তাহার মন সেই মধুর রমণীমূর্ত্তির চিন্তায় উৎফুল্ল ও সর্ব্বাবয়ব রোমকণ্টকিত হইয়াছিল। পরে সেই মুনিবর ব্যাসদেব সুমহৎ ধৈর্যবলেও কামিনীসম্ভোগার্থ চঞ্চলচিত্তকে কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না; তিনি অমিত তেজস্বী হইলেও ঘৃতাচীর রূপে বিমোহিত চিত্তকে বহুবার নিগৃহীত করিতে চেষ্টা পাইলেও ভবিতব্যতানুসারে কোন প্রকারেই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি তদবস্থায় অগ্নিউৎপাদনার্থ অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই অরণি উপরেই সহসা তাঁহার শুক্রক্ষরণ হইল। কিন্তু তিনি সেই রেতঃস্খলনের বিষয় চিন্তা না করিয়াই যেমন পূর্ব্ববৎ অরণিমন্থন আরম্ভ করিলেন, অমনি সেই অরণি হইতে দ্বিতীয় ব্যাসদেবের ন্যায় মনোহরমূর্ত্তি শুকদেব সমুদ্ভূত হইলেন। অরণিসম্ভূত, সেই বালক সকলের বিস্ময় উৎপাদন করত, যজ্ঞস্থলে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রদীপ্ত দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। ব্যাসদেব সেই পুত্রসন্দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, একি! কামিনী অভাবে কিরূপে আমার পুত্র হইল? কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, নিশ্চয় ভগবান্ শঙ্করের বরপ্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে। অরণিগর্ভসম্ভূত তেজোরূপী শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াই স্বীয় তেজে দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন। তৎকালে ব্যাসদেব, অপর গার্হপত্য অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ দিব্যতেজঃপূর্ণ আনন্দমূর্ত্তি পুত্রকে

একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হে তাপসগণ! সেই সময়ে গঙ্গাদেবী স্বয়ং হিমালয় গিরি হইতে তথায় আগমনপূর্ব্বক নিজ পবিত্র জল দ্বারা শিশু শুকদেবের অভ্যন্তরস্থ নাড়ীসকল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর ব্যাসদেব, সেই মহাত্মা শিশুর জাতকর্ম্মাদি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তৎকালে দেবদুন্দুভিসকল নিনাদিত হইতে থাকিল, অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল এবং বিশ্বাবসু, নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতিগণ শুকদেবের দর্শনাভিলাষে সানন্দে গান করিতে লাগিলেন। অখিল দেবতা ও বিদ্যাধরগণ, অরণীগর্ভসম্ভূত দিব্যমূর্তি ব্যাস তনয়কে দর্শন করিয়া সানন্দহৃদয়ে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে শুকদেবের নিমিত্ত দিব্য দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৃষ্ণাজিন ভূতলে পতিত হইল। ১–১৭

অলৌকিক দীপ্তিমান্ সেই বালক শুকদেব জন্মিবামাত্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। তখন অশেষবিদ্যা-বিধানবিৎ ব্যাসদেব, তাঁহার উপনয়নসংস্কার নির্ব্বাহ করিলেন। শুকদেব উৎপন্ন হইবামাত্রই সরহস্য সসংগ্রহ সমুদয় বেদ যেমন তাঁহার পিতা ব্যাসদেবের অন্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহারও হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইল। হে মুনিসত্তমগণ! শুকদেবের উদ্ভব সময়ে ঘৃতাচীর শুকপক্ষিণী-রূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব পুত্রের নাম শুক রাখিয়াছিলেন। অনন্তর ব্যাসতনয় শুক বৃহস্পতিকে উপাধ্যায়পদে বরণ করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মুনিবর শুক, গুরুগৃহে অবস্থান করত সমুদয় রহস্য ও সংগ্রহের সহিত বেদচতুষ্টয় এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক গুরুকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া সমাবৃত্ত হইয়া, নিজ জনক কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট আগমন করিলেন। তখন ব্যাসদেব, পুত্র শুককে উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রেমভরে বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরে পবিত্রাত্মা ব্যাসদেব, তাহার কুশল ও অধ্যয়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সেই শুভময় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে কহিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করত ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে, কোথায় কমনীয়মূর্ত্তি মুনিকন্যা পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এবং পুত্র শুককে কহিলেন, হে মহামতে! তুমি সমুদয় বেদ ও ধর্মশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব হে অনঘ! এক্ষণে

দারপরিগ্রহ কর। হে পুত্র! মনোহর পত্নী পরিগ্রহ করিয়া, গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করত আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর। অপুত্রক ব্যক্তির গতি নাই, সে কদাপি স্বর্গগমনে সমর্থ হয় না, অতএব হে মহাভাগ পুত্র! এক্ষণে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হও। পুত্র শুক! তুমি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া আমায় সুখী কর। হে মহামতে! আমি তোমার উপর অনেক আশা করিয়া আছি; এক্ষণে আমার সেই আশা পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাও। হে মহাপ্রাজ্ঞ শুক! আমি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অযোনিসম্ভব দেবরূপী তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি তোমার পিতা, আমাকে পরিত্রাণ কর। ব্যাসদেব পুত্র শুককে নিকটে বসাইয়া এইরূপ বলিলে, সংসার-বিরাগী শুকদেব নিজ পিতাকে ঘোর সংসারাসক্ত বুঝিয়া কহিলেন, হে ধর্মজ্ঞ! আপনি স্বীয় মহাবুদ্ধি প্রভাবে বেদকে বিভাগ করিয়াছেন, অতএব কি নিমিত্ত আমাকে এইরূপ বলিতেছেন? আমি আপনার শিষ্যস্বরূপ, এজন্য যথার্থরূপে আমাকে উপদেশ দিন; আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। তচ্ছ্রবণে ব্যাসদেব কহিলেন, হে পুত্র! আমি তোমাকে পাইবার নিমিত্ত শতবর্ষকাল যে অতি ক্লেশে তপোনুষ্ঠান করত, ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলাম, সেই ফলেই তোমাকে পাইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি কোন ভূপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া তোমার সংসারোপযোগী প্রচুর অর্থ দিতেছি। তুমি এই প্রার্থনীয় যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়া সংসার-সুখ উপভোগ কর। ১৮–৩৫

পিতার তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেব কহিলেন,—হে তাত! আপনি বলুন দেখি, মনুষ্যলোকে এমত কোন কি সুখ আছে যাহাতে কোনপ্রকার দুঃখসংস্রব নাই? জ্ঞানিগণ দুঃখমিশ্রিত সুখকে সুখই বলেন না। হে মহাভাগ! আমি কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাহার বশীভূত হইব। তাহা হইলে দেখুন, পরাধীন বিশেষতঃ স্ত্রৈণ পুরুষের সুখ কোথায়? লৌহ বা কাষ্ঠাদিতে আবদ্ধ ব্যক্তির কখনও মুক্তির সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিরূপ পাশে আবদ্ধ পুরুষ কদাপি মুক্তিলাভ করিতে পারে না। পুরুষের দেহ যেমন বিষ্ঠা মূত্রময়, রমণীগণের দেহও তদ্রূপ; অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সেই রমণীদেহে প্রীতি হইতে পারে? বিশেষতঃ আমি যখন অযোনিসম্ভূত, তখন যোনিতে আমার কিরূপে প্রীতি হইবে? হে বিপ্রর্ষে! কেবল ইহজন্ম বলিয়াই নয়, আমি পূর্ব্বজন্মেও কখন যোনি হইতে উৎপন্ন হইতে বাঞ্ছা করি নাই। অনুপম আত্মতত্ত্ব সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে বিষ্ঠাভোগ সুখ বাঞ্ছা করিব? আত্মারাম মহাত্মসকল কখনই বিষয়ভোগসুখে

লোলুপ হন না। আমি প্রথমে যখন বিস্তারিত বেদসকল অধ্যয়ন করিলাম, তখন বুঝিলাম, উহা কেবল কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক হিংসাময় শাস্ত্র। পরে প্রকৃত জ্ঞান লাভার্থ বৃহস্পতিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও বিষম অবিদ্যাগ্রস্ত এবং মায়াময় ঘোর সংসারসাগরে নিমগ্ন; সুতরাং বুঝিলাম, তিনি আমায় কিরূপে পরিত্রাণ করিবেন? বৈদ্য যেমন নিজে রোগগ্রস্ত হইলে, অপরের রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমি যখন মুমুক্ষু, তখন ঘোর গৃহাসক্ত গুরু আমার ভবরোগের চিকিৎসা কিরূপে করিবেন? উহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অনন্তর আমি গুরুকে প্রণাম-পূর্ব্বক আপনার নিকট আসিয়াছি, অতএব আপনি এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া সংসার-সর্পভীত আমাকে রক্ষা করুন। এই মহাঘোর সংসারক্ষেত্রে জীবগণ দিবানিশি নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; সূর্যদেবের ন্যায় কখন বিশ্রামসুখ প্রাপ্ত হয় না। হে তাত! আত্মতত্ত্ব বিচার করিলেই ত বুঝা যায় যে, সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই। কীটনিচয় যেমন বিষ্ঠামধ্যে সুখানুভব করে, মূঢ়ব্যক্তিরাও, সংসারে তদ্রূপ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সংসারসিক্ত, অশ্ব, শূকর ও কুক্কুরাদির মত মোহান্ধ, তাহাদিগের অপেক্ষা মূর্খ আর কেহই নাই। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারে আবদ্ধ হয়, তবে কোন্ মানব আর মুক্তিলাভ করিবে? স্ত্রী পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্তহৃদয় ব্যক্তিও যে পণ্ডিত বলিয়া কথিত হয়, জগতে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? যে মানব ত্রিবিধ মায়াগুণে সংসারে আবদ্ধ নয়, সেই বিদ্বান, সেই মেধাবী ও সেই ব্যক্তিই যথার্থরূপে শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝিয়াছে। ৩৬–৫১

এই মায়াময় সংসারে দৃঢ়রূপে বন্ধনকর বৃথা শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি? যাহাতে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এরূপ শাস্ত্রই পাঠ করা কর্ত্তব্য। পুরুষকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিবার জন্য গ্রহণ করে বলিয়াই, গৃহের নাম গৃহ হইয়াছে। অতএব বন্ধনাগার-স্বরূপ গৃহে আবার সুখ কি? হে পিতঃ! আমি তজ্জন্যই ভীত হইয়াছি। যে-সকল বুধগণ মন্দমতি এবং যাহারা বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত, তাহারাই মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুকদেবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, পুত্র! গৃহ কখন বন্ধনাগার নহে, এবং বন্ধনের কারণও নহে। যে ব্যক্তির চিত্ত সংসারে অনাসক্ত, সে গৃহস্থ হইয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারে। সত্যবাদী পবিত্রাত্মা গৃহস্থ ন্যায়ানুসারে অর্থ

উপার্জ্জনপূর্ব্বক বেদোক্ত ক্রিয়া-কলাপ ও শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি নির্ব্বাহ করত অবশ্যই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। দেখ, কি ব্রহ্মচারী, কি যতি, কি বানপ্রস্থাশ্রমী ও কি অন্যপ্রকার নিয়মাবলম্বী, সকলেই মধ্যাহ্নের পর গৃহস্থের উপাসনা করেন। গৃহাশ্রম নিবাসী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণও মধুর বচনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নদানে তাহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন। এজন্য গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই দেখিতে পাই না এবং কখন শুনিও নাই। এই নিমিত্তই বশিষ্ঠাদি আচার্য্যগণ মহাজ্ঞানী হইয়াও গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। হে মহাভাগ! বেদোক্ত কার্য্যসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে, মানবের কিছুই অসাধ্য থাকে না। সৎকুলে জন্ম বল, স্বর্গভোগ বল, আর মোক্ষই বল, সে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই সফল হয়; আর যাবজ্জীবনই যে একাশ্রমে থাকিতে হইবে, শাস্ত্রের এরূপ নিয়ম নহে। ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—সময়ানুসারে একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবে। অতএব বৎস! তুমি অগ্নিগ্রহণ-পূর্ব্বক নিরালস্যভাবে কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হও। হে পুত্র! তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে, দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগের তৃপ্তিসাধন করত, পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক গার্হস্থ্যসুখ উপভোগ তৎপরে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করত উৎকৃষ্ট ব্রতসকলের অনুষ্ঠানান্তে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিও। হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ না করে, নিশ্চয়ই দুরন্ত চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন তাহাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। হে মহমতে! তজ্জন্যই শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, দুরন্ত ইন্দ্রিয়নিচয়ের উৎপীড়ন হইতে নিস্তারার্থ যৌবনে দারপরিগ্রহ করিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তপোনুষ্ঠানে নিরত হইবে। হে মহাভাগ! পূর্ব্বে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক অনাহারে ত্রিসহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠানে মহাতেজস্বী হইয়াও, বনমধ্যে মেনকার রূপে বিমোহিত হইয়াছিলেন। পরে সেই মেনকার গর্ভে তদীয় বীর্য্যে শকুন্তলা নামে এক কল্যাণময়ী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মদীয় পিতা মহাতপা পরাশরও ধীবরদুহিতা কালীকে সন্দর্শনপূর্ব্বক কামবাণে পীড়িত হইয়া, নৌকার উপরেই তাহাকে গ্রহণ করেন। অধিক কি বলিব, ভগবান্ ব্রহ্মাও নিজতনয়া সন্ধ্যাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হৃদয়ে সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, ভগবান্ রুদ্রদেব হুঙ্কার শব্দে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত ও নিবারিত করিয়াছিলেন; অতএব হে কল্যাণবর! তুমি আমার হিতকর বাক্য পালন করিয়া কোন সৎকুলসম্ভূতা কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক দেবমার্গের অনুগামী হও। ৫২–৭০

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

—

পঞ্চদশ অধ্যায়

শুকবৈরাগ্য

ব্যাসদেবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে শুকদেব কহিলেন, হে পিতঃ! আমি কিছুতেই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, আমি বেশ বুঝিতেছি,—উহা সমুদয় দেহিগণেরই পশুবন্ধনপাশের ন্যায় নিয়তই বন্ধন-কর এবং সর্ব্বদা দুঃখপ্রদ। হে তাত! ধনচিন্তাতুর গৃহীদিগের সুখ কোথায় দেখিয়াছেন? ধনলোলুপ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে আত্মীয়গণও পীড়ন করিয়া থাকে। যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর সেই ইন্দ্র নিস্পৃহ ভিক্ষুকের ন্যায় সুখী নন; অতএব এই সংসারে আর কে সুখী হইবে? দেখুন, কোন তপস্বীকে কঠোর তপস্যা করিতে দেখিলে, সুর-লোকের অধীশ্বর ইন্দ্রও দুঃখিত হইয়া সেই তাপসের নানা প্রকার তপোবিঘ্ন করিয়া থাকেন। আরও দেখুন, ব্রহ্মাও সংসারী হইয়া সুখী নহেন। ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বরী মনোরমা কমলাকে প্রাপ্ত হইয়াও নিরন্তর অসুরগণের সহিত সংগ্রাম করত ক্লেশ ভোগ করেন এবং তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীমান্ হইয়াও বিপুল যত্নসহকারে প্রায়ই কঠোর তাপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব এ জগতে আর কাহার চিরন্তন সুখ আছে? আমি জানি ভগবান্ শঙ্করও নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাকে প্রায়ই কঠোর তপস্যা ও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই জন্যই বলিতেছি, হে তাত! ধনবান্ সংসারীও যখন ধনলালসায় কদাপি সুখে শয়ন করিতে পারে না, তখন নির্ধন মানব সংসারী হইয়া, কিরূপে সুখ প্রাপ্ত হইবে? হে মহাভাগ! আপনি সংসারতত্ত্ব জানিয়াও এই হতভাগ্য ঔরস পুত্রকে সতত দুঃখপ্রদ মহাঘোর সংসারক্ষেত্রে নিয়োজিত করিতেছেন? হে পিতঃ! সংসারের দুঃখের কথা কি বলিব, জন্মকালে দুঃখ, বৃদ্ধাবস্থায় দুঃখ, মরণে দুঃখ, আবার পুনরায় বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভবাসেও নিদারুণ দুঃখ, কিন্তু তৃষ্ণা লোভসম্ভূত যে দুঃখ, তাহা এ সমস্ত দুঃখ অপেক্ষা আরও ভীষণ এবং প্রার্থনাকালে যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, উহা আবার মৃত্যু হইতেও গুরুতর। হায়! প্রতিগ্রহ ভিন্ন বিপ্রগণের আর ধনোপার্জ্জনের উপায় নাই; সুতরাং তাঁহারা প্রতিগ্রহ ব্যতীত বুদ্ধিবলে অন্য কোন উপায়ে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন না। এজন্য দ্বিজগণকে প্রতিদিন

পরপ্রত্যাশারূপ মরণতুল্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়! দ্বিজগণের সমুদয় বেদ ও ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়নপূর্ব্বক জ্ঞানোপার্জন করিয়াও ধনিগণের নিকটে গমন করত, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের স্তুতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাত! যদি সংসারী না হওয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র উদরের জন্য আর চিন্তা কি? মনের সন্তোষ থাকিলে পত্রফলমূলাদি দ্বারা যে কোন উপায়ে উহা পূরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ভার্য্যা, পুত্র ও পৌত্রাদি বহুল পোষ্যবর্গ হইলেই সকলের উদরপূরণার্থ মহৎ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব হে পিতঃ! সংসারে আর পরমসুখ কোথায়? এজন্য হে তাত! আমাকে পরম সুখকর যোগশাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রের বিষয় শিক্ষা দিন, কোন কর্ম্মকাণ্ডেই কখন আমার চিত্তের সন্তোষ জন্মিবে না। এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ ক্লেশপ্রদ সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মূল অবিদ্যা যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ কর্মক্ষয়ের উপায় বলুন। কামিনীগণ জলৌকার ন্যায় সতত যে পুরুষের শোণিত পান করিয়া থাকে, তাহা মূর্খেরা বুঝিতে পারে না; কারণ তাহারা রমণীগণের হাবভাবাদি দর্শনে মোহিত হইয়া পড়ে। ১–১৮

পুরুষ যাহাকে কান্তা বলিয়া বোধ করে, সেই কান্তা সম্ভোগসুখপ্রদানে বীর্য্য, এবং কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধনাদি সর্ব্বস্বই অপহরণ করে; অতএব রমণীর তুল্য তস্কর আর কে আছে! আমার বিবেচনায় মূর্খেরাই বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াই নিজ নিদ্রাসুখবিনাশার্থ দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, রমণীগণ কখন সুখের নয়, কেবল দুঃখেরই কারণ। ব্যাসদেব, শুকদেবের ঈদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কি করি ভাবিয়া, গভীর চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে অবিরল দুঃখজনিত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে আরম্ভ করিল এবং মন নিতান্ত গ্লানিযুক্ত হইল। শুকদেব পিতাকে এইরূপ দীনভাবাপন্ন ও শোকার্ত্ত দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কহিলেন,—অহো! মায়ার কি প্রবল প্রতাপ! যাহার বাক্য লোকে বেদবৎ সাদরে গ্রহণ করে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা এবং কোন বিষয়ই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে, সেই সর্ব্বতত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর ব্যাসদেবও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইলেন। যিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ সত্যবতী-সুত ব্যাসদেবকেও মোহিত করিতে সমর্থ হইলেন, জানি না, সেই মায়া কিরূপ; এবং কি প্রকার দুষ্কর যত্নে যে তাহাকে সাধনা করা

যায়, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না! হায়! যিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং যিনি বেদবিভাগকর্ত্তা, সেই বেদব্যাসও আজ মায়াপ্রভাবে মোহ প্রাপ্ত হইলেন? অপরের কথা আর কি বলিব? যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি অখিল জগৎকেই যখন মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন ত্রিভুবনে এমন কে আর আছে যে, তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ না হয়? অতএব আমি সেই অন্তর্যামিণী দেবী মায়ারই শরণাপন্ন হইলাম। অহো! মহামায়ার কি অদ্ভুত বলবীর্য্য! তিনি স্বীয় মায়া-প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরকেও বশতাপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ব্যাসদেব ভগবান্ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ তিনিও ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় মোহার্ণবে মগ্ন হইলেন। হায়! মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা। সর্ব্ববিৎ ব্যাসদেবও কিনা আজ মায়ার বশীভূত হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। অতএব নিশ্চয় জানিলাম, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণও মায়াবল অতিক্রম করিতে সক্ষম নহেন। মায়াবলে কি অদ্ভুত ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। দেখ, বস্তুত ইনিই বা কে? আর আমিই বা কে? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছি, তাহার স্থিরতা না থাকিলেও পঞ্চভূতময় নশ্বরদেহে ইনি পিতা, আমি পুত্র ইত্যাদি কেমনই বাসনা হইতেছে! দ্বিজবর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও যখন মায়াভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন নিশ্চিত বুঝিলাম, মায়ার সামর্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহামায়াবিগণও উহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকে। ১৯–৩৩

অনন্তর অরণীসম্ভূত শুকদেব মনে মনে ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণেরও উৎপাদয়িত্রী ও নিয়ন্ত্রী এবং সমুদয় কারণেরও কারণস্বরূপা সেই দেবী মহামায়াকে নমস্কার-পুরঃসর শোকার্ণব-নিমগ্ন নিতান্ত দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে এইরূপ কল্যাণকর যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন, পিতঃ! আপনি পরম ভাগ্যশালী; কারণ, আপনি মহাত্মা পরাশরের আত্মজ এবং আপনি স্বয়ংও সকলের তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টা; অতএব হে স্বামিন্! আপনি কি জন্য মূঢ়চেতা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় শোক করিতেছেন? হে মহাভাগ! আপনি মহাত্মা হইয়াও আপনার এরূপ বিষম ভ্রান্তি কেন? দেখুন সম্প্রতি আমি আপনার পুত্র হইয়াছি বটে, কিন্তু জানি না পূর্ব্বজন্মে আমিই বা আপনার কি ছিলাম, আর আপনিই বা আমার কে ছিলেন? অতএব হে মহামতে! আপনি জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন, বৃথা চিত্তকে বিষাদসাগরে ভাসাইবেন না। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মোহজাল বুঝিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। আর আপনি

পুত্রমায়ায় এরূপ কাতর হইতেছেন কেন? দেখুন, ভক্ষ্য বস্তু দ্বারাই ক্ষুধা এবং জলপানেই পিপাসানিবৃত্তি হয়, পুত্রদর্শনে ক্ষুৎপিপাসার কিছুই হয় না; এইরূপ সুগন্ধ আঘ্রাণেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ জন্মায় এবং স্ত্রীসম্ভোগসুখ বাঞ্ছিত হইলে স্ত্রী-সহবাসেই উহা পূর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু পুত্র দ্বারা কোন্ সুখের আশা আছে? অতএব আমি আপনার পুত্র থাকিয়া কি করিব? বস্তুতঃ পুত্র আত্মসুখের কারণ নহে; এই জন্যই দেখুন, পূর্ব্বে দরিদ্র দ্বিজবর অজীগর্ত্ত যজ্ঞার্থ নরপশু প্রার্থী রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে নিজ প্রয়োজনীয় মূল্য লইয়া তাঁহাকে আপনার ঔরস পুত্রও প্রদান করিয়াছিলেন। ফল কথা, এ জগতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সুখের সাধন এবং একমাত্র ধন দ্বারাই সেই সুখসাধন দ্রব্য সকল সঞ্চয় করা যায়; অতএব আপনার যদি সুখভোগ লালসা থাকে ত ধন উপার্জ্জন করুন; আমি পুত্র থাকিয়া আপনার কি করিব? হে মুনিবর! আপনি পরম সূক্ষ্মদর্শী ও মহামতি, এজন্য প্রার্থনা করি, আপনি পুত্রজ্ঞানে কৃপা করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দিন, যেন আমি গর্ভবাসভয় হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইতে পারি। হে অনঘ! দেখুন, প্রথমতঃ এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে মানবজন্মই ত দুর্লভ, তাহাতে আবার পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম যে কত দুর্লভ, তাহা বলা যায় না, অতএব আমি সেই প্রার্থনীয় জন্ম,—লাভ করিয়াও কি বৃথা নষ্ট করিব? হে পিতঃ! আমি দীর্ঘকাল জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুগণের সেবা করিলেও, “আমি যেন সংসারপাশে বদ্ধ” এইরূপ সংসারবাসনাজালে নিবিষ্ট অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তি কিছুতেই চিত্ত হইতে অপসৃত হইতেছে না। অমিতবুদ্ধিশালী পুত্র শুকদেব এইরূপ কহিলে, ব্যাসদেব তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রমে একান্ত আসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত জানিয়া কহিলেন,—পুত্র! তোমার যদি এইরূপই বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে আমি যে পরম কল্যাণপ্রদ অনতিবিস্তীর্ণ দ্বিতীয় বেদসদৃশ ভাগবত পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, তুমি তাহাই পাঠ কর। ৩৪–৪৭

উহাতেও অন্যান্য পুরাণের ন্যায় সর্গ ও প্রতিসর্গাদি পঞ্চ প্রকার পুরাণলক্ষণ সুস্পষ্ট আছে এবং উহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। ঐ ভাগবত পুরাণ শ্রবণমাত্রেই একমাত্র ব্রহ্মই যে সৎ আর সমুদয় জগৎই অসৎ, তদ্বিষয়ে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। এইজন্য ঐ ভাগবত অন্যান্য সমুদয় পুরাণের ভূষণ-স্বরূপ বলিয়া আমার বিবেচনা হয়। অতএব হে মহামতে! তুমি ঐ পুরাণ অধ্যয়ন কর। হে বৎস! পূর্ব্বে কল্পান্তকালে

বালকমূর্ত্তিধারী ভগবান্ হরি যখন প্রলয় জলে ভাসমান বটপত্রের উপর শয়ান থাকিয়া ভাবিতেছিলেন “চিন্ময় কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপ বালকমূর্ত্তিতে সৃজন করিলেন? তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কি? কোন্ দ্রব্য দ্বারাই বা আমি সৃষ্ট হইয়াছি? এবং কি প্রকারেই বা এ সকল বিষয় জানিতে পারি?” সেই সময়ে চৈতন্যরূপিণী দেবী ভগবতী উক্ত প্রকার চিন্তাপরায়ণ মহাত্মা ভগবান্ হরিকে আকাশবাণীরূপে শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা এই কথা বলিয়াছিলেন যে, “পরিদৃশ্যমান সমস্তই একমাত্র আমি, আমি ভিন্ন আর কোন পদার্থই চিরস্থায়ী সদ্বস্তু নহে।” তখন ভগবান বিষ্ণু সেই আকাশবাণীকে প্রথমে মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কে আমায় এই সত্যবাক্য বলিল? আমি কি প্রকারে সেই বক্তাকে জানিব যে, তিনি স্ত্রী কি পুরুষ, না নপুংসক? তিনি বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়াও কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, হৃদয়মধ্যে গ্রথিত ভগবতীর সেই বাক্য তদ্গতচিত্তে পুনঃ পুনঃ কেবল জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বটপত্রশায়ী হরি সেই বাক্যতত্ত্ব জানিবার জন্য নিতান্ত চিন্তাকুল হইলে সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, চারুবদনা প্রশান্তমূর্ত্তি, সত্ত্বগুণময়ী মহালক্ষ্মীরূপে স্বীয় বিভূতিস্বরূপ সমানবয়োরূপা সখীগণে পরিবৃতা, দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা ও দিব্যাম্বর-পরিধায়িনী হইয়া ভুজ চতুষ্টয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করত, মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। কমললোচন বিষ্ণু, প্রলয়সলিলোপরি নিরাধারভাবে অবস্থিতা মনোরমা তাদৃশী দেবীকে দেখিয়া, মনোমধ্যে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং দেখিলেন, সেই মহাদেবীর চতুষ্পার্শ্বে রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা, তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তিসকল মূর্ত্তিমতী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের সকলেরই হস্তে দিব্য আয়ুধ, গলদেশে মুক্তাহার ও মন্দারমালা এবং সর্ব্বাঙ্গে দিব্য আভরণসকল বিরাজমান রহিয়াছে। সর্ব্বাত্মা ভগবান্ জনার্দ্দন, সেই একার্ণব-জলমধ্যে সেই দেবী মহালক্ষ্মী ও তদীয় শক্তিসকলকে নিরীক্ষণ করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, আমি এ কি মায়া দর্শন করিতেছি? কোথা হইতে এই রমণীগণ আবির্ভূত হইল এবং আমিই কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্রশয্যায় শয়ান রহিয়াছি? এই ঘোর একার্ণবমধ্যে কিরূপে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইল? এবং আমাকেই বা কে সুন্দর শিশুমূর্ত্তি করিয়া এ স্থানে স্থাপন করিল? ইনিই কি আমার জননী হইবেন? না ইনি অঘটনঘটনপটীয়সী কোন প্রকার মায়া? ইনি এ সময়ে আমায় দর্শন দিলেন কেন? অথবা

কোন নিগূঢ় কারণ বশতই এরূপ করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে ইহাঁকে আমার কি বক্তব্য? অথবা অন্যত্র কোথাও গমন করা কর্ত্তব্য কি না? কিম্বা আমি বালভাবহেতু যেমন আছি, সেইরূপই অতন্দ্রিতভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া এই স্থানেই থাকি। ৪৮–৬৭

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫ ॥

—

ষোড়শ অধ্যায়
শুকের মিথিলা গমনের প্রার্থনা

ব্যাসদেব কহিলেন, অনন্তর দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দেব জনার্দ্দনকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, বিষ্ণো! তুমি এরূপ বিস্ময়ান্বিত হইতেছ কেন? ইহার পূর্ব্বে অনাদি কাল হইতে কত কত বার প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়াছে এবং তুমিও প্রতি সৃষ্টিপ্রারম্ভেই প্রাদুর্ভূত হইতেছ, আর আমি প্রতিবার তোমার সহিত মিলিত হইতেছি; কিন্তু অধুনা তুমি সেই মহাশক্তিপ্রভাবে আমাকে বিস্তৃত হইয়াছ। সেই পরমা মহাশক্তি সর্ব্বগুণাতীতা, কিন্তু তুমি ও আমি সগুণ। জগতে যিনি সাত্ত্বিকী-শক্তি মহালক্ষ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধা, আমাকেই সেই শক্তি জানিও। ইহার পর তোমার নাভিকমল হইতে সর্ব্বলোকস্রষ্টা রজোগুণময় প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন। তিনি তৎকালে কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সৃষ্টির উপযোগী অনুত্তম শক্তি লাভ করিয়া রজোগুণ দ্বারা জগত্রয় সৃজন করিবেন। সেই মহামতি প্রজাপতি প্রথমে সগুণ পঞ্চ মহাভূত উৎপাদনপূর্ব্বক মনের সহিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদিগকে সৃজন করিয়া, সেই সকল উপকরণ লইয়া সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিবেন। তজ্জন্যই সকলে তাঁহাকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; হে মহাভাগ! তুমি ঐ বিশ্বের পালনকর্ত্তা হইবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র-চতুষ্টয়ের উপর সৃষ্টি প্রারম্ভেই যখন ক্রুদ্ধ হইবেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রূমধ্য হইতে রুদ্রদেব প্রাদুর্ভূত হইবেন। সেই রুদ্রদেব উৎপন্ন হইয়াই, অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাকালী নামে তমোগুণময়ী সংহারশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন এবং কল্পান্তকালে তিনিই ভৌতিক জগৎ সংহার করিবেন। হে মহামতে! আমি সৃষ্ট্যাদিকারণবশতই তোমার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে তোমার সত্ত্বগুণময়ী বৈষ্ণবশক্তি বলিয়া অবধারণ কর। ১–৯

হে মধুসূদন! আমি তোমার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সততই তোমার সমীপে অবস্থান করিব। এতদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবি বরারোহে! আমি যে ইতিপূর্ব্বে সুস্পষ্টাক্ষর শ্লোকার্দ্ধ শুনিলাম, ঐ পরমকল্যাণকর রহস্য কথা কে বলিয়াছে? অয়ি

বরাননে! ঐ বিষয় অগ্রে আমাকে বল; কারণ, উহাতে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে। অধিক কি বলিব, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন নিরন্তর ধনেরই চিন্তা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমিও পুনঃপুনঃ তাহাই স্মরণ করিতেছি। চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী বিষ্ণুর তদ্বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করত পরম প্রীতিসহকারে কহিলেন, হে শৌরে! তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে চতুর্ভুজ! আমি তোমার ন্যায় সগুণ মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই তুমি আমাকে জানিতে পারিতেছ; কিন্তু সেই অখিল গুণের আধারস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বগুণাতীতা আদ্যাশক্তি জানিতে পার নাই। হে মহাভাগ! সেই সর্ব্বগুণাতীতা দেবী ভগবতীই সর্ব্বকল্যাণপ্রদ বেদসার পরম পবিত্রতাকারক ঐ শ্লোকার্দ্ধ বলিয়াছেন জানিও। হে শত্রুনিষুদন! আমি বিবেচনা করি সেই পরমাশক্তির তোমার প্রতি মহতী কৃপা আছে বলিয়াই, তিনি তোমার হিতার্থে পরম গুহ্য বিষয় তোমাকে বলিয়াছেন। হে সুব্রত! সেই মহাবিদ্যা প্রকাশিত ঐ বাক্য সমুদয় শাস্ত্রের সারস্বরূপ জানিবে; অতএব উহা চিত্তে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, কদাচ বিস্মৃত হইও না। ত্রিভুবনমধ্যে উহা ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই নাই। তুমি সেই দেবীর পরম প্রিয়পাত্র বলিয়াই, তোমাকে ঐ কথা বলিয়াছেন। ১০–১৮

ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণু, দেবী মহালক্ষ্মীর এই কথা শুনিয়া উক্ত শ্লোকার্দ্ধকে অত্যুত্তম জপ্য মূলমন্ত্র বিবেচনা করিয়া নিরন্তর হৃদয়মধ্যে ধারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকালের পর বিষ্ণুর নাভিপদ্মসম্ভূত ব্রহ্মা মধুকৈটভনামক দৈত্যদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হওয়ায়, তিনি মধু ও কৈটভকে সংহারপূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে সেই শ্লোকার্দ্ধ জপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কমলযোনি দেব প্রজাপতি, কমলাপতি বাসুদেবকে সেই শ্লোকার্দ্ধ জপ করিতে দেখিয়া পরম-প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবেশ! আপনি কি জপ করিতেছেন? হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনা অপেক্ষা কি কেহ অধিক সামর্থ্যশালী আছেন? হে জগদীশ্বর! কাহাকে স্মরণ করিয়া প্রীত হইতেছেন? ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ হরি বলিলেন, হে মহাভাগ! তোমাতে ও আমাতে যে কার্য্যকারণ-স্বরূপা কল্যাণময়ী ভগবতী আদ্যাশক্তি বিরাজ করিতেছেন, তুমি স্বয়ংই একবার তদ্বিষয় বিচার করিয়া দেখ না কেন, সমস্তই বুঝিতে পারিবে। অখিল জগৎ অগাধ মহার্ণবসদৃশ যে সাকার আধার-শক্তিতে অবস্থিত, সেই কূটস্থ ব্রহ্মরূপিণী অমেয়া সনাতনী

মহাশক্তিই আমার উপাস্য দেবতা। যিনি চরাচর অখিল বিশ্ব-মণ্ডল বারংবার সৃজন করিতেছেন, সেই বরদায়িনী ভগবতীই প্রসন্ন হইলে মানবগণ সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে এবং মুক্তির হেতুভূতা সেই সনাতনী পরমা বিদ্যাই আবার মূঢ় জীবগণের সংসার-বন্ধনের কারণ হন। জগতে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি তাঁহাদিগের ঈশ্বরী! হে ব্রহ্মন্! তুমি আমি প্রভৃতি সমুদয় বিষয়বস্তুই একমাত্র তাঁহারই যে চিৎশক্তি হইতে সম্ভূত, এ বিষয়ে কদাপি সন্দেহ করিও না। তিনি যে শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমাকে ভাগবতবীজ উপদেশ করিয়াছেন, দ্বাপর যুগের আদিতে উহা বিস্তার প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজে অবস্থিতিকালে বিষ্ণুর নিকট হইতেই ঐ ভাগবত বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে অমিতবুদ্ধিশালী নিজ পুত্র নারদকে উহা প্রদান করেন। তৎপরে মুনিবর নারদ আমাকে প্রদান করায়, আমি উহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিস্তৃত করিয়া পূর্ণ করিয়াছি, অতএব হে মহাভাগ! তুমি এক্ষণে পঞ্চলক্ষণসমন্বিত বেদতুল্য ঐ ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন কর। উহাতে দেবী ভগবতীর অদ্ভুত চরিত্র কথা, বেদসকলের নিগূঢ়ার্থ ও তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, উহা সমুদয় পুরাণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের তুল্য পবিত্র, উহা ব্রহ্মবিদ্যার আধারস্বরূপ; এই জন্যই উহা পাঠ করিলে, মানবগণ সংসারার্ণব হইতে অনায়াসে নিস্তারপ্রাপ্ত হয় এবং মূঢ়জনগণের চিত্তরঞ্জন জন্য উহাতে বৃত্রাসুরের সংহার বিবরণ ও অন্যান্য নানাপ্রকার আখ্যান বিন্যস্ত হইয়াছে। অতএব হে মহাভাগ! তুমি ঐ পবিত্রতাকারী ভাগবতপুরাণ শ্রবণপূর্ব্বক অন্তরে দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া রাখ। হে পুরুষর্ষভ! তুমি বুদ্ধিশালীদিগের অগ্রগণ্য, এজন্য ঐ পুরাণপাঠের যোগ্য পাত্র। উহাতে যে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে, তাহা তুমি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখ; কারণ, সর্ব্ব প্রশংসনীয়, সর্ব্বকল্যাণকর, পুত্রপৌত্র বিবর্দ্ধক এবং দীর্ঘায়ু ও সুখশান্তিপ্রদ ঐ পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মানবগণের হৃদয়াকাশে জ্ঞানসূর্য্য সমুদিত হইয়া, সমুদয় অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত করিয়া থাকে। মদীয় শিষ্য ধর্ম্মাত্মা এই লোমহর্ষণ-নন্দন সূতও তোমার সহিত এই সব কল্যাণদায়িনী ভাগবত পুরাণসংহিতা পাঠ করিতে থাকিবে। ১৯–৩৮

সূত কহিলেন—মদীয় গুরুদেব কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পুত্র শুকদেবকে এইরূপ বলিয়া, আমাদিগের উভয়কেই এই পুরাণ অধ্যয়ন করাইলেন এবং উহা অতিবিস্তৃত হইলেও আমি আদ্যোপান্ত সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। শুকদেব পুরাণখানি অধ্যয়ন করিয়া

ব্যাসদেবের আশ্রমেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার মানস পুত্র সনৎকুমারাদির ন্যায় স্বভাবতঃ সংসারবিরক্ত ছিলেন বলিয়া, ঐ পুরাণোক্ত সংসারোপযোগী কর্ত্তব্যকর্ম্মকাণ্ডের বিষয় অনুশীলন করত কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যাকুলান্তঃকরণে কেবল নির্জ্জনেই থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিলেই শূন্য-হৃদয় বলিয়া বোধ হইত। তিনি ভোজনেও অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন না এবং উপবাসও করিতেন না। একদা ব্যাসদেব, পুত্র শুককে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন—পুত্র! তুমি নিরন্তর কোন্ বিষয় চিন্তা কর? কেনই বা এত ব্যাকুলহৃদয় হইতেছ? ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় সততই তুমি চিন্তাকুল হইয়া অবস্থান করিতেছ। হে বৎস! আমি পিতা বিদ্যমান থাকিতে তোমার কিসের চিন্তা? তুমি অন্তর্গতশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখ উপভোগ কর। অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া, শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা কর এবং বিজ্ঞানলাভে সচেষ্ট হও। হে সুব্রত! যদি আমার বাক্যে তোমার চিত্তের শান্তি না হয়, তাহা হইলে বৎস! তুমি জনকরাজ পালিতা মিথিলা নগরীতে গমন কর। হে মহাভাগ! সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যসাগর বিদেহভূপতি জনক তোমার মোহজাল ছিন্ন করিয়া দিবেন। হে পুত্র! তুমি সেই নৃপতির নিকট গমন-পূর্ব্বক যথার্থরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া মনের সন্দেহ দূর কর। সেই পবিত্রাত্মা সত্যবাদী অতি শান্তিপূর্ণ হৃদয় সতত যোগপ্রিয় রাজর্ষি জনক, পরম যোগী, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত। অরণীগর্ভ-সম্ভূত মহাতেজা শুকদেব অমিততেজা ব্যাসদেবের সেই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! ভবদীয় বাক্য কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না; কিন্তু রাজা জনক সানন্দে রাজ্যশাসন করিতেছেন, অথচ তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহ—আপনার এই অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয় শ্রবণ করিয়া আমার মনে এক্ষণে ঐ দুইটী উপাধি কেবল দম্ভ-প্রতিপাদক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। পিতঃ! আমার এই বিষম সন্দেহ জন্মিতেছে যে রাজর্ষি জনক বিদেহ (দেহবিহীন) হইয়া কিরূপে রাজ্য করিতেছেন। ভবদুক্ত রাজা জনককে আমার বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় অলীক নামমাত্র বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। হে তাত! আমি সেই নৃপবর বিদেহ জনককে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; কারণ, তাঁহার প্রতি আমার এই মহাসন্দেহ হইতেছে যে, তিনি সলিলমধ্যে পদ্ম-পত্রের ন্যায় কিরূপে নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থিত আছেন? হে বাগ্মিপ্রবর! জনকের জীবন্মুক্তি কি বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের অন্তর্গত দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের নির্ব্বাচিত মুক্তিস্বরূপ? হে মহামতে! কি করিয়া রাজর্ষি জনক সংসারী হইয়াও ইন্দ্রিয়-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন? তাহাও

বুঝিতে পারিতেছি না। ফলে তৎকর্তৃক উপভুক্ত বিষয় কিরূপে অনুপভুক্ত এবং অনুষ্ঠিত বিষয় কি প্রকারে অননুষ্ঠিতের মধ্যে গণ্য হইবে? মাতা, পুত্র, ভার্য্যা, ভগিনী ও কুলটা প্রভৃতি নানা ব্যক্তির প্রতি ভেদাভেদ হইয়া, তাহার প্রতি সেইরূপ বুদ্ধি কিরূপে অস্তমিত হইবার সম্ভব? আর যদি তাহাই না হয়, তবে জীবন্মুক্ততাই বা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? যদি তাঁহার রসনায় কটু ক্ষার তীক্ষ্ণ কষায় ও মিষ্টতা জ্ঞানই রহিল, তাহা হইলেই তিনি অত্যুত্তম ভোগ সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। হে তাত! আমার ইহা অদ্ভুত সন্দেহের বিষয় যে তাহার যদি শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি জ্ঞান থাকে, তবে তাঁহার জীবন্মুক্ততা কিরূপ? সেই নৃপতি ব্যবহারকার্য্যে চূড়ান্ত রাজ্য ব্যবহারে আবদ্ধ থাকিয়াও এ শত্রু, এ মিত্র, ইহা অপ্রীতিকর ও ইহা প্রীতিকর, এইরূপ ভেদজ্ঞান না করিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন। তস্কর ও তাপসকে তিনি কিরূপে সমান মনে করিবেন? আর যদি তাঁহার ভেদবুদ্ধিই থাকে, তবে তাঁহার আবার মুক্ততা কিরূপ? ফল কথা, হে তাত! আমি কখন এরূপ ব্যক্তি দেখি নাই, যিনি জীবন্মুক্ত অথচ প্রজাপালনে তৎপর ভূপতি; আমার এই জন্যই মহাসন্দেহ হইতেছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, জনকরাজ গৃহে থাকিয়াও কিরূপে মুক্ত হইলেন? যাহাই হউক, ভূপতি জনককে তাদৃশ জীবন্মুক্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে; সুতরাং সন্দেহভঞ্জনার্থ মিথিলায় গমন করিতে বাসনা করি। ৩৯–৬১

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

—

সপ্তদশ অধ্যায়
শুকদেবের জিতেন্দ্রিয়াদি প্রকাশ

সূত কহিলেন,—মহামনা শুক, মিথিলা গমনাভিলাষে পিতাকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনার বাক্য আমার অবশ্যই শিরোধার্য্য; এক্ষণে আপনার কথানুসারে জনকপালিত বিদেহদেশ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। হে তাত! আমার এই বিষম সন্দেহ হইতেছে যে, রাজা জনক দণ্ডবিধান ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করিতেছেন; আর যদি তাঁহার রাজ্যে দণ্ডবিধি না থাকে, তবে কোন লোকই ধর্ম্মপথে থাকিবে না। ধর্ম্মরক্ষার্থই মনু প্রভৃতি মনীষিগণ যখন দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন দণ্ড ভিন্ন কি প্রকারে ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে? হে মহাভাগ! আপনি জনকের বিষয় যাহা বলিলেন, তৎসমুদয় "আমার মাতা বন্ধ্যা" ইত্যাদিবৎ অসত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব হে পরন্তপ! অনুমতি করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করি। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব, সেই নিঃস্পৃহ পরম জ্ঞানী পুত্র শুককে মিথিলাগমনে নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া, দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহামতে পুত্র শুক! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি দীর্ঘায়ু হও। বৎস! তুমি আমায় সত্য বলিয়া যথেচ্ছ গমন কর। পুত্র! তুমি মিথিলায় গিয়া পুনরায় আবার আমার এই আশ্রমে আসিবে, কদাচ অন্য কুত্রাপি গমন করিও না। পুত্র! আমি তোমার মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া সুখে জীবন ধারণ করিতেছি, তোমায় না দেখিতে পাইলে, অতিশয় দুঃখ পাইব; অধিক কি, তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। এই জন্যই বলিতেছি, তুমি জনকরাজকে দর্শনপূর্ব্বক মনের সন্দেহ দূর করিয়া পুনরায় এখানে আগমন করিবে এবং বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া সুখে অবস্থান করিবে। ব্যাসদেব এইরূপ কহিলে, শুকদেব পরম পূজনীয় পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, ধনুর্ম্মুক্ত শরের ন্যায় দ্রুতগতি চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে বিবিধ দেশ, নানা প্রকার ধনোপার্জ্জনকারী লোকসকল, নানা প্রকার বন, নানা প্রকার তরুরাজি, কোথাও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রনিচয়, কোথাও তপোনিরত তাপসবৃন্দ, কোথাও দীক্ষিত যাজ্ঞিকগণ, কোথাও বা যোগাভ্যাস-নিবৃত যোগিপুরুষ, কোথাও বা বানপ্রস্থাশ্রমী

বনবাসী মহাত্মগণ এবং স্থানে স্থানে শৈব, শাক্ত, পাশুপত, সৌর ও বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাধর্ম্মাবলম্বী নানাবিধ লোক দর্শন করত অতীব বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। মহামতি শুকদেব এইরূপে গমন করিতে করিতে দুই বৎসরে মেরু ও এক বৎসরে হিমাচল পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই ধনধান্যাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ অত্যুত্তম মিথিলায় প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে দেখিলেন, সকলেই সদাচারসম্পন্ন ও পরম সুখী। অনন্তর শুকদেব অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে দ্বারপাল আসিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিল, আপনি কে? এবং কিজন্য এখানে সমাগত হইয়াছেন? দ্বারপাল এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছু না বলিয়া নগরদ্বার হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত চিত্তে মনে মনে হাস্য করত কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রতীহারী কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কিজন্য মৌনী হইয়া রহিলেন? এবং কিজন্যই বা এস্থানে আসিয়াছেন, বলুন। আমি স্থির জানি, কোন কার্য্য না থাকিলে, কেহ কুত্রাপি গমন করে না। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নগরমধ্যে প্রবেশ করা রাজার নিষেধ; সেজন্য হে দ্বিজবর! সকলকেই রাজার অনুমতি লইয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। আপনাকে পরম তেজস্বী ও বেদবিত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব হে মানদ! আমার নিকট নিজ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছ গমন করুন। ১–২১

দ্বারপালের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেব কহিলেন, আমি বিদেহনগর দর্শনার্থই আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, এস্থানে মাদৃশ ব্যক্তির প্রবেশ দুর্লভ; সুতরাং হে দ্বাররক্ষক! আমি যে উদ্দেশ্যে, আসিয়াছি, তাহা তোমার কথাতেই প্রাপ্ত হইলাম। আমি দুর্ব্বদ্ধি বলিয়াই আমার এইরূপ মোহ হইয়াছিল, আমি সেই মোহবশতই নৃপতিকে দর্শনার্থ বহুদেশ পর্যটন করত গিরিদ্বয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, হে মহাভাগ! অন্যের আর দোষ কি দিব, স্বয়ং পিতাই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন; অথবা আমার পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মই আমাকে ভূতলে এইরূপে ঘুরাইতেছে। হায়! সংসারে একমাত্র ধনাশাই পুরুষের পরিভ্রমণের কারণ; কিন্তু আমার তাহা না থাকিলেও ভ্রমবশত এতাবদ্দুর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। জানিলাম আশাশূন্য মানব যদি মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তবেই তাহার নিত্যসুখ ঘটিয়া থাকে, নতুবা নহে। হে মহাভাগ! আমার কোন বিষয় আশা না থাকিলেও, আমি

মোহসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হায়! মেরুই বা কোথায়; আর মিথিলা নগরীই বা কোথায়? আমি পদব্রজেই এতদূর আসিয়াছি; কিন্তু আমার পরিভ্রমণের ফল কি এই হইল? অতএব নিশ্চিত বুঝিলাম, বিধাতাই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। শুভই হউক, আর অশুভই হউক, প্রারব্ধ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। জীবগণের সমস্ত উদ্যমই নিয়ত প্রারব্ধের বশীভূত; ইচ্ছা বা কারণ না থাকিলেও প্রারব্ধ সকলকেই নানাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে। এস্থানে মূর্ত্তিমান্ বেদ বা তীর্থ কিছুই নাই, যাহার জন্য আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আসিলাম, কেবল এখানে যে বিদেহনামক একমাত্র ভূপতি আছেন, তাহাকেও দেখিবার সম্ভব নাই; কারণ, তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। শুকদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন এবং মৌনব্রতাবলম্বীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দ্বারপাল তাঁহাকে পরম জ্ঞানী দ্বিজবর জানিয়া, মধুর প্রিয়বাক্যে কহিল, হে দ্বিজবর! আপনার যেখানে কার্য্য, তথায় যথেচ্ছ গমন করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে অভ্যন্তরগমনে নিবারণ করায় আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করিবেন। আপনার ন্যায় মুক্তপুরুষদিগের ক্ষমাই পরম বল। তৎশ্রবণে শুকদেব কহিলেন, হে দ্বারপাল! তোমায় দোষ কি? তুমিও পরাধীন, সেবকেরও সর্ব্বদা যথোচিত প্রভূকার্য্য করাই কর্ত্তব্য এবং তুমি যে আমাকে গমন করিতে দাও নাই, ইহাতে রাজারও কোন দোষ দেখি না; কারণ, নবাগত ব্যক্তি চোর বা শত্রু, তাহা সর্ব্বথা বুধগণের জানা উচিত। এজন্য আমি যখন অপরিজ্ঞাত হইয়া সহসা আসিয়াছি, তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ। সকলেই ত জানেন যে, পরগৃহে গমন লঘুতার কারণ। তখন প্রতীহারী কহিল, হে দ্বিজবর! সুখ কি আর দুঃখই বা কি? আপনার কল্যাণাভিলাষী ব্যক্তির কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য? এবং শত্রুই বা কে? আর হিতকারীই বা কে? আপনি এক্ষণে আমাকে এই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিন। তৎশ্রবণে শুকদেব কহিলেন, সর্ব্বত্র মানবনিচয়ের অন্তর্গত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, মানবগণ রাগী ও বিরাগী এই দ্বিবিধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঐ দ্বিবিধ মানবের চিত্তও দ্বিবিধ। উক্ত রাগী পুরুষ, মূর্খ ও চতুর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এবং বিরাগী পুরুষ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ও মধ্যম এই ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত চতুর রাগী পুরুষের চাতুর্য্যও শাস্ত্রজ ও বুদ্ধিজ, এই দুই প্রকার; এবং বুদ্ধিও যুক্তা ও অযুক্তা ভেদে দ্বিবিধ। ২২–৩৯

শুকদেবের এবম্বিধ রচনাবলী শ্রবণে প্রতীহারী কহিল, হে বিদ্বন্! আপনি যে সকল কথা কহিলেন, আমি উহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; অতএব হে দ্বিজসত্তম! তৎসমুদয় বিস্তার করিয়া যথার্থরূপে আমায় বলুন। শুকদেব বলিলেন, যাহার সংসারে অনুরাগ থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই রাগী বলিয়াছেন। উক্ত রাগী পুরুষের পুনঃপুনঃ বিবিধ সুখ ও দুঃখ ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান ও অভ্যুদয়াদি যে কিছু পাইলেই রাগী পুরুষের সুখ, আর তাহা না পাইলেই ক্ষণে ক্ষণে মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে উপায়ে ঐহিক সুখলাভ হয়, সেই সুখসাধন উপায়ই রাগী পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার সুখবিঘ্নকারী, তাহাকেই শত্রু ও যে সুখদাতা তাহাকেই মিত্র বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে চতুর রাগী পুরুষ কিছুতেই মুগ্ধ হয় না; মূর্খ রাগী পুরুষই সর্ব্বত্র বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর, আত্মতত্ত্বানুরক্ত সংসার বিরাগী পুরুষের নির্জ্জন স্থানে অবস্থান, আত্মতত্ত্বের চিন্তা ও বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনই সুখ এবং সংসারসম্বন্ধে কথোপকথনাদি সমস্তই তাঁহার দুঃখ জানিবে। কোন আত্মকল্যাণাভিলাষী বিজ্ঞ সংসার-বিরাগীর কাম, ক্রোধ ও প্রমাদাদি বহুল শত্রু এবং ত্রিভুবনমধ্যে এক মাত্র সন্তোষই তাঁহার মিত্র জানিবে; আর কেহই প্রকৃত মিত্র নাই। দ্বারপাল, শুকদেবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে পরম জ্ঞানী পুরুষ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অতি মনোহর কক্ষামধ্যে প্রবেশ করাইল। তখন শুকদেব দেখিলেন, ঐ নগর উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ লোকে পরিব্যাপ্ত ও বিপণিসকল বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং নিরন্তর তথায় নানাপ্রকার বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে; ধন-জন পূর্ণ মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ঐ নগরের প্রায় সমুদয় স্থানই রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ এবং লোভ মোহাদিতে দূষিত, ও কোন স্থান পরস্পর বিবদমান দুঃখশীল জনগণে সমাকীর্ণ। দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় মহাতেজস্বী শুকদেব তত্রত্য ত্রিবিধ জনগণকে অবলোকন করিতে করিতে যেমন রাজভবনের নিকটস্থ হইলেন, অমনি তথাকার দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই দ্বারদেশেই কাষ্ঠবৎ অবস্থিতি করত, মোক্ষ-বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে ছায়া ও আতপে সমজ্ঞানসম্পন্ন মহাতপাঃ শুকদেব ধ্যানস্থ হইয়া একপ্রান্তে স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর মুহূর্তমধ্যে রাজার এক অমাত্য আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষায় লইয়া গেলেন এবং তথায় পুষ্পিত-দিব্য-পাদপশ্রেণী-সুশোভিত সুরম্য দিব্য উপবন দর্শন করাইয়া, যথাবিধি আতিথ্য করত একটি সুরম্য হর্ম্মোপরি লইয়া গেলেন। পরে সেই মন্ত্রিবর, রাজসেবা-পরায়ণ, গীত-বাদিত্র-কুশল,

কামশাস্ত্র-বিশারদ বারাঙ্গনাদিগকে শুকদেবের সেবার্থ আদেশ করিয়া, সেই রাজভবন হইতে নির্গত হইলেন; কিন্তু ব্যাস-নন্দন শুকদেব সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর সেই সকল বারবনিতারা দেশ কালের উপযুক্ত বিবিধ খাদ্য বস্তু দ্বারা শুকদেবের সন্তোষ-সাধন করত, পরমভক্তি সহকারে তাঁহার যথাবিধি পূজা করিল। পরে অন্তঃপুরবাসিনী সেই সকল অঙ্গনাগণ শুকদেবের সৌন্দর্য-দর্শনে কামমোহিত হইয়া, তাঁহাকে সুরম্য অন্তঃপুরোদ্যান দর্শন করাইতে লাগিল। শুকদেব একে যুবা ও রূপবান, তাহাতে আবার পরম কমনীয়-কান্তি মনোরমমূর্ত্তি ও মৃদুভাষী, সুতরাং তাঁহাকে দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দেখিয়া তাহারা সকলেই কামশরে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। অনন্তর মুনিবর শুকদেবকে পরম জিতেন্দ্রিয় বিবেচনা করিয়া সকলেই তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলে, অরণিসম্ভূত শুদ্ধাত্মা শুকদেবও তাহাদিগকে মাতার ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। আত্মারাম জিতক্রোধ শুকদেব কিছুতেই হৃষ্ট বা পরিতপ্ত হইবার নহেন, এজন্য তিনি সেই কামিনীদিগের কামবিকার দেখিয়াও স্বস্থচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বারাঙ্গনাগণ, শুকদেবের শয়নার্থ অত্যুত্তম আস্তরণে আচ্ছাদিত নানা প্রকার-উপাধানাদি-সুসজ্জিত অতি-পরিষ্কৃত রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, তিনি অতন্দ্রিতভাবে পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করত সায়ং-সন্ধ্যা সমাপনান্তে ধ্যানস্থ হইলেন। শুকদেব এক প্রহরকাল ব্রহ্মধ্যান করিয়া শয়ন করিলেন এবং প্রহরদ্বয় নিদ্রা গিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাত্রির শেষ প্রহরে পুনরায় ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যসকল সমাপনপূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন। ৪০–৬৬

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

—

অষ্টাদশ অধ্যায়
শুক ও জনকের তত্ত্ব বিচার

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! রাজা জনক, গুরুপুত্র শুকদেবের আগমন-বৃত্তান্ত-শ্রবণে পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পবিত্রভাবে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা শুকদেবের সম্যক অর্চ্চনাপূর্ব্বক অত্যুত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধি পয়স্বিনী গো নিবেদন-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শুকদেবও রাজপ্রদত্ত যথাবিধি পূজা-প্রতিগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় কুশলবার্ত্তা নিবেদনান্তে রাজাকে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, আসনোপরি সুখে উপবিষ্ট হইলে, নৃপতি জনক প্রশান্তহৃদয় ব্যাসনন্দন শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ মুনিসত্তম! আপনি সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছেন বলুন। শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! মদীয় পিতা ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছেন, "বৎস! দারপরিগ্রহ কর; কারণ গৃহস্থাশ্রম সমুদয় আশ্রমের মধ্যে উত্তম"; কিন্তু আমি উহা সংসারবন্ধনের হেতুভূত বিবেচনা করিয়া, তিনি পরমগুরু হইলেও তাঁহার বাক্য স্বীকার করি নাই। পরে পুনরায় তিনি বলিলেন, "সংসার করিলেই যে বন্ধন হয় তাহা নয়"; কিন্তু আমি তাহাতেও সম্মত হই নাই। অনন্তর সেই মুনিবর আমাকে এই বিষয়ে সন্ধিগ্ধচিত্ত বোধ করিয়া, এই হিতকর বাক্য বলিলেন—"পুত্র! শোক করিও না, সন্দেহভঞ্জনার্থে মিথিলায় গমন কর। তথায় আমাদিগের শিষ্য রাজা জনক নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তিনি জীবন্মুক্ত ও দেহোপাধিশূন্য বলিয়া সর্ব্বলোকবিদিত। সেই রাজর্ষি জনক রাজ্য করিয়াও যখন মায়াপাশে আবদ্ধ নন, তখন হে পুত্র! তুমি বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও কিজন্য সংসার-বন্ধনে ভীত হইতেছ? অতএব হে মহাভাগ! তুমি আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দার পরিগ্রহ কর; আর যদি একান্তই সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে সেই নৃপবরের সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া মনের ভ্রান্তি দূর কর। তিনি অবশ্যই কিজন্য তোমার এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা বলিয়া দিবেন। কিন্তু হে পুত্র! তুমি তাহার সেই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে"। মহারাজ! তিনি

এইরূপ বলিলে আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজেন্দ্র! আমি মোক্ষ ব্যতীত অপর কিছুরই অভিলাষী নহি; অতএব হে অনঘ! মোক্ষ-সাধনার্থ আমার কি কর্ত্তব্য, তাহাই বলুন। হে রাজেন্দ্র! তপোনুষ্ঠান, তীর্থসেবন, ব্রতাবলম্বন, যাগাদির অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন বা জ্ঞানার্জ্জন, যাহা মোক্ষের কারণ, তাহাই আমায় উপদেশ করুন। তৎশ্রবণে জনক কহিলেন, গুরুপুত্র! মোক্ষমার্গাণুসারী বিপ্রগণের যাহা কর্ত্তব্য, বলিতেছি শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া বেদাভ্যাসের নিমিত্ত অগ্রে গুরুগৃহে বাস করিবেন, পরে বেদ ও বেদান্তাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক যথাবিধি গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন করত সস্ত্রীক হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবেন এবং সতত সন্তুষ্টচিত্ত, নিঃস্পৃহ, নিষ্পাপ ও সত্যবাদী হইয়া পবিত্রহৃদয়ে ন্যায়ানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করত অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুত্র-পৌত্রলাভান্তে পুত্রের নিকট ভার্য্যাকে রাখিয়া, বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। অতঃপর সেই ধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণ তপশ্চরণ দ্বারা ছয় রিপুকে পরাজয়পূর্ব্বক শ্রান্তিবোধ ও নির্ম্মল বৈরাগ্যোদয় হইলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া চতুর্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। কারণ, প্রথমে সংসার করিয়া সংসারবিরক্ত পুরুষেরই সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে; ইহার অন্যথা হইলে কখনই সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী হইতে পারে না। বেদের এই পরম হিতকর বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নয় বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। শুক! বেদে অষ্টচত্বারিংশৎপ্রকার সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে, মহাত্মা বিদ্বদ্‌গণ গৃহস্থের পক্ষে চত্বারিংশৎ-প্রকার আর মোক্ষাভিলাষীর পক্ষে শম দমাদি অষ্টপ্রকার বলিয়াছেন এবং চিরদিন হইতে এইরূপ শিষ্টানুশাসন শুনা যায় যে, ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য সমাপনান্তে পর পর আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। ১–২২

শুকদেব কহিলেন, অন্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানজনিত নির্ম্মল বৈরাগ্য উদিত হইলেও কি গৃহস্থাদি আশ্রমে বাস করিতে হইবে, না সর্ব্বত্যাগ করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতে পারিবে? জনক কহিলেন, হে গুরুজনসম্মানপ্রদ! বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়নিচয় যোগের অপক্কাবস্থায় বশীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে; কারণ, প্রায়ই দেখা যায়, অনেকানেক অপক্ক যোগীর ইন্দ্রিয়নিচয় কোন না কোন কারণে নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখুন দেখি, ঐরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও যিনি

একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যতি হইয়া কি প্রকারে পতিত্য জানিয়া ভোজনেচ্ছা, শয্যাশয়নেচ্ছা, আত্মজদর্শনেচ্ছা বা অন্যপ্রকার সুখভোগেচ্ছা করিবেন? তিনি তখন বিষম সঙ্কটাপন্ন। মানবগণের বাসনাজাল অতি দুর্জ্জয়, উহা কিছুতেই, একেবারে শান্তি পাইবার নহে; তজ্জন্য উক্ত বাসনাজাল ছিন্ন করিবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে উহা পরিত্যাগ করা উচিত। দেখুন, যে ব্যক্তি উচ্চস্থানে শয়ন করে, সেই পতিত হয়, কিন্তু নিম্নতলশায়ীর কখনই পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। ঐরূপ একবার উচ্চতম সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ভ্রষ্ট হইলে আর সে প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হয় না। পিপীলিকা যেমন তরুর মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অনায়াসে শাখাপ্রান্তে অধিরোহণপূর্ব্বক অভীষ্ট ফল উপভোগ করে, তদ্রূপ মানবগণও যদি ক্রমে উচ্চতম আশ্রমে গমন করে, তাহা হইলে অনায়াসেই অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়। বিহঙ্গমগণ বিঘ্নশঙ্কা না করিয়াই সত্বরভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে যায় বলিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং সে আর গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে না; কিন্তু পিপীলিকা কেমন বিশ্রামপূর্ব্বক সুখে অভীষ্টস্থানে যায়। দেখ, মন অতি দুর্দ্দান্ত, এজন্য অপক্কমতি মানবগণ সহসা উহাকে জয় করিতে পারে না বলিয়াই, যথাক্রমে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করত ক্রমশঃ উহাকে জয় করিতে হয়। আরও দেখুন; যদি কেহ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও শান্তপ্রকৃতি সদ্‌বুদ্ধি হইয়া লাভালাভকে সমজ্ঞান করত আনন্দের সময়েও দুঃখিত না হয় এবং চিন্তার বিষয় পরিহারপূর্ব্বক বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই গৃহী ব্যক্তিও যে আত্মসাক্ষাৎকারলাভে নির্ম্মল সন্তোষ লাভ করত মোক্ষপদ লাভ করে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ২৩–৩২

হে অনঘ! এই দেখুন, আমি রাজ্যপালনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্মুক্ত; কোন প্রকার সুখ দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও, আমার কিছুমাত্র সুখ বা দুঃখ হয় না। আমি সততই স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ, যথেচ্ছ বিবিধ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ এবং ইচ্ছামত নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও পরিণামে আমি যেমন বিদেহ মুক্তি লাভ করিব, আপনিও তদ্রূপ কর্ত্তব্য কার্য্যের আচরণ করত মুক্ত হইবেন। হে গুরুপুত্র! বেদান্তাদি-শাস্ত্রে ভ্রান্তিমূলক জড় জগৎই যখন দৃশ্য বলিয়া কথিত আছে, তখন সেই জড়ময় দৃশ্য বস্তু দ্বারা বস্তুতঃ অদৃশ্য চিন্ময় আত্মা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারেন? হে ব্রহ্মন্! ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দৃশ্য হইলেও উহাদের গুণসকল যেমন অনুমানসিদ্ধ, আত্মাও সেইরূপ অনুমেয় ভিন্ন কদাচ প্রত্যক্ষ নহে,

সুতরাং সেই অনুমানসিদ্ধ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আত্মা প্রত্যক্ষ সবিকার দৃশ্য বস্তু দ্বারা কখনই বন্ধন প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে দ্বিজ! সমল চিত্তই অখিল সুখ-দুঃখের কারণ, সুতরাং চিত্ত নির্ম্মল হইলেই সমুদয় বস্তু সেই সেই নির্ম্মল ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ ও স্নান করিলেও যাবৎ না চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাবৎ সমস্ত কার্য্যই নিরর্থক জানিবেন। হে পরন্তপ! মানবগণের মন ব্যতীত কি দেহ কি জীবাত্মা ও কি ইন্দ্রিয়নিচয়, কিছুই বন্ধন বা মুক্তির কারণ নহে। আত্মা সততই শুদ্ধচৈতন্যময় ও নিত্যমুক্ত, এজন্য প্রকৃতরূপে তিনি কখন বদ্ধ হইবার নহেন; বন্ধ ও মোক্ষ কেবল মনেই অবস্থিতি করে; সুতরাং মন শান্তি পাইলেই সংসারবন্ধনও প্রশমিত হইয়া থাকে। এ শত্রু, এ মিত্র, এ উদাসীন ইত্যাদি সমস্ত ভেদবুদ্ধি দ্বৈত-জ্ঞানবশত মনেই অবস্থিত, এজন্য অখিল জগতই এক আত্মময় জ্ঞান হইলে, ঐ ভেদবুদ্ধি আর কি সম্ভবিতে পারে? দ্বৈতবোধ জন্য একান্ত জ্ঞানের অভাবেই সংসারে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে নতুবা আমি যে সততই সেই ব্রহ্মময়, জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু, তাহাতে আর কিছুমাত্র বিচার করিবার নাই। হে মহাভাগ! উক্ত প্রকার ভেদজ্ঞানই অবিদ্যা, আর যাহাতে উহার বিনাশ হয়, তাদৃশ জ্ঞানই বিদ্যা নামে অভিহিত। বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদাই এ বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় মনে রাখা উচিত। যেমন আতপক্লেশ না ভোগ করিলে, ছায়াসুখ অনুভূত হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা বোধ না থাকিলে কিরূপে বিদ্যাকে জানিতে পারিবে? সত্ত্বাদি গুণ যেমন গুণসমষ্টিময় দ্রব্যে এবং আকাশাদি ভূতসকল ভৌতিক পদার্থে স্বতঃই সন্নিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়নিচয়ও যদি স্ব-স্ব-রূপাদি বিষয়ে স্বভাবতই সন্নিহিত হয়, তাহাতে নির্লিপ্ত আত্মার আর দোষ কি? কিন্তু লোক-শিক্ষার্থ মহাত্মারা সর্ব্বপ্রযত্নে বেদমর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; তাঁহারা সেরূপ না করিলে যথেচ্ছাচারী চার্ব্বাকাদির ন্যায় অজ্ঞ জনগণেরও যথেচ্ছাচরণজন্য ধর্ম্ম লোপ হয় এবং ধর্ম্মলোপ হইলেই চিরপ্রচলিত বর্ণাচারও ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে; এজন্য যাহারা বেদানুমোদিত মার্গে গমন করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গল হইয়া থাকে। ৩৩–৪৭

জনকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যে সকল কথা বলিলেন সমস্তই ত শ্রবণ করিলাম; কিন্তু হে নরাধিপ! আমার মনে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে, উহা কিছুতেই দূর হইতেছে না। হে ভূপতে! বেদোক্ত ধর্ম্মে ত হিংসা আছে, এবং হিংসাতেও ত বিস্তর অধর্ম্ম আছে শুনা যায়; সুতরাং বেদোক্ত ধর্ম্ম কি প্রকারে মুক্তিপ্রদ

হইতে পারে? হে নরাধিপ! বেদে ত সোমরস পান, পশুহিংসা ও আমিষ ভক্ষণরূপ অনাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এমনকি উহাতে সৌত্রামণি নামক যাগ প্রকরণে প্রত্যক্ষরূপে সুরাপানেরও বিধি আছে এবং নানাপ্রকার ব্রতেরও উল্লেখ দেখা যায়, অধিক কি বেদে দ্যূতক্রীড়ার বিষয়ও কথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদধর্ম্মানুসারে কিরূপে মুক্তি হইতে পারে? শুনা যায়, পূর্ব্বে শশবিন্দু নামে পরম ধার্ম্মিক সত্যনিষ্ঠ যাগশীল বদান্য এবং ধার্ম্মিকগণের পালয়িতা ও অসৎপথগামী লোকদিগের দণ্ডবিধাতা এক নৃপবর ছিলেন। তিনি বেদোক্ত গো-মেধাদি বহুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রত্যেক যজ্ঞাবসানে যাজকগণকে প্রভূত দক্ষিণা দেন। তদীয় যজ্ঞে নিহত গোগণের চর্ম্ম এত রাশীকৃত হইয়াছিল যে, দেখিলে বোধ হইত বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অপর একটি পর্ব্বত রহিয়াছে। পরে মেঘজলপ্লাবনে এ স্তূপাকার চর্ম্মের ক্লেদাদি নির্গত হওয়ায় চর্ম্মণ্বতী নামে একটি নদী প্রবাহিতা হইয়াছিল। কি আশ্চর্যের বিষয়, সেই নিঠুর রাজাও ভূতলে অচলা কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাই হউক, ওরূপ হিংসাপূর্ণ বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে কখন আমার বুদ্ধি হয় না। আর এক কথা, যে মানব স্ত্রীসহবাসাদি বিষয়ভোগে সুখানুভব করে এবং তাহার অভাব হইলেই যাহার অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়, তাদৃশ মানব কিরূপে জীবন্মুক্ত হইতে পারে? শুকদেবের ঈদৃশ ভ্রান্তিমূলক বাক্য শুনিয়া জনক কহিলেন, দেখুন, যজ্ঞস্থলে যে হিংসা দেখিতেছেন উহা অহিংসা বলিয়া কথিত আছে; কারণ এ হিংসা কোন রাগাদি জন্য নহে, এজন্য যজ্ঞাদি ব্যতীত অন্যত্র রাগাদির জন্ম যে হিংসা তাহাই প্রকৃত হিংসা; ইহাতে আর অন্যমত নাই। কাষ্ঠসংযোগেই যেমন অগ্নিতে ধূম জন্মে এবং কাষ্ঠ না থাকিলে ধূমের অভাব হয়, হে মুনিসত্তম! বেদোক্ত হিংসাকেও তদ্রূপ রাগাদি যোগে দোষান্বিত এবং তাহার অভাবে নির্দ্দোষ জানিবেন। সুতরাং বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের হিংসাই প্রকৃত দোষাশ্রিত হিংসা কিন্তু নিঃস্পৃহ ব্যক্তিগণের হিংসা সেরূপ নহে। এজন্য বিরাগী পুরুষ অহঙ্কারশূন্য হৃদয়ে যাহা করেন, বেদবিৎ মনীষিগণ তাহা অকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বস্তুত হে দ্বিজসত্তম! বিষয়াসক্ত গৃহস্থগণ রাগাদির বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদিতে যে পশুহত্যা করে, তাহা হিংসার মধ্যে গণ্য হইতে পারে বটে; কিন্তু হে মহাভাগ! যাঁহাদিগের চিত্ত কিছুতেই আসক্ত নহে, তাদৃশ জিতাত্মা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের অহঙ্কারশূন্য হৃদয়ে নিষ্কামভাবে কেবল কর্ত্তব্য বোধে যে হিংসা, তাহা কিছুতেই প্রকৃত হিংসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ৪৮–৬১

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

—

ঊনবিংশ অধ্যায়
শুকবিবাহ

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! আমার মনে এই এক সন্দেহ জন্মিতেছে যে, মানব এই মায়াময় সংসারমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও কিরূপে নিঃস্পৃহ হইতে পারে? যখন শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিত্যানিত্য বিচারে সক্ষম হইলেও, যোগাদির অভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই মনের মোহ দূর হয় না, তখন কিরূপে নিঃস্পৃহতা হইতে পারে এবং কিরূপেই বা সংসারী মানব মুক্ত হইবে? যেমন দীপের নামোল্লেখমাত্র করিলে গৃহের অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য জ্ঞান কখন অন্তর্গত মোহান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইতে পারে না। হে রাজশার্দ্দূল! মোক্ষাভিলাষ থাকিলে সর্ব্বভূতের প্রতি হিংসা না করাই জ্ঞানীদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু গৃহস্থের তাহা কিরূপে হইবে? আপনার অদ্যাপি ধনাশা, রাজসুখেচ্ছা ও সংগ্রামে জয়াভিলাষ শান্তি পায় নাই, অতএব আপনি কিরূপে জীবন্মুক্ত হইতে পারেন? হে নৃপ! আপনার চোরের প্রতি চোর বলিয়া ও সাধুদিগের প্রতি সাধু বলিয়া জ্ঞান ত আজও রহিয়াছে এবং আত্মীয় ও পর বলিয়া জ্ঞান ত আজও আছে, সুতরাং আপনি কিরূপে বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ? হে রাজন্! আপনি কটু, তিক্ত, কষায় ও অম্লাদি ভাল মন্দ রস পৃথকভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, শুভ উপস্থিত হইলে সন্তোষ ও অশুভ ঘটনাতেও আপনার অসন্তোষ জন্মে এবং সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আপনারও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাই আছে; তবে আপনার তুরীয়াবস্থা কিরূপে হইল? জিজ্ঞাসা করি, "এই পদাতিবৃন্দ, এই অশ্বসমূহ, এই রথনিচয় ও এই সমস্ত মাতঙ্গ আমার, আমিই এই সকল দ্রব্যের অধীশ্বর", আপনি ত এরূপ বোধ করিয়া থাকেন? না, করেন না? রাজন্! আপনি ত মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন এবং সময়বিশেষে আনন্দিত ও দুঃখিত হইয়া থাকেন। অতএব হে নৃপবর! কিরূপে আপনি পুষ্পমাল্য ও সর্পে সমদর্শী হইলেন? হে রাজন! যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি ত লোষ্ট্র-প্রস্তরখণ্ড ও সুবর্ণকে সমজ্ঞান করেন, অখিল পদার্থকে একমাত্র আত্মা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বপ্রাণীরই হিতকারী হন। যাহাই হউক, আমার ত এক্ষণে গৃহদারাদিতে কিছুতেই চিত্তের সন্তোষ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা আমি নিঃস্পৃহ হইয়া নিরন্তর একাকী

বিচরণ করি। অতএব আমি সঙ্গরহিত, মমতাশূন্য ও শান্তচিত্ত হইয়া কাহারও নিকট কিছু না লইয়া, শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অযত্নলভ্য ফল, মূল ও পত্রাদি ভোজনে জীবনধারণ করত মৃগবৎ যথেচ্ছ বিচরণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। সংসারে যখন আমার অণুমাত্র অনুরাগ নাই এবং আমি যখন সর্ব্বগুণাতীত, তখন গৃহ, ধন বা অনুরূপ ভার্য্যার আমার প্রয়োজন কি? ১–১৪

আপনি নানাবিধ অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে বিবিধ বিষয় চিন্তা করিয়াও যে আপনাকে বিযুক্ত বলিতেছেন, ইহা কেবল আপনার দম্ভ বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। হে নৃপ! আপনার যখন কখন শত্রুজন্য, কখন ধনজন্য ও কখন সৈন্যজন্য চিন্তা আছে, তখন আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? যে সকল মুনিগণ মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বৈখানস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারাও যখন সংসারের অসত্যতা জানিয়াও সংসারমায়ায় মুগ্ধ হন, তখন আপনার ত কথাই নাই। হে ভূপতে! আপনার বংশসম্ভূত রাজগণের বিদেহ বলিয়া যে একটি নাম ইহা কেবল কুটিলতাব্যঞ্জক জানিবেন, কখনই ইহা অন্যথা ভাবিবেন না। কোন মূর্খ ব্যক্তি যেমন বিদ্যাধর, জন্মান্ধ যেমন দিবাকর, এবং দরিদ্রও যেমন লক্ষ্মীধর নামে অভিহিত হয়, কিন্তু তাহাদিগের সেই নাম নিরর্থক, আপনাদিগের বিদেহ নামও তদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। আমি শুনিয়াছি আপনার বংশে যে সকল পূর্ব্বতন নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই কেবল নামতঃ বিদেহ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কার্য্যে নহে। হে নৃপ! পূর্ব্বে আপনার কুলে নিমি নামে এক রাজা হন। সেই রাজর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ নিজ গুরু বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি নিমিকে বলেন, অধুনা আমি যজ্ঞার্থে দেবরাজ কর্ত্তৃক অগ্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, এজন্য হে রাজেন্দ্র! আমি তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পরে আপনার যজ্ঞ করিব। যতদিন না সেই যজ্ঞ সমাধা হয়, তাবৎকাল আপনি ক্রমে ক্রমে যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিতে থাকুন। মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা বলিয়া দেবরাজের যজ্ঞার্থ তথা হইতে নির্গত হইলে রাজর্ষি নিমি অপরকে গুরুত্বে বরণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে কুপিত হইয়া, নৃপতি নিমিকে এই অভিসম্পাত করিলেন, যে গুরুত্যাগিন্! গুরুত্যাগ জন্য পাপে তোর দেহ অদ্য পতিত হউক। আমি শুনিয়াছি, বশিষ্ঠ এইরূপ অভিসম্পাত করায় রাজর্ষি নিমিও "আপনারও দেহ পতিত হউক" বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। পরে পরস্পরের অভিসম্পাতে পরস্পরের দেহ পতিত হইল। কিন্তু

হে রাজেন্দ্র! আমার অন্তরে এই এক কৌতুক উপস্থিত হইতেছে যে, বশিষ্ঠ শাপে সেই রাজর্ষি অগ্রে দেহশূন্য হইয়া কিরূপে নিজ গুরুকে স্বয়ং অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। ১৫–২৭

শুকদেবের আনুপূর্ব্বিক ইত্যাদি বাক্যশ্রবণে জনক কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি যাহা যাহা বলিলেন; আমার মতে তৎসমস্তই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে। তথাপি শুনুন, আমার পরম পূজনীয় গুরুদেব ব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য জানিবেন। দেখুন, আপনি যে পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, ভাল, তাহাতেও ত আপনার নিঃসন্দেহ মৃগগণের সহিত সংসর্গ ঘটিবে। আরও দেখুন সর্ব্বত্রই ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত বিদ্যমান, তখন কিরূপে আপনি নিসঃঙ্গ হইবেন? এবং হে মুনে! সর্ব্বদাই যখন আপনাকে আহারার্থ চিন্তা করিতে হইবে তখন কি প্রকারেই বা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? আর আপনি বনে যাইলেও সেখানে আপনার যেমন দণ্ড ও অজিনাদির চিন্তা করিতে হইবে, আমি চিন্তা করি, বা না করি, আমার রাজ্যচিন্তাও কেন সেইরূপ বুঝুন না। আপনার হৃদয় বিকল্প জ্ঞানে দূষিত হওয়াতেই আপনি এই দূরদেশে আসিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদয়ে কোন বিষয়েই বিকল্পজনিত সন্দেহ নাই বলিয়াই, আমি সর্ব্বথা অসন্দিগ্ধচিত্তে এক স্থানেই রহিয়াছি। হে বিপ্রবর! আমি কোন বিষয়ে সন্দেহান্বিত নহি বলিয়া সুখে শয়ন ও ভোজন করিয়া থাকি। “আমি সংসারে বদ্ধ নহি” এইরূপ বিবেচনাতেই সর্ব্বদা পরম সুখে আছি, কিন্তু আপনি “আমি বদ্ধ” এইরূপ বোধে নিরন্তরই দুঃখভোগ করিতেছেন; অতএব আপনি বন্ধন শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হউন। ২৮–৩৪

সূত কহিলেন, মুনিগণ! শুকদেব রাজর্ষি জনকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে সাধুসম্ভাষণপূর্ব্বক অবিলম্বে ব্যাসদেবের সুখময় আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব, পুত্রকে আসিতে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বেদাধ্যয়ন-তৎপর শুকদেব পিতার সেই রমণীয় আশ্রমে সমাহিত চিত্তে পিতৃপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং রাজ্যস্থ মহাত্মা জনকের অবস্থা মনে করিয়া, পরম শান্তিসুখ অনুভব করত পিতার আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুকদেব যোগমার্গাবলম্বী হইয়াও পিতৃকুলের

গৌরববর্দ্ধিনী সৌভাগ্যশালিনী পরমা সুন্দরী পীবরী নামে এক মুনিকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর শুকদেবের ঔরসে পীবরীর গর্ভে প্রথমে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন হয় এবং পরে কীর্ত্তি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তপস্তেজঃসম্পন্ন ব্যসনন্দন শুকদেব ঐ কন্যাটি যথাসময়ে বিভ্রাজের পুত্র মহাত্মা অনূহকে সম্প্রদান করেন। কালক্রমে শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তির গর্ভে অনূহের ঔরসে প্রতাপবান্ শ্রীমান্ ব্রহ্মজ্ঞ রাজা ব্রহ্মদত্ত উৎপন্ন হন। কিয়ৎকাল গত হইলে, শুকদেবের জামাতা অনূহ, নারদের উপদেশানুসারে যোগমার্গোপযোগী পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুত্রহস্তে রাজ্যসমর্পণপূর্ব্বক বদরিকাশ্রম গমন করেন। দেবর্ষি নারদ যে তাহাকে মায়াবীজ উপদেশ করিয়াছিলেন সেই মন্ত্র প্রভাবে দেবীর প্রসন্নতাহেতু অনূহের অবাধে মুক্তিপ্রদ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছিল। এদিকে সঙ্গপরাঙ্মুখ শুকদেবও পিতার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক রমণীয় কৈলাসশিখরে গিয়া, নিশ্চল ব্রহ্মধ্যান অবলম্বন করত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩৭–৪৬

অনন্তর কিয়দ্দিবসের পর মহাতেজা শুকদেব অণিমাদি পরম সিদ্ধি লাভ করত গিরিশৃঙ্গ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যখন আকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিলেন, তখন দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শুকদেব যৎকালে গিরিশৃঙ্গ হইতে উত্থিত হন, তখন সেই শৃঙ্গ দ্বিধা হইয়া গেল এবং বহুবিধ উৎপাত দৃষ্টিগোচর হইল। স্বীয় দেহপ্রভায় দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় প্রকাশমান শুকদেব যখন অন্তরীক্ষে বায়ুবৎ অদৃশ্যরূপে সর্ব্বভূতময় পরমাত্মায় লীন হন, তখন দেবর্ষিগণ তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ব্যাসদেব পুত্রবিরহে কাতর হইয়া বারম্বার হা পুত্র! হা পুত্র! কোথায় যাইলে ইত্যাদি বাক্যে ক্রন্দন করিতে করিতে, যে গিরিশৃঙ্গে শুকদেব অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর পরমাত্মরূপে সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বভূতে অবস্থিত শুকদেব, ব্যাসদেবকে শ্রমাকুল দীনভাবাপন্ন ও রোরুদ্যমান জানিয়া, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি হইতে “পিতঃ! আত্মরূপে আপনাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তবে কি নিমিত্ত আমার জন্য শোক করিতেছেন?” ইত্যাদি প্রতিধ্বনি প্রদান করিলেন; কৈলাসগিরির সেই শৃঙ্গে অদ্যাপি সুস্পষ্টরূপ তাদৃশ প্রতিধ্বনি প্রায়ই হইয়া থাকে। পরে পুত্রবিরহে শোকদুঃখ পরিপ্লুত ব্যাসদেবকে পুত্র! পুত্র! বলিয়া নিয়ত রোরুদ্যমান জানিয়া ভগবান্ মহেশ্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করত কহিলেন,

ব্যাসদেব! তোমার পুত্র যোগিগণের অগ্রগণ্য, তিনি সাধারণ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের যাহা অতি দুর্লভ, সেই পরম গতিই লাভ করিয়াছেন, অতএব আর শোক করিও না। অনঘ! তুমি যখন ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াছ তখন সেই ব্রহ্মরূপে অবস্থিত শুকের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তোমার তাদৃশ পুত্র হওয়ায় জগতে তোমার অতুলীয় কীর্ত্তি হইয়াছে। ব্যাসদেব বলিলেন, হে দেবেশ! হে জগৎপতে! আমি এক্ষণে কি করিব, শোক যে আমার হৃদয় হইতে কিছুতেই তিরোহিত হইতেছে না, আমার চক্ষু যে আজও পুত্রদর্শনে তৃপ্ত হয় নাই, এখনও উহার পুত্রদর্শন লালসা বলবতী। ব্যাসদেবের এবম্বিধ শোকসূচক বাক্য শ্রবণে ভগবান্ মহাদেব কহিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! আমার বরে তুমি নিজ পার্শ্বে অতিমনোরমা ছায়াময়ী পুত্রমূর্ত্তি দর্শন করিবে। পরন্তপ! তুমি পুত্রের সেই ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াই শোক পরিত্যাগ কর। ভগবান্ মহেশ্বর এই কথা বলিলে ব্যাসদেব তখনই পুত্রের সমুজ্জ্বল ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ভগবান্ মহাদেব ব্যাসদেবকে এইরূপ বর দিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেবও পুত্র শুকদেবের বিরহে সাতিশয় দুঃখিত ও সন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪৭–৫৯

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

—

বিংশ অধ্যায়
ব্যাসকৃত্য

ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! দেবসত্তম শুকদেব পরম সিদ্ধি লাভ করিলে ব্যাসদেব কি করিলেন, তাহা আমাদিগকে সবিস্তরে বল। সূত কহিলেন,—অসিত, দেবল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি প্রভৃতি বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ তপোনিরত যে সকল শিষ্য ছিল, তাহারা পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের আজ্ঞা লইয়া ধর্ম্ম-প্রচারার্থ মহীতলে গমন করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব ঐ সময়ে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত ও পুত্রকে লোকান্তরিত দেখিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর মহাতেজা মুনিবর ব্যাসদেব গিরিবরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, জন্মকালে পরিত্যক্তা শোকাকুলা সেই কল্যাণময়ী মাতা ধীবরদুহিতা সত্যবতীকে মনে স্মরণ করিয়া, জাহ্নবীতীরে নিজ জন্মস্থান সেই দ্বীপে আসিয়া, ধীবরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বরাননা সত্যবতী এখন কোথায়? তখন ধীবরগণ তাহাকে কহিল, ধীবররাজ শান্তনুনামক নৃপতিকে সেই কন্যা দান করিয়াছেন। পরে ধীবররাজ প্রীতি-পুরঃসর ব্যাসদেবকে যথোচিত অর্চ্চনা ও স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মুনে! দেবগণেরও অদর্শনীয় আপনার যে দর্শন পাইলাম, ইহাতে আজ আমার জন্ম সফল ও কুল পবিত্র হইল। হে দ্বিজসত্তম! আপনি যে জন্য এই অধমের নিকট আসিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করুন। হে বিভো! আমার স্ত্রী, পুত্র, ও ধনাদি যাহা আছে, এ সমস্তই আপনার অধীন জানিবেন। ব্যাসদেব এইরূপে জননীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সরস্বতী নদীর রমণীয় তীরে আশ্রম করত তথায় সমাহিতচিত্তে তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অমিততেজা শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর দুইটি পুত্র জন্মিলে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে ভ্রাতৃদ্বয় মনে করিয়া, বনবাসী হইয়াও পরম সুখ লাভ করিলেন। নৃপতি শান্তনুর প্রথম পুত্র চিত্রাঙ্গদ সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত, শত্রুগণের সন্তাপপ্রদ ও পরম রূপবান্ হইয়াছিলেন এবং যিনি দ্বিতীয় পুত্র, তাহার নাম বিচিত্রবীর্য্য, তিনিও গুণান্বিত; নৃপতি শান্তনু তাহাকে পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে যে শান্তনুর প্রথম পুত্র হয়, তিনি যেমন মহাবীর ও মহাবলশালী ছিলেন, সত্যবতীর পুত্রদ্বয়ও সেইরূপ

মহাবলশালী হন। মহামনাঃ শান্তনু সেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রত্রয় নিরীক্ষণপূর্বক মনে করিতেন, এখন দেবগণও আমাকে সমরে পরাজয় করিতে অসমর্থ। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধর্ম্মাত্মা শান্তনু, কাল-ধর্ম্মানুসারে মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ নিজ জীর্ণদেহ বিসর্জ্জন করিলেন। নৃপতি শান্তনু স্বর্গগত হইলে, বীর্য্যবান্ ভীষ্ম তাঁহার যথাবিধি প্রেতকার্য্যাদি সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ না করিয়া, চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন বলিয়া, দেবব্রত (দেববৎ সত্যব্রতাবলম্বী) নামে প্রসিদ্ধ হন। সত্যবতী-গর্ভজাত পবিত্রাত্মা চিত্রাঙ্গদ এতদূর বলবান্, বীর ও ভুজবীর্য্যে প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে শত্রুগণ তাঁহা হইতে অশেষ প্রকারে দুঃখ বোধ করিতেন। অনন্তর একদা মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ বিপুল সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া বনপ্রদেশে বধ্য রুরুমৃগনিচয় অন্বেষণ করত বিচরণ করিতেছেন, এমত সময়ে চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব নৃপতিকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া, বিমানাধিরোহণে তাঁহার সম্মুখে অবতরণ করিল। ১–২১

তাপসগণ! অনন্তর পরস্পর তুল্যবলসম্পন্ন বীরদ্বয়ের সেই মহাপবিত্র ও বিস্তৃত স্থান কুরুক্ষেত্রে বর্ষত্রয় ভীষণ যুদ্ধ চলিল। পরে শান্তনু-নন্দন চিত্রাঙ্গদ সংগ্রাম ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গধামে গমন করিলে, গঙ্গাগর্ভসম্ভূত ভীষ্ম তদ্‌বৃত্তান্ত-শ্রবণে বিস্তর শোক প্রকাশ করত তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসকল সমাপনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিলেন। তৎকালে বরবর্ণিনী সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াও, মন্ত্রিগণের ও মহাত্মা গুরুগণের প্রবোধবাক্য শ্রবণে এবং নিজ কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজেশ্বর দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্যাসদেবও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন। কিয়ৎকালের পর সুলক্ষণান্বিত সত্যবতীসুত বিচিত্রবীর্য্য যৌবনপ্রাপ্ত হইলে ভীস্ম সেই কনিষ্ঠের বিবাহার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ, স্বীয় বিবাহোপযুক্ত সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত তিনটি কন্যারই এককালে বিবাহার্থ স্বয়ম্বর-সভা করিলেন। বহুদেশের সহস্র সহস্র রাজা ও রাজপুত্রগণ ঐ সভায় স্বয়ম্বরার্থ নিমন্ত্রিত হইলেন এবং পরে সকলেই সাদরে পূজিত হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন। তৎকালে মহাতেজা বীর্য্যবান্ ভীষ্ম একাকী রথারোহণে সমাগত অখিল রাজবৃন্দকে পরাজয় করিয়া, বলপূর্ব্বক কাশীরাজের সেই কন্যাত্রয়কে হরণ করিলেন এবং

তাহাদিগকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাশীরাজের যে তিনটি চারুলোচনা কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ ও পুত্রীবৎ ব্যবহার করিলেন এবং অবিলম্বে সত্যবতীকে সমস্ত বিবরণ নিবেদনপূর্ব্বক বেদবিদ্ দৈবজ্ঞ দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া, বিবাহের শুভদিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিবাহের দিন স্থির হইলে, সমস্ত উদ্যোগ করিয়া যে সময়ে ধর্ম্মিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহার্থ উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে চারুলোচনা অসিতাপাঙ্গী কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে সলজ্জভাবে কহিল, হে কুলপ্রদীপ কুরুবর গঙ্গানন্দন! আপনি পরম ধর্মজ্ঞ, এজন্য আপনাকে অধিক আর কি বলিব? আমি স্বয়ম্বরস্থলে নৃপতি শাল্বকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম এবং বোধ হয় তিনিও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আমাকে বরণ করিয়া থাকিবেন। অতএব হে পরন্তপ! এক্ষণে আপনার পবিত্র কুলের যাহা উপযুক্ত হয় করুন। হে গাঙ্গেয়! আপনি যে কেবল অলৌকিক বলশালী, তাহা নয়, আপনি ধার্ম্মিকগণেরও অগ্রগণ্য; এজন্য আপনাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই! এইমাত্র বলিতেছি, শাল্ব আমাকে পূর্ব্বে মনে মনে বিবাহ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় করুন। বিবাহকালে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই কথা বলিলে, গঙ্গাগর্ভসমুদ্ভূত ধর্ম্মবিত্তম কুরুনন্দন ভীষ্ম, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রিগণ ও মাতাকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকলের মত লইয়া সেই কন্যাকে কহিলেন, বরাননে! তুমি যথেচ্ছ গমন করিতে পার। ভীষ্ম এই বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে, সেই সুনিতম্বা কাশীরাজ-কন্যা, শাল্বরাজের নিকেতনে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট নিজ মনোভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করত কহিল, মহারাজ! ভীষ্ম আমাকে আপনার প্রতি অনুরক্তা জানিয়া ধর্ম্মানুসারেই আমাকে পরিত্যাগ করায় আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন। হে নৃপসত্তম! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী হইব; কারণ, পূর্ব্বে আমি আপনাকেই পতিরূপে চিন্তা করিতাম, এবং আপনিও নিশ্চয় আমাকে পত্নীরূপে ভাবিয়া থাকিবেন। তৎশ্রবণে শাল্ব কহিলেন, অয়ি বরারোহে! ভীষ্ম যখন আমার সমক্ষেই কর-গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া রথে তুলিয়াছিলেন, তখন আমি আর তোমার করগ্রহণ করিব না। বল দেখি, যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, এরূপ কোন্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্টা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে? এজন্য ভীষ্ম তোমায় মাতৃভাবে পরিত্যাগ করিলেও, আমি আর গ্রহণ করিব না। শাল্বের এই কথা শুনিয়া কাশীরাজকন্যা বিস্তর বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেও, মহাত্মা শাল্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই কন্যা অনন্যগতি

হইয়া, রোদন করিতে করিতে পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে গিয়া তাহাকে কহিল হে বীর! আপনি আমাকে গ্রহণ করত রথে স্থাপনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, শাল্ব আমায় গ্রহণ করিলেন না, অতএব হে মহাভাগ! আপনি যখন পরম ধর্ম্মজ্ঞ, তখন ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, আপনিই আমায় গ্রহণ করুন। আপনি গ্রহণ না করিলে, আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব। তদ্বাক্যশ্রবণে ভীষ্ম কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তোমার মন যখন অপরের প্রতি আসক্ত, তখন আমি কিরূপে তোমায় গ্রহণ করিতে পারি? অতএব হে বরারোহে! তুমি নিরাকুলচিত্তে ত্বরায় স্বীয় পিতার নিকট গমন কর। ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পর, সেই কাশীরাজকন্যা লজ্জাবশতঃ পিত্রালয়ে না গিয়া, বনমধ্যে গমন করিলেন এবং পরম পবিত্র নির্জ্জন তীর্থস্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২২–৫০

এদিকে পরম রূপলাবণ্যবতী সর্ব্ব-সুলক্ষণান্বিতা অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে কাশীরাজের অপর কন্যাদ্বয় রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যা হইলেন। অতঃপর মহাবলশালী রাজা বিচিত্রবীর্য্য, সেই পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ ও উপবনমধ্যে নানা প্রকার বিহার করত, সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই রাজেন্দ্র বিচিত্রবীর্য্য নয় বৎসরকাল ক্রমান্বয়ে মনের সন্তোষকর রতিক্রীড়া করায়, রাজ-যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। পুত্র বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুতে সত্যবতী অতি দুঃখার্ত্তা হইয়া মন্ত্রিবর্গ দ্বারা তাহার প্রেত-কার্য্যাদি সমাপন করাইলেন। পরে সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে নির্জ্জনে ভীষ্মকে কহিলেন, হে মহাভাগ পুত্র! তুমি এক্ষণে পিতৃরাজ্য প্রতিপালন কর এবং যাহাতে যযাতির বংশ উচ্ছিন্ন না হয়, তজ্জন্য ভ্রাতৃভার্য্যা লইয়া বংশ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও। তখন ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! আমি পূর্ব্বে পিতার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ত শুনিয়াছেন? অতএব আমি কিছুতেই রাজ্যপালন বা দার-পরিগ্রহ করিব না। ভীষ্মের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সত্যবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে বংশরক্ষা কিরূপে হয়, এবং রাজ্যও যখন রাজশূন্য হইল, তখন আলস্য করাও ত বিধেয় নয়, তাহাতে কোন সুখেরই আশা নাই;—তিনি এইরূপ ভাবিয়া অতিশয় কাতরা হইলে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তাহাকে কহিলেন, হে ভামিনি! আপনি চিন্তা করিবেন না, এক্ষণে যাহাতে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার বিধান করুন। কোন সৎকুল সম্ভূত দ্বিজবরকে আহ্বানপূর্ব্বক বধূর সহিত মিলিত করিয়া দিন। কুল-রক্ষার্থে এরূপ কার্য্যে বেদেও কোন দোষ শ্রুতি নাই। হে শুচিস্মিতে! আপনি এইরূপে

পৌত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকেই রাজ্যভার প্রদান করুন; আমিও তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। সত্যবতী ভীষ্মের তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজ কন্যাকালে দ্বীপমধ্যে সমুৎপন্ন নিষ্পাপ মুনিবর পূত্র ব্যাসদেবকে মনে মনে স্মরণ করিবামাত্র সেই তপোনিরত সূর্য্যবৎ প্রভাশালী মুনিবর ব্যাসদেব তথায় আগমনপূর্ব্বক মাতাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ভীষ্মকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া, নির্ধূম অগ্নির ন্যায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে মাতা সত্যবতী সেই মুনিবরকে কহিলেন, পুত্র! তুমি এক্ষণে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে নিজ ঔরসে সুন্দর পুত্র উৎপাদন কর। তখন ব্যাসদেব, মাতার তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবাক্যবৎ তাহা অবশ্য-প্রতিপাল্য বোধে, "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করত, ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে অম্বিকা ঋতুস্নাতা হইয়া মুনিসহবাসে এক মহাবলসম্পন্ন অন্ধপুত্র প্রসব করিলেন। সত্যবতী সেই জন্মান্ধ পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং অপর পুত্রবধূকে কহিলেন, তুমিও এক্ষণে অবিলম্বে ঐরূপে পুত্র উৎপাদন কর। অনন্তর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে অম্বালিকাও রাত্রিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গতা হইয়া গর্ভধারণ করিলেন। যথাসময়ে সেই গর্ভে যে পুত্র হইল সেটিও নিতান্ত পাণ্ডুবর্ণ, এজন্য সত্যবতী সেটিকেও রাজ্যের অযোগ্য মনে করিয়া বর্ষান্তে পুত্রবধূকে পুত্রার্থ পুনরায় নিয়োগ করিলেন এবং মুনিসত্তম ব্যাসদেবকে পুনর্ব্বার আহ্বানপূর্ব্বক পুত্রার্থ প্রার্থনা করিয়া রাত্রিকালে নিজ বধূকে শয়নাগারে যাইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বধূ ভয়প্রযুক্ত স্বয়ং না গিয়া, এক দাসীকে প্রেরণ করিলেন। তাহাতেই সেই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশ হইতে সকলের শুভকারী মহাত্মা বিদুর জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে ব্যাসদেব বংশরক্ষার্থ ধৃতরাষ্ট্রাদি মহাবীর পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে অনঘ মহর্ষিগণ! এই ত আমি আপনাদিগের নিকট সর্বধর্ম্মাভিজ্ঞ মদীয় গুরু ব্যাসদেবের যেরূপে বংশ রক্ষা পাইয়াছিল এবং যেরূপে তিনি নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে তাঁহার বংশ-রক্ষা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। ৫১–৭৪

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

প্রথম স্কন্ধ সম্পূর্ণ ॥

—